'কিতাবুয যুহ্‌দ' গ্রন্থের অনুবাদ

মুমিনের পাথেয়

১

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহিমাহুল্লাহ

বায়ান

মুমিনের পাথেয়

মূল

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﷺ

[মৃত্যু ১৮১ হিজরি]

তাহকীক

আহমাদ ফরীদ

অনুবাদ

আবদুস সাত্তার আইনী

মুমিনের পাথেয় (১ম খণ্ড)

ISBN: 978-984-8041-73-4

প্রথম সংস্করণ:
মহররম ১৪৪২ হিজরি/ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

সম্পাদনা:
মাকতাবাতুল বায়ান সম্পাদনা-পরিষদ

অনলাইন পরিবেশক:
রকমারি.কম, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ ও বাঁধাই সহযোগিতায়: বই কারিগর ০১৯৬৮৮৪৪৩৪৯

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৩৬০ টাকা

ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪

maktabatulbayan
www.maktabatulbayan.com

সূচিপত্র

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

লেখক পরিচিতি

জন্ম ও পরিচয়

এক শ হিজরি সনের কাছাকাছি কোনো-এক সময়ের কথা। হানযালা গোত্রের এক ব্যবসায়ী তার তুর্কি গোলামকে ডেকে বললেন, "মুবারাক, আমাদের বাগান থেকে মিষ্টি দেখে একটি ডালিম নিয়ে এসো তো।" মুবারাকের নিয়ে-আসা ডালিমটি মুখে দিয়ে তিনি বললেন, "এ তো টক! যাও, আরেকটা আনো।" কিন্তু মুবারাক যে ডালিমটিই নিয়ে আসেন, প্রতিটিই টক স্বাদের। বিরক্ত হয়ে ব্যবসায়ী লোকটি বললেন, "এত বছর বাগানে কাজ করেও মিষ্টি ডালিম চিনলে না, অপদার্থ কোথাকার!" মুবারাক জবাব দিলেন, "আপনি তো কখনও আমাকে খাওয়ার অনুমতি দেননি। চিনব কী করে?"

কথাটি ব্যবসায়ীর হৃদয় ছুঁয়ে গেল। দাসেরা তো এমনিই কাজ করার ফাঁকে কিছু খেয়ে ফেলে, কিছু পকেটে পুরে নেয়। আর এই লোক কিনা জীবনে একটিও চেখে দেখেনি! কথায় আছে, জাহিলি যুগের মুশরিকরা বিয়ে করত বংশ দেখে, ইয়াহূদিরা সম্পদ দেখে, আর খ্রিস্টানরা সৌন্দর্য দেখে। কিন্তু মুসলিম উম্মাহ প্রাধান্য দেয় দ্বীনকে। সেই হানযালি ব্যবসায়ী আপন মেয়েকে বিয়ে দেন মুবারাক রহিমাহুল্লাহ-এর সাথে। এই দম্পতির কোল আলো করে ১১৮ হিজরি সনের দিকে খুরাসানের মারও শহরে জন্ম নেন বহুমুখী প্রতিভাধর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক।

খুরাসান হলো বর্তমান আফগানিস্তান ও সংলগ্ন মধ্য এশিয়া-জুড়ে বিস্তৃত এলাকাটির প্রাচীন নাম। আর মারও শহরটি ঐতিহাসিকভাবেই জ্ঞানচর্চার খনি। আহমাদ ইবনু হাম্বল আর সুফইয়ান সাওরির মতো সব্যসাচীদের এখানেই জন্ম।

ইলমের খোঁজে

কারও জ্ঞানের ব্যাপ্তি অনুমান করা যায় তার সফরের পরিমাণ দেখে। বিশেষত ইসলামি জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ কথা আরও সত্য। তেইশ বছর বয়সে আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক

জন্মস্থান ছেড়ে ইলমের সন্ধানে বের হন। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের যুগে তাঁর মতো জ্ঞান-অন্বেষক আর কেউ ছিলেন না। তিনি ইয়ামান, মিসর ও সিরিয়ায় সফর করেছেন, বসরা ও কুফায় সফর করেছেন। ইলমে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এই ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ছোটোদের থেকেও সংকলন করেছেন, বড়োদের থেকে সংকলন করেছেন। তিনি হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার সংরক্ষণ করেছেন। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর খুব কমই ভ্রান্তি ঘটত; এ ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।"[১]

জ্ঞানকে সাধনা বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি। আবূ খারাশ একবার আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ আবদুর রহমান, আপনি আর কত দিন জ্ঞান অন্বেষণ করবেন? তিনি বললেন, হয়তো সেই কথাটি পর্যন্ত যাতে আমার মুক্তি রয়েছে। এরপর আমি আর কোনো কথা শুনতে পাব না।[২]

হাদীসের বর্ণনাসূত্রের মান (বিশুদ্ধ অথবা বানোয়াট) যাচাই করার শাস্ত্রকে বলা হয় 'জারহ ওয়া তা'দিল'। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক নিজেও ছিলেন জারহ-তা'দিলের তুখোড় বিশেষজ্ঞ। আবার তাঁর মাধ্যমে বর্ণিত হাদীসগুলোও জারহ-তা'দিলের মানদণ্ডে নিশ্চিতভাবে উত্তীর্ণ। ইমাম বুখারি তাঁর সূত্রে বর্ণিত হাদীস লিপিবদ্ধ করেছেন। এমনকি ইবনুল মুবারকের বর্ণনা নিয়ে যারা সন্দেহ প্রকাশ করত, তাদের ইলমি যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠানো হতো। আসওয়াদ ইবনু সালিম বলেন, "যদি দেখো যে, কেউ ইবনুল মুবারককে খাটো করছে, তা হলে উলটো তার ধার্মিকতা নিয়েই প্রশ্ন তুলবে।"

সমসাময়িক চারজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন—সুফইয়ান সাওরি, মালিক ইবনু আনাস, হাম্মাদ বিন যায়দ এবং আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক। সুফইয়ান সাওরির ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও ইবনুল মুবারককে সুফইয়ান সাওরির চেয়ে জ্ঞানী ধরা হতো। এমনকি সুফইয়ান নিজেই সে সাক্ষ্য দেন। ইবনু আবী জামিল বলেন, "মক্কায় একবার ইবনুল মুবারকের কাছে গিয়ে আমরা বললাম, 'প্রাচ্যের শাইখ, আমাদের কিছু হাদীস শেখান।' একটু দূরে থাকা সুফইয়ান সাওরি বললেন, 'এটা কী বললে? তিনি তো বরং পূর্ব, পশ্চিম এবং এর মধ্যকার সব জায়গার শাইখ।"

অর্জিত-শিক্ষা লিখে রাখার ব্যাপারেও তার বেশ সুনাম ছিল। লিখার উপকরণ সুলভ হওয়ার আগে এ ধরনের অভ্যাস থাকা মানে আসলেই বিশেষ-কিছু। তিনি বলেছেন, "পোশাকে কালির দাগ আলিমের চিহ্ন।" বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া এবং প্রাপ্ত জ্ঞান

---

[১] তারিখু দিমাশ্ক, ৩৮/৩১১।

[২] তারিখু দিমাশ্ক, ৩৮/৩১২; সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩৮।

লিখে রাখার মাধ্যমে তিনি তথ্যের সঠিকতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করতেন। তিনি ছিলেন প্রচণ্ড মেধাবী। যা-ই শুনতেন, মনে রাখতে পারতেন। হুসাইন ইবনু ঈসা বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের বন্ধু আমাকে বলেছেন, "আমরা লেখকদের (হাদীস সংকলনকারীদের) মধ্যে ছিলাম বয়সে ছোটো। আমি ও ইবনুল মুবারক একবার একটি মজলিসে গেলাম। ওখানে একজন লোক দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। মজলিস থেকে বেরিয়ে আসার পর ইবনুল মুবারক আমাকে বললেন, আমি লোকটির খুতবা মুখস্থ করে ফেলেছি। ওই এলাকার একজন লোক তাঁর কথা শুনে বলল, বক্তৃতাটি আমাকে শোনাও। ইবনুল মুবারক বক্তৃতাটি তাদের মুখস্থ শুনিয়ে দিলেন।"[৩]

নুআইম ইবনু হাম্মাদ বলেছেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমার বাবা আমাকে বললেন, আমি যদি তোমার বই-পুস্তক দেখি সেগুলো আগুনে জ্বালিয়ে দেব। আমি বললাম, তাতে আমার কোনো দুঃখ হবে না। সেগুলো আমার বুকের মধ্যেই আছে।"[৪]

কুরআনের আয়াত ও হাদীস মুখস্থ থাকলেই কিন্তু যে-কোনো বিষয়ে ফাতওয়া দেওয়া যায় না। একই বিষয়ক একাধিক আয়াত-হাদীস, সেগুলোর পটভূমি-অর্থ-ব্যাখ্যা সবকিছু বুঝে নিয়ে তবেই সেখান থেকে বিধান বের করতে হয়। এভাবে বিধান বের করার শাস্ত্রকে বলা হয় ফিকহ। তাই হাদীস বিশারদ মানেই ফিকহ-বিশেষজ্ঞ নন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ছিলেন একাধারে মুহাদ্দিস ও ফকীহ। ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম মালিক ও সুফইয়ান সাওরির মতো বিজ্ঞ ফকীহগণের কাছে তিনি ফিকহের শিক্ষা লাভ করেন। এ ছাড়াও হাজার হাজার শাইখের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন তিনি। নিজেই বলেছেন, "আমি চার হাজার শাইখ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছি, কিন্তু মাত্র এক হাজার শাইখ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি।"[৫]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক অনেক তাবিয়ির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হিশাম ইবনু উরওয়াহ, ইসমাঈল ইবনু আবী খালিদ, আ'মাশ, সুলাইমান তাইমি, হামিদ তাবিল, আবদুল্লাহ ইবনু আওন, খালিদ ইবনু মিহরান হাযযা, ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আনসারি, মূসা ইবনু উকবা প্রমুখ।"[৬]

তাঁর ছাত্রসংখ্যা অনেক। ইউসুফ ইবনু আবদির রহমান মিযযি রহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ

---

[৩] তারিখু বাগদাদ, ১০/১৬৫, ১৬৬; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৩৯৩।

[৪] তারিখু বাগদাদ, ১০/১৬৬; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৩৯৩।

[৫] তাযকিরাতুল হুফফায, ১/২৭৬।

[৬] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৪৬।

ইবনুল মুবারকের এক শ তেতাল্লিশ জন ছাত্রের নাম উল্লেখ করেছেন।[৭] এ ছাড়া সুফইয়ান সাওরি, মা'মার ইবনু রাশিদ, দাউদ ইবনু সুলাইমান, মুসলিম ইবনু ইবরাহীম-সহ আরও অনেক মুহাদ্দিস তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।[৮]

ইমাম যাহাবি বলেছেন, "আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের কাছ থেকে এত জায়গার এত মানুষ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাদের গুণনা করে শেষ হবে না।"

বিদআতবিদ্বেষী সংস্কারক

ইবনুল মুবারক বলেছেন, "গরিবদের সাথে মেলামেশা করো। আর বিদআতিদের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে সাবধান!"

জীবদ্দশায়ই তিনি মুতাযিলা, কাদরিয়্যা এবং জাহমিয়্যা নামক ভ্রান্ত গোষ্ঠীগুলোর উত্থান দেখেছেন। আমৃত্যু তিনি এসকল পথভ্রষ্ট দলের ও এগুলোর সমর্থকদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। একবার তিনি বললেন, "আমি শাইখ সুফইয়ান সাওরিকে বলতে শুনেছি যে, জাহমিয়্যা এবং কাদরিয়্যা দল-দুটি কাফির।" আম্মার ইবনু আবদিল জাব্বার তা শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার নিজের কী মত?" ইবনুল মুবারক উত্তর দেন, "আমারও একই মত।"

এই ভ্রান্ত দলগুলোর সাথে সহানুভূতিমূলক আচরণকেও তিনি ঘৃণা করতেন। একবার তিনি জানতে পারলেন যে, হারিস মুহাসাবি কোনো-এক কুখ্যাত বিদআতির সাথে বসে খাবার খেয়েছেন। ইবনুল মুবারক তাকে বললেন, "ত্রিশ দিন আপনার সাথে কোনো কথা বলব না আমি।"

ভ্রান্ত মতানুসারীরাও হাদীস বর্ণনা করত। জ্ঞানের ময়দানে পারদর্শীরা এই মানদণ্ড ঠিক করেছেন যে, কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্তদের বর্ণনা গ্রহণ করা যাবে আর কোন ক্ষেত্রে তা করা যাবে না। যারা নিজেরা ভ্রান্ত হলেও সেই মত প্রচার করে বেড়াত না, তাদের থেকে ইবনুল মুবারক বর্ণনা নিতেন। কিন্তু যারা সেসব মত প্রচার করত, তাদের থেকে নিতেন না। তাকে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, "আপনি সাঈদ এবং হিশাম-এর কাছ থেকে পাওয়া বর্ণনা গ্রহণ করেন, কিন্তু (মুতাযিলা ফিরকার নেতা) আমর ইবনু উবাইদের ক্ষেত্রে তা করেন না কেন?" তিনি জবাব দিলেন, "কারণ আমর তার মত প্রচার করে বেড়ায়, কিন্তু বাকি দুজন নিজেরটা নিজের কাছে রাখে।"

---

[৭] তাহযীবুল কামাল, ১৬/১০-১৪।

[৮] তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৩৫-৩৩৬।

উবাইদুল্লাহ ইবনু মূসা বলেন, "আমরা একবার আবূ হামযার ওখানে ছিলাম। এমন সময় ইবনুল মুবারক সেখানে এলেন (হাদীসের) বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে। আবূ হামযা তখন উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর প্রতি অপমানজনক একটি কথা বর্ণনা করলেন। ইবনুল মুবারক সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালেন; এতক্ষণ যা লিখেছিলেন, সব ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে গেলেন।"

বীর মুজাহিদ

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক শুধু জ্ঞানের মাধ্যমেই না, অস্ত্রের মাধ্যমেও ইসলামের প্রতিরক্ষা করেছেন। এক বছর হাজ্জ করা, আর পরের বছর জিহাদে যাওয়াটা ছিল তার আমৃত্যু অভ্যাস। এমনকি তাঁর মৃত্যুও হয় একটি জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর। বিশেষত রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণে তিনি বেশি পরিচিত। রোমান-ভূমির অদূরে তারসুস এবং মাসসিয়া এলাকায় প্রায়ই তিনি রিবাত বা সীমান্তপ্রহরার দায়িত্ব পালন করতেন। রিবাতে যাওয়ার আগেও তিনি মুজাহিদদের একত্র করে হাদীস শিক্ষা দিতেন, ফিরে আসার পরও তা-ই করতেন। মুজাহিদগণ হাদীস শুনে শুনে লিখে নিতেন।

তারসুসে অবস্থানকালে একবার জিহাদের ডাক আসে। মুসলিম ও রোমান সেনারা সারি বেঁধে মুখোমুখি হয়। এক কাফির-সৈনিক এগিয়ে এসে দ্বন্দ্বযুদ্ধের আহ্বান করে। এতে সাড়া দিয়ে একজন মুজাহিদ এগিয়ে যান। কিন্তু কাফিরটি দ্বন্দ্বে জিতে যায় এবং তাকে হত্যা করে। এভাবে ছয়জন মুজাহিদ একে একে শহীদ হন। অহংকারী ভঙ্গিতে কাফিরটি দুই-দল সৈনিকের মাঝে হাঁটতে থাকে এবং নতুন কাউকে আহ্বান করে। কিন্তু মুসলিমদের মাঝ থেকে কেউই এগিয়ে যাওয়ার সাহস পেলেন না। এমন-সময় আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এগিয়ে আসেন। কিছুক্ষণ দ্বন্দ্বযুদ্ধের পর কাফিরটিকে কতল করে ফেলেন তিনি। এরপর নতুন কাউকে এসে দ্বন্দ্ব শুরু করার আহ্বান জানান। একে একে ছয়টি কাফিরসেনা তাঁর হাতে মারা গেল। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক আবারও আহ্বান জানান, যাতে নতুন কেউ এসে দ্বন্দ্ব লড়ে। এবার আর রোমানদের পক্ষ থেকে কেউই এগিয়ে আসার সাহস পেল না

প্রখ্যাত কবি

পার্থিব ও ধর্মীয় বিদ্যার নানা শাখায় পারদর্শিতার পাশাপাশি ইবনুল মুবারক একজন দক্ষ কবি। সমসাময়িক নানা বিষয়ে (ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজ) তিনি

উপদেশের ভঙ্গিতে কবিতা লিখতেন। এর কয়েকটির ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায় :

দ্বীন ছেড়ে সুখী হবে ভেবেছিল যারা,
দুনিয়া নিয়ে সুখে নেই তারা,
দ্বীন নিয়ে খুশি থাকো, দুনিয়া ছেড়ে দাও রাজাদের হাতে
যেভাবে তারা দুনিয়া আঁকড়ে দ্বীন ছেড়ে দিয়েছে তোমাদের পাতে।

ইলম-চর্চা ও ইবাদাতের জন্য তিনি প্রায়ই একা থাকতেন। লোকে তা নিয়ে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, আমার এমন সঙ্গী আছে, যাদের কথা আমায় ক্লান্ত করে না। শয়নে-জাগরণে তাঁরা আমার বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান সাথি।

অন্যান্য ইবাদাতের ওপর জিহাদের মর্যাদা সম্পর্কে ফুযাইল ইবনু ইয়াযের কাছে চিঠিতে তিনি লিখেন,

ওহে দুই পবিত্র মসজিদে বসে ইবাদাতকারী,
আমাদের ইবাদাত দেখলে নিজের ইবাদাতকে ছেলেখেলা ভাবতে।
তোমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে,
আর আমাদের ঘাড় বেয়ে রক্তের ধারা ছোটে।

রাজদরবারের পদ-পদবি গ্রহণ করা এক আলিমের উদ্দেশ্যে তিনি চিঠি লিখেন,

জ্ঞানকে শিকারী পাখি বানানো হে জ্ঞানী,
তুমি তা দিয়ে শিকার করবে গরিবের ধন।
সুচতুরভাবে দ্বীনকে ছুড়ে ফেলে
তুমি বেছে নিলে দুনিয়ার ভোগ-বিলাস।

সফল ব্যবসায়ী

দুনিয়াবিরাগ আর সম্পদশালীতার বিরল মেলবন্ধন ঘটেছিল ইবনুল মুবারকের মাঝে। তাঁর বাবা যেহেতু একজন ব্যবসায়ীর দাস ছিলেন, তাই উত্তরাধিকার-সূত্রেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যের জ্ঞান পেয়ে যান। এ ছাড়া ইমাম আবূ হানিফার কাছেও তিনি ব্যবসার খুঁটিনাটি শিখেছিলেন। জায়গায় জায়গায় ব্যবসা করে তিনি বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করেন। মূলত এই সম্পদই তিনি জ্ঞানার্জনের সফরে ব্যয় করেন।

আলি ইবনুল ফুদাইলের সাথে এক কথোপকথন থেকে তাঁর সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্য

সম্পর্কে জানা যায়। আলি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আমাদের দুনিয়াবিমুখিতার কথা বলেন, অথচ আপনি নিজেই এত সম্পদের মালিক। এটা কেন?" ইবনুল মুবারক বলেন, "অন্যের কাছে ছোটো না হওয়া (ঋণগ্রস্ত না হওয়া) এবং আল্লাহর ইবাদাতে সহজতার জন্যই আমি এগুলো উপার্জন করি।"

সৌজন্য ও দানশীলতা

ইয়াহইয়া বলেছেন, "আমরা ইমাম মালিকের মজলিসে বসে ছিলাম। ইবনুল মুবারকের জন্য মজলিসে প্রবেশের অনুমতি চাওয়া হলো। তিনি অনুমতি দিলেন। ইবনুল মুবারক প্রবেশ করলে, আমরা দেখলাম, মালিক সরে বসলেন এবং তাঁকে নিজের পাশে বসালেন। আমি ইমাম মালিককে কখনও তাঁর মজলিসে কারও জন্য সরে বসতে দেখিনি। কেবল ইবনুল মুবারকের জন্যই সরে বসলেন। হাদীস-পাঠকারী হাদীস পাঠ করে যাচ্ছিলেন। কোনো কোনো হাদীসের ক্ষেত্রে মালিক জিজ্ঞেস করছিলেন, এই হাদীসের ব্যাপারে কী তথ্য আছে আপনার কাছে? ইবনুল মুবারক চুপি চুপি তার জবাব দিচ্ছিলেন। দরস শেষ হলে ইবনুল মুবারক বেরিয়ে গেলেন। ইমাম মালিক তাঁর সৌজন্যবোধ ও ভদ্রতায় বিস্মিত বোধ করলেন। আমাদের বললেন, ইনি হলেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক, খুরাসানের ফকীহ।"[১]

ইবনুল মুবারক ছিলেন উত্তম আখলাক ও শিষ্টাচারের অধিকারী, আচার-আচরণ ছিল চমৎকার। একইভাবে তিনি ছিলেন দানশীল। বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য মানুষের জন্য প্রচুর খরচ করতেন। এ ব্যাপারে অনেক ঘটনা সাক্ষী হয়ে আছে।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ঘন ঘন তারসুসে যেতেন। ওখানে রিক্কার একটি অঞ্চলে তিনি যাত্রাবিরতি করতেন। একজন যুবক তাঁর কাছে বারবার আসত, তার প্রয়োজনীয় কাজ করে দিত এবং তাঁর কাছ থেকে হাদীস শুনত। তিনি একবার ওখানে গিয়ে যুবকটিকে আসতে দেখলেন না। লোকদের কাছে যুবকটির ব্যাপারে জানতে চাইলে তারা বলল, দশ হাজার দিরহাম ঋণের কারণে যুবকটিকে আটক করে রাখা হয়েছে। ইবনুল মুবারক খুঁজে খুঁজে ঋণদাতাকে বের করলেন এবং তাকে দশ হাজার দিরহাম পরিশোধ করলেন। লোকটির কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করলেন যে, তিনি যেন এ ব্যাপারে কাউকে কিছু না জানান। ইবনুল মুবারক চুপে চুপে ফিরে এলেন। পথিমধ্যে যুবকটি তাঁর সঙ্গে দেখা করল। তিনি জিজ্ঞেস করলে, কোথায় ছিলে তুমি? তোমাকে দেখিনি কেন? যুবকটি বলল, হে আবূ আবদুর রহমান, ঋণের কারণে আটক ছিলাম।

---

[১] তাহযীবুত তাহযীব, ৫/৩৩৭।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কীভাবে মুক্তি পেলে? যুবকটি বলল, একজন লোক এসে আমার ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। আমি তাঁকে চিনি না। তিনি বললেন, তা হলে আল্লাহর শুকরিয়া করো। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মৃত্যুর পূর্বে যুবকটি জানতে পারল না যে, কে তার ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছিল।[১০]

নিজে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে তো সফর করেছেনই, ছাত্র ও হাজিদের পৃষ্ঠপোষকতাও করেছেন দেদারসে। হাজ্জের মৌসুম এলেই হাজ্জ-করতে-আগ্রহী ব্যক্তিরা তাঁর কাছে টাকা জমা রাখতেন। তারপর তাঁর সাথে একই কাফেলায় রওনা হতেন হাজ্জে। পথে তিনি সকলকে প্রচুর পরিমাণে আতিথেয়তা করতেন। মক্কা-মদীনা থেকে তাদের পরিবার ও সন্তানদের জন্য কিছু কিনে দিতেন। হাজ্জ শেষে ফিরে আসার পর তাদের জমা রাখা সেই টাকা আবার ফিরিয়ে দিতেন তাদেরই কাছে।

ইসলামি শিক্ষার্থীরা কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে তাদের ঋণ তিনি পরিশোধ করে দিতেন। খুব করে চাইতেন তালিবুল ইলমরা যেন টাকার জন্য কারও কাছে ছোটো না হয়। নিজ শহরের বাইরের ইসলামি শিক্ষার্থীদের পেছনে টাকা খরচ করতেন বলে মারওবাসীরা প্রায়ই ইবনুল মুবারকের সমালোচনা করত। তিনি বলতেন, "জনগণের জ্ঞান প্রয়োজন বলেই তো তারা আমাদের হয়ে হাদীসের জ্ঞান অর্জন করে। আমরা তাদের সম্পদের প্রয়োজন পূরণ না করলে এই উম্মাহ জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হবে।"

পরিচিতজনদের তো বটেই, অপরিচিতদের বিপুল আর্থিক সাহায্য প্রদানের ঘটনাও তাঁর জীবনে অনেক। হাজ্জযাত্রার পথে এক জায়গায় তিনি এক নারীকে মরা হাঁসের পালক ছিলতে দেখেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, "এটা জবাই করেছেন তো? নাহলে তো খাওয়া হালাল হবে না।" মহিলা বলল, "রাখেন আপনার ওসব কথা। আমি আর আমার সন্তানেরা যে অভাবে আছি, তাতে আবর্জনার-স্তূপে-পাওয়া মরা-প্রাণী আমাদের জন্য হালাল হয়ে গেছে।" ইবনুল মুবারক খোঁজখবর নিয়ে এর সত্যতা পেলে হাজ্জযাত্রার পুরো টাকা তাদের দিয়ে দেন। বলেন, "নফল হাজ্জ করার চেয়ে এই আমল উত্তম।" সে বছর আর তাঁর হাজ্জ করা হয়নি।

অন্য হাজিরা হাজ্জ শেষে তার সাথে কুশল বিনিময় করতে আসেন। তিনি বলেন, "আমি তো এ বছর যাইনি।" একেকজন অবাক হয়ে বলতে লাগল, "বলেন কী? আমার অমুক জিনিসটা না আপনার কাছে রেখে আবার ফেরত নিলাম?...আপনার সাথে না অমুক জায়গায় দেখা করলাম?" ইত্যাদি। ইবনুল মুবারক বলেন, "কী বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

---

[১০] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৩৮৬-৩৮৭; তারিখু বাগদাদ, ১০/১৫৫; সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৪২।

কিছুদিন পর স্বপ্নে এক কণ্ঠস্বর তাঁকে বলে, "আনন্দিত হোন, আবদুল্লাহ! আল্লাহ আপনার সদাকা কবুল করে নিয়েছেন এবং এক ফেরেশতাকে দিয়ে আপনার পক্ষ থেকে হাজ্জ আদায় করিয়ে নিয়েছেন।"

দুনিয়াবিরাগী আবিদ

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক যুদ্ধের ময়দানে ঠিকই বীরত্ব দেখাতেন। কিন্তু যুদ্ধ-শেষে গনীমাতের মাল বণ্টনের সময় প্রায়ই তাঁকে খুঁজে পাওয়া যেত না। মূলত এই দুনিয়াবিরাগই ইবনুল মুবারকের প্রসিদ্ধির সবচেয়ে বড়ো কারণ।

ইবনুল মুবারকের শুধু বেশি বেশি ও নিয়মিত নফল ইবাদাত করেই ক্ষান্ত হননি, মানুষের কাছ থেকে সেগুলো যথাযথভাবে গোপন রাখারও চেষ্টা করেছেন। যতটুকু স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ হয়ে গেছে, সে ব্যাপারে তাঁর আশপাশের মানুষদের সাক্ষ্য দেখলে অবাক হতে হয়। আলি ইবনুল হাসান বলেছেন, "ইবনুল মুবারকের চেয়ে বেশি ও সুন্দর করে তিলাওয়াত করতে এবং তাঁর চেয়ে বেশি সালাত পড়তে আমি আর কাউকে দেখিনি। বাড়িতে থাকুন বা সফরে, তাঁর সালাতের পরিমাণ ও তিলাওয়াতের সৌন্দর্য কিছুমাত্র কমত না। মুসাফির অবস্থায় তিনি রাতের বেলা উঠে সালাতে চলে যেতেন, সফরসঙ্গীরা কখনও জানতেও পারেনি।"

যুদ্ধকালীন এক-রাতে তিনি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার ভান করেন। সবাইকে ঘুমিয়ে যেতে দেখার পর উঠে তাহাজ্জুদ পড়তে চলে যান। সকালে জানতে পারেন যে, আরেক সঙ্গীও ঘুমের ভান করে তাঁর সালাত পড়া দেখে ফেলেছেন। লজ্জায়-সংকোচে তিনি আর সেই সঙ্গীর সাথে কথা বলেননি।

মানুষের অধিকার ও সন্দেহমুক্ত হালাল উপার্জনের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই সচেতন। শামে (বৃহত্তর সিরিয়ায়) থাকা অবস্থায় একবার তাঁর কলম ভেঙে যায়। আরেকজনের একটি কলম ধার নিয়ে তিনি বাকি লেখার কাজ সারেন। কিন্তু পরে তা ফেরত দিতে ভুলে যান এবং সেটি নিয়েই চলে আসেন খুরাসানে। এসে যখন কলমটি খেয়াল করলেন, শুধু তা ফেরত দেওয়ার জন্যই আবার শামে ফিরে যান। তিনি বলতেন, "লাখ লাখ দিরহাম সদাকা করার চেয়ে সন্দেহপূর্ণ উপায়ে উপার্জিত একটি দিরহাম ছুড়ে ফেলে দেওয়া আমার বেশি প্রিয়।"[১১]-[১২]

---

[১১] তারিখু দিমাশ্ক, ৩৮/২৪০।

[১২] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩৯।

ইবনুল মুবারকের ইবাদাতে এমন-কোনো বৈশিষ্ট্য তো অবশ্যই ছিল, যার ওসিলায় তাঁর সকল দুআ কবুল হতো। হাসান ইবনু ঈসা তাঁকে বলতেন 'মুজাবুদ দাওয়াহ' (যার দুআ কবুল করা হয়)। এই হাসান নিজেই তার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ। তিনি আগে খ্রিস্টান ছিলেন। ইবনুল মুবারক দুআ করেছিলেন, "হে আল্লাহ, তাকে মুসলিম বানিয়ে দিন।" আল্লাহ সে দুআ কবুল করেন এবং হাসান ইসলাম গ্রহণ করেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিনয় ও নম্রতার ভূষণেও ভূষিত করেছিলেন। একবার তিনি কুফায় ছিলেন। তাঁকে হাজ্জের আহকাম-সম্বলিত হাদীসের কিতাব পড়ে শোনানো হচ্ছিল। একটি হাদীসের শেষে পড়া হলো : 'আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেছেন, আমরা এই হাদীসের ওপর আমল করি।' ইবনুল মুবারক বললেন, 'আমার এই কথা কে লিখেছে?' হাসান জবাব দিলেন, 'যে লেখক হাদীস লিখেছেন তিনিই লিখেছেন।' তিনি হাত দিয়ে ঘষে ঘষে পাণ্ডুলিপি থেকে এই কথাটুকু তুলে ফেললেন। তারপর পাঠদান শুরু করলেন। বললেন, 'আমি এমন কে যে আমার কথা লিখে রাখতে হবে?'"[১৩]

হাসান রহিমাহুল্লাহ আরও বর্ণনা করেছেন, আমি একদিন ইবনুল মুবারকের সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি পানিপানের কূপের কাছে এলাম। কূপের কাছে লোকদের ভিড় লেগে ছিল, সবাই পানি পান করছিল। ইবনুল মুবারকও পানি পানের কূপটির কাছে যেতে চাইলেন। কিন্তু লোকেরা তাঁকে চিনল না। তাঁকে ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিল। ভিড় থেকে বের হয়ে এসে বললেন, জীবন তো এ-রকমই। যেখানে আমাদের কেউ চেনে না সেখানে আমাদের কেউ সম্মান দেখায় না।[১৪]

তাঁর ব্যাপারে আলিমদের প্রশংসা

মুমিনের নগদ সুসংবাদ ও প্রাপ্তি হলো তার জন্য মানুষের প্রশংসা। যুগশ্রেষ্ঠ আলিমে দ্বীন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক মানুষের প্রশংসা যথেষ্টই পেয়েছেন। ফুযাইল বলেছেন, "নিশ্চয় আমি তাঁকে ভালোবাসি, কারণ তিনি আল্লাহকে ভয় করেন।"

যাহাবি বলেছেন, "আল্লাহর কসম, আমি তাঁকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। তাঁকে ভালোবাসার দ্বারা কল্যাণ কামনা করি; কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁকে দিয়েছেন তাকওয়া, ইবাদাতের শক্তি, ইখলাস, জিহাদ, জ্ঞানের প্রাচুর্য, দৃঢ়তা, মহানুভবতা,

---

[১৩] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩৫।

[১৪] সিফাতুস সাফওয়া, ৪/১৩৪-১৩৫।

বীরত্ব ও প্রশংসনীয় গুণাবলি।"[১৫]

মু'তামার ইবনু সুলাইমান বলেছেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতো কাউকে দেখিনি; তাঁর কাছে আমরা এমন-কিছু পেয়েছি যা আর কারও কাছে পাওয়া যায়নি।"[১৬]

আবদুল ওয়াহাব ইবনুল হাকাম বলেছেন, "আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক মৃত্যুবরণ করলে খলিফা হারুনুর রশীদ মন্তব্য করেছেন, আমরা শ্রেষ্ঠ আলিমকে হারালাম।'[১৭]

ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন বলেছেন, "ইবনুল মুবারক ছিলেন মুসলমানদের মহান নেতাদের একজন।"[১৮]

আলি ইবনুল মাদানি বলেছেন, "দুজন ব্যক্তির মধ্যে ইলমের পরিসমাপ্তি ঘটেছে : তাঁদের প্রথমজন হলেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক এবং দ্বিতীয়জন হলে ইয়াহইয়া ইবনু মাঈন।"[১৯]

শুআইব ইবনু হারব বর্ণনা করেছেন, সুফইয়ান সাওরি বলেন, "আমি গোটা জীবন ধরে একটি বছর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মতো হতে চেয়েছি। কিন্তু তিন দিনও তাঁর মতো হতে পারেনি।"[২০]

খারিজা তাঁর সঙ্গীদের বলেছেন, "তোমাদের কেউ যদি সাহাবিদের মতো কাউকে দেখতে চায়, সে যেন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারককে দেখে।"[২১]

ইবনুল মুবারকের রচনাবলি

১। তাফসীর : শামসুদ্দীন দাউদি এই তাফসীরের কথা "তাবাকাতুল মুফাসসিরীন"-এ উল্লেখ করেছেন।[২২]

২। আল-মুসনাদ : এটি হাসান ইবনু সুফইয়ান ইবনু আমির নাসাবি (মৃ. ৩০৩

---

[১৫] তাযকিরাতুল হুফফাজ, ১/২৫৭।
[১৬] তাহযীবুল কামাল, ১৬/১৭।
[১৭] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/৩৯০।
[১৮] তারিখু বাগদাদ, ১০/১৬৫।
[১৯] প্রাগুক্ত।
[২০] তারিখু বাগদাদ, ১০/১৬২।
[২১] তারিখু দিমাশ্ক, ৩৮/৩৩৫।
[২২] তাবাকাতুল মুফাসসিরীন, ১/২৫০।

হিজরি) কর্তৃক সংকলিত। হিজরি নবম শতাব্দীতে সৌদি আরবের জিযানের জাহিরিয়া এলাকায় এর একটি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে। Fuat Sezgin তাঁর রচিত বিশ্বকোষ Geschichte des Arabischen Schrifttums[২৩] (১৯৬৭-২০০০)-এর এই পাণ্ডুলিপির কথা উল্লেখ করেছেন।

৩। কিতাবুল জিহাদ : গ্রন্থটি ড. নাযিহ হাম্মাদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়েছে এবং দারুল মাতবুআত আল-হাদীসা থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৪। আস-সুনান : শামসুদ্দীন দাউদি "তাবাকাতুল মুফাসসিরীন"-এ গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। ইবনুন নাদিম এটিকে 'আস-সুনান ফিল ফিকহ' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৫। কিতাবুল বিররি ওয়াস সিলাহ : ইবনুন নাদিম ও খাতিব বাগদাদি এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

৬। কিতাবুত তারিখ : ইবনুন নাদিম ও খাতিব বাগদাদি এই গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছেন।

৭। রিফাউল ফাতাওয়া : হাজি খলিফা ও খাতিব বাগদাদি এই গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

৮। আরবাঈনা ফিল হাদীস : হাজি খলিফা ও খাতিব বাগদাদি 'আল-আরবাঈনা' নামে উল্লেখ করেছেন।

৯। কিতাবুয্ যুহদ ওয়ার-রাকায়িক : বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর এ কিতাবটিরই অনুবাদ।

মৃত্যু

যার জীবন যেভাবে কাটে, তার মৃত্যু সেভাবেই হয়। আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মৃত্যু এই বাস্তবতার সাক্ষী। ১৮১ হিজরি (৭৮৭ ঈসায়ি) সনের পবিত্র রমাদান মাস। তাঁর বয়স তখন ৬৩ বছর। এক জিহাদ থেকে ফিরে আসার পর ভোরবেলায় তাঁর রূহ আল্লাহর কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত আছে যে, ইরাকের বাগদাদে ফুরাত নদীর নিকটবর্তী এক এলাকায় তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন।

মৃত্যুশয্যায় তিনি নাসরকে বলেন, "আমার মাথাটা মেঝেতে রেখে দিন।" নাসরকে কাঁদতে দেখে তিনি বলেন, "কাঁদছেন কেন?" নাসর জবাব দেন, "জীবদ্দশায় আপনি কত সচ্ছল ছিলেন। কিন্তু আজ নিঃস্ব অবস্থায় বিদেশ-বিভূঁইয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ

[২৩] আরবি সাহিত্যের ইতিহাস।

করছেন।” ইবনুল মুবারক বললেন, “এভাবে বলবেন না। আমি দুআই করেছিলাম যাতে সচ্ছলভাবে জীবন কাটিয়ে মিসকিনের মতো মারা যাই। সেটাই হয়েছে। আমাকে কালিমার তালকিন দিতে থাকুন, যেন ওটাই আমার শেষ কথা হয়।”

সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা যথার্থই বলেছেন, “সাহাবা আর আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের মাঝে একটিই পার্থক্য যে, তাঁরা সাহাবা আর ইনি সাহাবি নন। আর বাকি সব বিষয় তাঁদের মাঝে একইরকম।”

ইসলামের হাজারও মনীষী কোনো-না-কোনো কর্মক্ষেত্রে বাতিঘরের মতো দাঁড়িয়ে আছেন। নেতৃত্ব, জ্ঞানচর্চা, রাজনীতি, সমরকৌশল, ব্যবসায়, সাহিত্য—একেকজনের একেক জায়গায় পারদর্শিতা। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সমান দক্ষতায় বিচরণের দুর্লভ সম্মান খুব কম মানুষই পেয়েছেন। সেই অভিজাত শ্রেণিরই একজন হলেন খুরাসানি আলিম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ইবনু ওয়াযিহ হানযালি তামীমি রহিমাহুল্লাহ।

বিখ্যাত ফকীহ, বিদগ্ধ মুহাদ্দিস, কালজয়ী মুজাহিদ, আবিদ, যাহিদ, কবি, ব্যাকরণ ও ভাষাবিদ, আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারকের প্রতি আল্লাহ তাআলা রহম করুন। আমীন।

অনুবাদকের কথা

যুহ্দ বা দুনিয়াবিমুখতার অর্থ হলো, দুনিয়ার লোভ-লালসা থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা। দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার নাম যুহ্দ নয়। সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বল্পতাই হলো যুহ্দ। শুকনো খাবার খাওয়া আর আলখাল্লা পরিধানের নাম যুহ্দ নয়।"[২৪]

ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল রহিমাহুল্লাহ বলেন, যুহ্দ তিন পর্যায়ের : ১. হারাম বস্তু পরিত্যাগ করা, এটা সাধারণ মানুষের যুহ্দ বা পরহেজগারিতা। ২. প্রয়োজনের অতিরিক্ত হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা বা যতটুকু দরকার তারচেয়ে বেশি গ্রহণ না করা। এটা হলো বিশেষ ব্যক্তিদের যুহ্দ। ৩. যুহ্দের উচ্চতর পর্যায় হলো, আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর প্রেমে বিঘ্নতা সৃষ্টিকারী জিনিস-সমূহ পরিত্যাগ করা। আল্লাহর নূর দ্বারা যাদের অন্তর আলোকিত। এটা তাদের বৈশিষ্ট্য।

প্রকৃত যাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ কে? এমন প্রশ্নের জবাবে ইমাম যুহরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "হারাম বস্তু ও অর্থ তাঁর ধৈর্যকে পরাভূত করবে না এবং হালাল বস্তুর আধিক্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন থেকে তাকে বিরত রাখবে না।[২৫] অর্থাৎ, হারাম সম্পদ যদি তাঁর পায়ের কাছে বিপুল পরিমাণেও পড়ে থাকে, তবুও তিনি ধৈর্য ধারণ করবেন এবং এসব সম্পদ দূরে সরিয়ে দেবেন। আর হালাল সম্পদ আল্লাহর নিয়ামতরূপে গ্রহণ করবেন। উপকারী ও ভালো কাজে তা ব্যয় করবেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করবেন। ইবনু রজব হাম্বলি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টিই যুহ্দের মূলকথা।"[২৬]

ইবনুল কাইয়িম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, যাহিদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন। তার পোশাকে আড়ম্বর থাকবে না, তার পানাহারে বিলাস থাকবে না। তিনি যেখানেই থাকবেন এবং যে অবস্থাতেই থাকবেন, সব সময় আল্লাহর নির্দেশ পালন করবেন। যারা সত্য ও সততার ওপর রয়েছে তারা

---

[২৪] জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম।

[২৫] প্রাগুক্ত।

[২৬] প্রাগুক্ত।

তাকে বন্ধু মনে করবেন এবং বাতিলপন্থীরা তাকে ভয় করবে। তিনি হবেন উপকারী বৃষ্টির মতো। সবাই তার থেকে উপকার গ্রহণ করবে। তিনি এমন বৃক্ষের মতো যার পাতা কখনও ঝরে পড়ে না। যার ফলমূল, ডালপালা, এমনকি কাঁটাও উপকারী। তাঁর অন্তর সব সময় আল্লাহর প্রতি অনুরক্ত থাকে। আল্লাহর স্মরণে তার আত্মা প্রশান্ত হয়। তিনি বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাআলা সব সময় তার সঙ্গে রয়েছেন।[২৭]

ইসলাম সম্পূর্ণরূপে দুনিয়াকে পরিত্যাগ করতে বলে না। বরং যা কিছু আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, তা পরিত্যাগ করতে বলে। যুহ্‌দের মৌলিক তাৎপর্য হলো—সব ধরনের পাপাচার ও সন্দেহজনক কাজ থেকে বিরত থাকা। চারিত্রিক সততা ও আত্মিক পবিত্রতা যুহ্‌দের পূর্বশর্ত। পাপ ও সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থেকে যুহ্‌দ ও তাকওয়া অর্জন সম্ভব নয়।

আমাদের সালফে সালেহীনগণ যুহ্‌দ-বিষয়ে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি তাঁর 'কিতাবুয্ যুহ্‌দ ওয়ার রাকায়িক'-এর অনুবাদ। অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা ড. আহমদ ফরিদ কর্তৃক সম্পাদিত 'কিতাবুয্ যুহ্‌দ ওয়ার রাকায়িক'-এর ওপর নির্ভরশীল থেকেছি।[২৮] মূল কিতাবে হাদীসের সংখ্যাক্রম উল্লেখ করা হয়েছে ১২১০। কিন্তু একটি হাদীস অনুপস্থিত। সে হিসেবে মূল কিতাবে হাদীসের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২০৯। পাঁচটি হাদীসের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সনদ উল্লেখ থাকায় আমরা তা ফুটনোটে উল্লেখ করেছি। পাশাপাশি একটি হাদীস জাল চিহ্নিত হওয়ায় সেটিও বাদ দিতে হয়েছে। মূল নুসখায় সকল অনুচ্ছেদের শিরোনাম ছিল না। কিন্তু পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে আমরা প্রতিটি অনুচ্ছেদের নাম যুক্ত করে দিয়েছি। পাশাপাশি প্রতিটি হাদীসের জন্য আলাদা আলাদা শিরোনামও যুক্ত করা হয়েছে।

পাঠকদের বোধগম্যতার স্বার্থে অনুবাদ মূলানুগ থেকেও সাবলীল করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি। বোদ্ধা পাঠকদের নজরে যদি কোনো ভুল পরিলক্ষিত হয়, তবে আমাদের তা জানানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করছি। বইটি প্রকাশের সকল স্তরে যারা শ্রম ও প্রচেষ্টা ব্যয় করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। আল্লাহ তাআলাই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক।

আবদুস সাত্তার আইনী
abdussattaraini@gmail.com

---

[২৭] প্রাগুক্ত।

[২৮] দারু ইবনিল জাওযি, কায়রো, মিসর থেকে ২০১১ সালে যে সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

আল্লাহ তাআলার ইবাদাতে মগ্ন হওয়া

দুটি নিয়ামাতকে গুরুত্ব দেওয়া

০১. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

"দুটি নিয়ামাত (কাজে লাগানোর) ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। নিয়ামাত দুটি হলো সুস্থতা ও অবসর।"[১]

পাঁচটি বড়ো নিয়ামাত

০২. উমর ইবনু মাইমূন আওদী রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন,

اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاكَ قَبْلَ

[১] ইবনু মাজাহ, ৪১৭০, বুখারি ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

"পাঁচটি বিষয় আসার আগে পাঁচটি বিষয়কে মূল্যায়ন করো :

১. বার্ধ্যকের পূর্বে যৌবনকে;
২. অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে;
৩. দরিদ্রতার পূর্বে স্বচ্ছলতাকে;
৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং
৫. মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে।"[২]

চারটি উপদেশ

০৩. গুনাইম ইবনু কাইস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ইসলামের শুরুর দিকে একে অপরকে উপদেশ দিতে গিয়ে আমরা চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। আমরা বলতাম : যৌবনে কাজ করো বার্ধ্যকের জন্য, অবসরে কাজ করো ব্যস্ত সময়ের জন্য, সুস্থ অবস্থায় কাজ করো অসুস্থকালীন সময়ের জন্য, আর জীবিত অবস্থাতেই আমল করো মৃত্যু(-পরবর্তী সময়ের) জন্য।"[৩]

দুনিয়ায় রয়েছে বিপদ-আপদ

০৪. আবূ মূসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "দুনিয়ার জীবনে আমরা যন্ত্রণাদায়ক বিপদ-আপদ অথবা ফিতনার অপেক্ষায় থাকি।"[৪]

দুনিয়ার উপমা

০৫. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "দুনিয়ার উপমা দুনিয়াই।"[৫]

বিপজ্জনক সচ্ছলতা

০৬. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إِلَّا غِنًى مُطْغِيًا، أَوْ فَقْرًا مُنْسِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا، أَوْ هَرَمًا

[২] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ১৩/৩২৮, মুরসাল।
[৩] বাগাবি, আল-জা'দিয়্যাত, ১৪৫১, সহীহ।
[৪] হান্নাদ ইবনুস সারি, কিতাবুয যুহ্‌দ, ৫০৫, সহীহ, মাওকুফ।
[৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

مُفْنِدًا، أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا، أَوِ الدَّجَّالَ، فَالدَّجَّالُ شَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ، أَوِ السَّاعَةَ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ.

"তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন সচ্ছলতা কামনা করে, যা তাকে পাপাচারে লিপ্ত করবে। অথবা এমন দরিদ্রতা (কামনা করে), যা আল্লাহকে ভুলিয়ে দেবে। অথবা এমন ব্যাধি, যা তাকে নিঃশেষ করে দেবে। অথবা এমন বার্ধক্য, যা হিতাহিত-জ্ঞান শূন্য করে ফেলবে। অথবা এমন মৃত্যু, যা হঠাৎ আগমন করবে। অথবা দাজ্জালের (ফিতনা কামনা করে)। আর দাজ্জাল তো আসন্ন অদৃশ্য বিষয়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। অথবা কিয়ামাত (কামনা করে), অথচ কিয়ামাত হলো অত্যন্ত কঠিন ও তিক্ত।"[৬]

গড়িমসি ও জীবনের প্রতি লালসা

০৭. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলতেন, "হে আদম-সন্তান, গড়িমসি কোরো না। কারণ তুমি আজ জীবিত আছ, আগামীকাল হয়তো থাকবে না। যদি আগামীকাল বেঁচে থাকো, তবে আরও বিচক্ষণ হও, যেমন আজ হয়েছ। তা না হলে আজ যে ঢিলেমি করছ তার জন্য পস্তাতে হবে।" তিনি আরও বলতেন, "আমি এমন মানুষদের সাক্ষাৎ পেয়েছি যারা দীনার দিরহামের চেয়েও নিজের হায়াতের ব্যাপারে অধিক যত্নশীল ছিলেন।"[৭]

ধৈর্য ও স্থিরতা

০৮. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "যে ব্যক্তি (অধৈর্য হয়ে) তালাশ করে সে হারায়। আর যে ব্যক্তি বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করে না সে অক্ষম হয়ে পড়ে।"[৮]

উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতি ঘৃণা

০৯. আউন ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলতেন, "কত মানুষ আজকের দিনটির অপেক্ষায় ছিল, কিন্তু তা পায়নি। কত মানুষ আগামীকালের অপেক্ষায় রয়েছে, কিন্তু হয়তো তা পাবে না। যদি মৃত্যু ও তার পরিণতি নিয়ে

---

[৬] বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ১৪/২২৪, বুখারি ও মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[৭] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত।

[৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

চিন্তা করো, তবে অবশ্যই উচ্চাশা ও তার প্রতারণাকে ঘৃণা করবে।"[৯]

গড়িমসি থেকে সতর্কতা

১০. আবূ ইসহাক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবদু কাইস গোত্রের এক ব্যক্তিকে তার অসুস্থতার সময় বলা হলো, আমাদের উপদেশ দিন। লোকটি বলল, খবরদার! কখনোই গড়িমসি কোরো না।" [১০]

মৃত্যুর পূর্বেই সময়কে কাজে লাগানো

১১. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার শরীরে হাত রেখে বলেছেন,

كُنْ كَأَنَّكَ غَرِيبٌ فِي الدُّنْيَا، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ، وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ

"দুনিয়াতে অচেনা অথবা মুসাফিরের মতো থেকো। নিজেকে কবরবাসীদের একজন মনে কোরো।"[১১]

ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা আরও বলেছেন, "যখন ভোর হবে তখন সন্ধ্যা যাপন করার চিন্তা কোরো না এবং যখন সন্ধ্যা হবে তখন ভোর যাপন করার চিন্তা কোরো না। অসুস্থ হওয়ার পূর্বে সুস্থতাকে কাজে লাগাও, মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে কাজে লাগাও। হে আল্লাহর বান্দা, তুমি তো জানো না, আগামীকাল তোমার কী অবস্থা হবে।"

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি থেকে উপদেশ গ্রহণ

১২. জারীর ইবনু হাযিম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "তুমি যদি এমন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কাউকে দেখতে পাও যার ধৈর্য নেই (তবে তার কাছ থেকে উপদেশ নিয়ো না)। (শুধু এমন ব্যক্তির কাছ থেকেই উপদেশ নেবে) যিনি একইসাথে ধৈর্যশীল এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন।"[১২]

---

[৯] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/২৪৩, সহীহ, মাওকুফ।

[১০] ওয়াকিহ ইবনুল জাররাহ, কিতাবুয যুহদ, ২৬৩, সহীহ, মাওকুফ।

[১১] ইবনু মাজাহ, সুনান, ৪১৭০, সনদ দঈফ। কিন্তু অন্যান্য সনদে বর্ণিত হওয়ায় সহীহ।

[১২] ইসনাদটি সহীহ।

সাধ্যায়নুযায়ী সৎকাজ করা

১৩. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

"তাদের যা দান করার তা দান করে।"[১৩]

জাফর ইবনু হাইয়ান বলেন, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তাদের যা দান করার সামর্থ্য রয়েছে তা তারা দান করে।"

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন,

وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ

"এবং তাদের অন্তর ভীত-সন্ত্রস্ত।"[১৪]

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তারা সাধ্যানুযায়ী সৎকাজ ও নেক আমল করে এবং পাশাপাশি এই আশঙ্কা করে যে, এই সৎকাজ ও নেক আমল তাদেরকে প্রতিপালকের শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবে না।"[১৫]

অহংকারবশত প্রতিশোধ নেওয়ার পরিণতি

১৪. উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ ইয়াযীদ ইবনু আবদিল মালিকের উদ্দেশে লেখেন : "অবহেলা ও অহংকারের বশে প্রতিশোধ নিতে যেয়ো না। তা হলে তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হবে না এবং জবাবদিহিও করতে পারবে না। যাকে তোমার উত্তরাধিকারী বানাবে, সে তোমার প্রশংসা করবে না। যার কাছেই যাবে, কেউই তোমার কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে কোনোরূপ আপত্তি শুনবে না। আসসালামু আলাইকুম।"[১৬]

আল্লাহর দিদারে মুমিনের সুখ

১৫. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ ব্যতীত মুমিনের কোনো প্রশান্তি নেই। আর যার প্রশান্তি আল্লাহর সাক্ষাতে, সে যেন তা পেয়েই গেল।"[১৭]

---

[১৩] সূরা আল মুমিনুন : ৬০।

[১৪] সূরা আল মুমিনুন : ৬০।

[১৫] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ৩/২৪৮, ইসনাদটি সহীহ।

[১৬] ইসনাদটি সহীহ।

[১৭] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/১৩৬, সহীহ, মাওকুফ।

আমলে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা

১৬. জারীর ইবনু হাযিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "হে লোকসকল, তোমরা আমলের ব্যাপারে ধারাবাহিকতা বজায় রেখো। কারণ, মুমিনের আমলের সমাপ্তি হিসেবে আল্লাহ তাআলা মৃত্যু ছাড়া আর কোনো-কিছুকে নির্ধারণ করেননি।"[১৮]

আমৃত্যু ইবাদাত

১৭. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

"ইয়াকীন চলে আসা পর্যন্ত তোমার রবের ইবাদাত করো।"[১৯]

মুবারাক ইবনু ফুদালা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় (ইয়াকীন) শব্দটির অর্থ বলেছেন, মৃত্যু।"[২০]

সুযোগ দিলে শয়তান পেয়ে বসে

১৮. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "শয়তান যখন দেখে যে, তুমি আল্লাহর আনুগত্যে (ইবাদাতে) ধারাবাহিকতা বজায় রাখছ তখন সে বারবার তোমাকে কামনা করে। আবারও যখন দেখে যে তুমি ধারাবাহিকতা বজায় রাখছ, তখন সে বিরত হয় এবং তোমাকে ত্যাগ করে। কিন্তু তুমি যদি সামান্য এদিক-সেদিক করো তবে সে তোমাকে পেয়ে বসে।"[২১]

প্রতিপালকের দরজায় কড়া নাড়া

১৯. মুররা ইবনু শুরাহবীল থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "বান্দা যতক্ষণ সালাতে থাকে ততক্ষণ সে তার প্রতিপালকের দরজায় কড়া নাড়ে; আর যে বান্দা তাঁর প্রতিপালকের দরজায় অবিরত কড়া নাড়তে থাকে তার জন্য ওই দরজা খুলে দেওয়া হয়।"[২২]

---

[১৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয় যুহ্দ, ২৭২, ইসনাদটি সহীহ।

[১৯] সূরা হিজর: ৯৯। الْيَقِينُ শব্দের অর্থ নিশ্চিত-বিশ্বাস। এই আয়াতে মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (কুরতুবি, জালালাইন) প্রভৃতি।

[২০] হাদীসটির সনদ দঈফ। কিন্তু এর সমার্থবোধক হাদীস বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

[২১] হাদীসটির সনদ দঈফ,মাকতু।

[২২] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ৮৯৯৬, সনদটি সহীহ, মাওকুফ।

আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করার অর্থ

২০. আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করো।"[২৩]

মুররা ইবনু শুরাহবীল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "যথার্থভাবে ভয় করার অর্থ হলো সব সময় আল্লাহর আনুগত্য করা, কখনও তাঁর অবাধ্য না হওয়া; আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, অকৃতজ্ঞ না হওয়া; আল্লাহর যিকর করা আর তাঁকে ভুলে না যাওয়া।"[২৪]

রাতের সালাতে ফজিলত বেশি

২১. মুররা ইবনু শুরাহবীল বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "প্রকাশ্যে দান করার চেয়ে গোপনে দান করার ফজিলত যেমন বেশি, দিবসের (নফল) সালাতের চেয়ে রাতের (নফল) সালাতের ফজিলত তেমনই বেশি।"[২৫]

সম্পদের প্রতি ভালোবাসার অর্থ

২২. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ

"সম্পদের ভালোবাসা থাকা সত্ত্বেও দান করে।"[২৬]

মুররা ইবনু শুরাহবীল বলেন, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "কৃপণ, হিসেবী, সচ্ছলতার আকাঙ্ক্ষা কিংবা দরিদ্রতার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও দান করা।" [২৭]

---

[২৩] সূরা আ ল ইমরান : ১০২।

[২৪] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৯৭; সনদটি সহীহ, মাওকুফ।

[২৫] সনদটি সহীহ, মাওকুফ।

[২৬] সূরা বাকারা : ১৭৭।

[২৭] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৯৮; সনদটি সহীহ, মাওকুফ।

আল্লাহর শ্রমিকের শক্তি

২৩. তাউস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন : আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলার পর একবার এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তখন পাথর ভাঙছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কী করছে? সঙ্গী জবাব দিলেন, পাথর ভাঙছে। ইবনু আব্বাস তখন বললেন, আল্লাহ তাআলার শ্রমিকেরা এদের চাইতেও অনেক বেশি শক্তিশালী।[২৮]

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জান্নাত পাওয়া যাবে না

২৪. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا رَأَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا

"জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী কিংবা জান্নাত প্রত্যাশাকারী এমন কাউকেই আমি দেখিনি, যে কিনা ঘুমিয়ে আছে।"[২৯]

জান্নাত পেতে হলে

২৫. হারিম ইবনু হাইয়ান রহিমাহুল্লাহ বলেন, "জাহান্নাম থেকে পলায়নকারী কিংবা জান্নাত প্রত্যাশাকারী—এমন কাউকেই আমি দেখিনি, যে কিনা ঘুমিয়ে আছে।"[৩০]

কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কান্না

২৬. ঈসা ইবনু উমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমর ইবনু উতবা রহিমাহুল্লাহ একবার ঘোড়ায় চড়ে বের হলেন এবং রাতের বেলা একটি গোরস্থানের পাশে থামলেন। বললেন, হে কবরবাসীরা, সহীফার (কুরআন মাজীদের) পৃষ্ঠাগুলো গুটিয়ে ফেলা হয়েছে এবং (তোমাদের) সমস্ত আমল উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। এ কথা বলে তিনি কাঁদলেন। পায়ের ওপর ভর করে কাটিয়ে দিলেন সারা রাত। ভোর হলে সেখান থেকে ফিরে এসে ফজরের সালাতে অংশ নিলেন।[৩১]

---

[২৮] সনদটি সহীহ, মাওকুফ।

[২৯] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৪১২, হাসান।

[৩০] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৩১, মাওকুফ।

[৩১] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/১৫৮, মাওকুফ।

জীবদ্দশাতেই আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা

২৭. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর একজন আযাদকৃত দাস থেকে বর্ণিত আছে : আবদুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা কোথাও যাওয়ার সময় একটি গোরস্থান দেখতে পেলেন। তা দেখে বাহন থেকে নেমে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। তাঁকে বলা হলো, এমন কাজ তো এর আগে কখনও আপনি করেননি। তিনি জবাব দিলেন, "কবরবাসীদের সাথে আমার কী পার্থক্য, তা নিয়ে ভাবলাম কিছুক্ষণ। তাই দুই রাকআত সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য পেতে চাইলাম।"[৩২]

মৃত্যুর আগ মুহূর্তে

২৮. ইসমাঈল ইবনু উবাইদিল্লাহ থেকে বর্ণিত, উম্মুদ দারদা বলেন, আবুদ দারদা বেহুঁশ হয়ে কিছুক্ষণ পর আবার জ্ঞান ফিরে পেলেন। তাঁর ছেলে বিলাল তাঁর কাছেই ছিল। তিনি (বিলালকে) বললেন, যাও, এখান থেকে চলে যাও। তারপর বললেন, এমন শয্যা আর কার হবে এবং সময় আর কার হবে? এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন—

وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

"প্রথম বারে যেমন তারা এর প্রতি ঈমান আনেনি ঠিক তেমনিভাবেই আমি তাদের অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমি এদেরকে এদের বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবার জন্য ছেড়ে দিচ্ছি।"[৩৩]

তারপর বললেন, তোমরা তা অস্বীকার করছ। আবার তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে আগের কথাগুলোই বলতে লাগলেন। এসব কথা বলতে বলতেই মৃত্যুবরণ করলেন তিনি।"[৩৪]

---

[৩২] সনদটি দঈফ, মাওকুফ।
গোরস্থানে ও গোরস্থানের উদ্দেশে নামায পড়া নিষিদ্ধ। এই হাদীস যদি তাঁর থেকে বর্ণিত হয়েই থাকে, তা হলে এটা সুনিশ্চিত যে, তিনি কবরস্থান পেরিয়ে গিয়ে নামায পড়েছেন। (অনুবাদক)

[৩৩] সূরা আনআম : ১১০।

[৩৪] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩১৪; সনদটি সহীহ, মাওকুফ।

মৃত্যুর পর সকলেই আফসোস করে

২৯. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ إِلَّا نَدِمَ، قَالُوا: وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ ازْدَادَ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا نَدِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَزَعَ

"প্রত্যেকেই মৃত্যুর পর অনুতপ্ত হয়।" সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, কোন বিষয় নিয়ে সে অনুতাপ করে? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "যদি নেক আমলকারী হয় তবে কেন আরও বেশি নেক আমল করল না তার জন্য অনুতপ্ত হয়। আর যদি বদ আমলকারী হয় তবে কেন বদ আমল থেকে বিরত থাকল না তার জন্য অনুতপ্ত হয়।"[৩৫]

অধিক আমলের আকাঙ্ক্ষা

৩০. মুহাম্মাদ ইবনু আবী উমায়রাহ রদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একজন সাহাবি। তিনি বলেন, "যদি কোনো বান্দা জন্মের পর থেকে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে মাথা নত করে থাকে, তবুও তা কিয়ামাতের দিন তার কাছে তুচ্ছ মনে হবে। তার মনে হবে, 'ইশ! যদি দুনিয়ায় ফিরে গিয়ে আরও আমল করতে পারতাম, তা হলে আমার প্রতিদান আরও বেড়ে যেত।'"[৩৬]

আগামীকালের জন্য ফেলে রেখো না

৩১. হুরাইছ ইবনু কাইস রহিমাহুল্লাহ বলেন, "কোনো ভালো কাজ করতে চাইলে আগামীকালের জন্য তা ফেলে রেখো না; যদি আখিরাতের কাজে থাকো তবে যতক্ষণ সম্ভব তাতেই মগ্ন থাকো; দুনিয়াবি কাজে থাকলে তা দ্রুত সেরে ফেলো; সালাতরত অবস্থায় শয়তান তোমাকে ধোঁকা দিতে পারে, তাই সালাতকে দীর্ঘায়িত করো।"[৩৭]

---

[৩৫] তিরমিযি, সুনান,২৪০৩; সনদ দুর্বল।

[৩৬] আহমাদ, ৪/১৮৫; সনদটি সহীহ।

[৩৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ৩৬০; মাওকুফ।

মনোযোগসহ শোনা

৩২. আউন ইবনু আবদিল্লাহ ও মা'ন ইবনু আবদির রহমান থেকে বা তাঁদের একজন থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে বলল, আমার থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করুন।

তিনি বললেন, "যখন এই ধরনের কোনো আয়াত শুনবে— يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "হে ঈমানদারগণ...", তখন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে; কারণ তা কল্যাণকর কাজের আদেশ দেয় অথবা অকল্যাণকর কাজ থেকে নিষেধ করে।"[৩৮]

নিজেকে কুরআনের সামনে উপস্থাপন

৩৩. সালিম মাক্কী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "কেউ যদি জানতে চায় যে আল্লাহ তাকে পছন্দ করেন কি না, তবে সে যেন কুরআনের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করে।" [৩৯]

নিভৃতে আল্লাহ তাআলার জিজ্ঞাসাবাদ

৩৪. আবদুল্লাহ ইবনু উকাইম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু একবার মাসজিদে বসে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। কথা শুরু করার আগে তিনি আল্লাহর নামে শপথ করে বলেন, "আল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রত্যেককে নিভৃতে ডেকে নেবেন, যেভাবে তোমরা পূর্ণিমার রাতে চাঁদের সঙ্গে নিভৃতচারী হও। তারপর জিজ্ঞেস করবেন, হে আদম-সন্তান, কোন জিনিস তোমাকে ধোঁকায় ফেলে দিয়েছে? হে আদম-সন্তান, তুমি যে ইলম অর্জন করেছ সে অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ? হে আদম-সন্তান, তুমি নবিগণকে কী জবাব দিয়েছ?"[৪০]

ইলম অনুযায়ী আমল করা

৩৫. হুমাইদ ইবনু হিলাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "পরকালে হিসেব-নিকেশের সময় আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে, 'তুমি তোমার ইলম অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছ?' ব্যাপারটা নিয়ে আমার

---

[৩৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ১৫৮,সনদ সহীহ।

[৩৯] সনদ দঈফ।

[৪০] সনদটি সহীহ, মাওকুফ ও মারফূ।

খুব ভয় হচ্ছে, তাই এ ব্যাপারে (তোমাদের) সতর্ক করছি।"[৪১]

নিকৃষ্ট স্তরের আলিম

৩৬. আবূ কাবশাহ সালুলি বলেন, আমি আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি : "কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ হিসেবে গণ্য হবে ওই আলিম, যার ইলম দ্বারা কেউ উপকৃত হয় না।"[৪২]

ভাবিয়া করিয়ো কাজ

৩৭. আবূ জাফর (আবদুল্লাহ হাশিমি) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে বলল, আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে মুসলমানদের বরকত দান করুন। আপনার বিশেষ কল্যাণকর দিক হতে আমাকে কিছু বলুন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

مُسْتَوْصٍ أَنْتَ؟

"তুমি কি উপদেশ চাচ্ছ?" (কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন।)

লোকটি বলল, জি।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

اجْلِسْ، إِذَا أَرَدْتَ أَمْرًا فَتَدَبَّرْ عَاقِبَتَهُ، فَإِنْ كَانَ خَيْرًا فَأَمْضِهِ، وَإِنْ كَانَ شَرًّا فَانْتَهِ

"বসো। কোনো কাজ করার সময় তার পরিণাম নিয়ে চিন্তা করবে। যদি কাজটির পরিণাম কল্যাণকর হয় তবে তা কোরো। আর অনিষ্টকর হলে তা থেকে বিরত থেকো।"[৪৩]

---

[৪১] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয় যুহ্‌দ, ১৩৬; সনদটি সহীহ, মাওকুফ।

[৪২] হিলইয়া, ১/২২৩, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৪৩] ওয়াকিহ ইবনুল জাররাহ, কিতাবুয় যুহ্‌দ, ১৬, মুরসাল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে ইলম শেখার ভয়াবহ পরিণাম

জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না যারা

৩৮. ইয়াহইয়া ইবনু হিব্বান রহিমাহুল্লাহ বলেন, ইরাকের একদল মুসাফির আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে হাদীস বর্ণনা করার অনুরোধ জানায়। তিনি তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি তাদের বলেন, "তোমরা জানো যে, হাদীস শিক্ষা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কামনা করা হয়। তাই কেউই দুনিয়াবি উদ্দেশ্যে তা শিখবে না।" অথবা তিনি বলেছেন, "কেউ যদি পার্থিব উদ্দেশ্যে হাদীস শেখে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[৪৪]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ দাবি করেছেন যে, عَرْف শব্দের অর্থ হলো ঘ্রাণ।

খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করা

৩৯. আয়িযুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "কেউ যদি খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন বা হাদীস শিক্ষা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[৪৫]

---

[৪৪] ইবনু মাজাহ, ২৫২, সনদ দুর্বল, মাওকুফ। তবে এর সমার্থবোধক হাসান মারফু হাদীস রয়েছে।

[৪৫] সনদ হাসান, মাকতু। তবে এর সমার্থবোধক হাদীস হাসান মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তাআলার ভয়ই ইলম হিসেবে যথেষ্ট

৪০. কাসিম ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আল্লাহ তাআলার ভয়ই ইলম হিসেবে যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে ধোঁকায় পতিত হওয়া মূর্খতা হিসেবে যথেষ্ট।"[৪৬]

পূর্বসূরিদের পথ আঁকড়ে ধরা

৪১. ইবরাহীম নাখঈ থেকে বর্ণিত। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "হে ক্বারীগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমাদের পূর্বসূরিগণের পথ আঁকড়ে ধরো। আল্লাহ তাআলার কসম, যদি তাঁদের পথে অটল থাকো তবে অনেক দূর এগিয়ে যাবে; আর সে পথ ছেড়ে ডানে-বাঁয়ে চললে অবশ্যই চরমভাবে পথভ্রষ্ট হবে।"[৪৭]

আলিমের ফিতনা

৪২. ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব রহিমাহুল্লাহ বলেন, "ফকীহ আলিমের একটি ফিতনা এই যে, তিনি অন্যের কথা শোনার চেয়ে নিজে বেশি কথা বলতে পছন্দ করেন, যদিও কথা বলার মতো যথেষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। অন্যের কথা শোনাটাই নিরাপদ এবং তাতে ইলম বাড়ে। শ্রোতা বক্তার অংশীদার। আল্লাহ তাআলা যদি রক্ষা না করেন, তবে অধিক কথায় রয়েছে পেরেশানি, পরিশ্রম, অতিরঞ্জন ও ক্ষতি। এমনও আলিম আছেন যারা মনে করেন, বংশমর্যাদা ও চেহারা-সুরতের কারণে একে অন্যের চেয়ে কথা বলার বেশি অধিকার রাখে। তারা দরিদ্রদেরকে হেয়জ্ঞান করেন। তাদের কাছে গরিবদের কোনো স্থান নেই। কেউ কেউ তো ইলমকে কুক্ষিগত করে রাখতে ভালোবাসেন। তারা মনে করেন, ইলম শিক্ষা দেওয়াটা একটা অপচয়। ইলম আমার নিজের কাছেই থাকুক—এটাই তাদের পছন্দ। এমনও আলিম আছেন যারা জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বৈরাচারী শাসকের মতো আচরণ করেন; তাদের বক্তব্যের বিরুদ্ধমত প্রকাশ করলে বা তাদের অধিকারের ব্যাপারে অসচেতন হলে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। কোনো কোনো আলিম নিজেকে মুফতির পদে বসিয়েছেন; তার জ্ঞান নেই—এমন বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে—'আমি জানি না' বলতে লজ্জাবোধ করেন। ফলে আন্দাজে ঢিল ছোড়েন এবং যারা বানিয়ে কথা বলেন তাদের কথা লিখে দেন।

---

[৪৬] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ৮৯২৭। এর সমার্থবোধক হাদীস বুখারি ও মুসলিমে রয়েছে।

[৪৭] ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম, ২/৯৭, সহীহ।

কেউ কেউ তো আবার যা শোনেন তা-ই বর্ণনা করেন। এমনকি মর্যাদার আশায় তারা ইয়াহূদি-নাসারাদের কথাও বর্ণনা করেন।"[৪৮]

কিচ্ছা বর্ণনাকারীদের জন্য দুর্ভোগ

৪৩. মাইমুন ইবনু মিহরান রহিমাহুল্লাহ বলেন, "কিচ্ছা-কাহিনি বর্ণনাকারীরা আল্লাহর পক্ষ থেকে দুর্যোগের অপেক্ষায় থাকে, আর শ্রোতা রহমতের প্রতীক্ষায় থাকে।"[৪৯]

দ্বীনদারি দেখিয়ে দুনিয়া অর্জন করা

৪৪. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّينِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَبِي تَغْتَرُّونَ، أَمْ عَلَيَّ تَجْتَرِئُونَ، فَبِي حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانَ

"শেষ জামানায় এমন-কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা দ্বীনের দ্বারা দুনিয়া অর্জন করবে। (অর্থাৎ, দ্বীনদারি প্রকাশ করে মানুষকে ধোঁকায় ফেলবে।) মানুষের চোখে বিনয়ী সাজতে মেষ-দুম্বার চামড়া পরবে (অর্থাৎ, মোটা কম্বল বা পোশাক পরে দ্বীনদার সাজবে)। তাদের মুখের ভাষা হবে মধুর চেয়ে মিষ্টি; পক্ষান্তরে অন্তর হবে বাঘের মতো (হিংস্র)। আল্লাহ তাআলা এদের সম্পর্কে বলেন, এরা কি আমাকে ধোঁকা দিতে চায় নাকি আমার ওপর ধৃষ্টতা পোষণ করে? (জেনে রাখো), আমি শপথ করে বলছি, তাদের ওপর এমন বিপদ পাঠাব যাতে তাদের বিচক্ষণ-বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও দিশেহারা হয়ে পড়বে।"[৫০]

না জানলে 'আমি জানি না' বলা

৪৫. নাফি' বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলো। জবাবে তিনি বললেন, আমি তা জানি না।"[৫১]

---

[৪৮] ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম, ১/১৩৬-১৩৭,মাওকুফ।

[৪৯] সনদ হাসান।

[৫০] তিরমিযি, ২৫১৫।

[৫১] আত-তাবাকাত, ৪/১৪৪, সনদ হাসান, মাওকুফ।

না বুঝে ফাতওয়া দেওয়ার ভয়াবহতা

৪৬. উকবা ইবনু মুসলিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে একটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, আমি তো তা জানি না। তাঁকে আবারও একই বিষয় জিজ্ঞেস করা হলো। এবার তিনি বললেন, তোমরা কি আমাদের পিঠকে তোমাদের জন্য জাহান্নামের সাঁকো বানাতে চাও? তোমরা কি বলতে চাও যে, ইবনু উমর আমাদেরকে এ ব্যাপারে ফাতওয়া দিয়েছেন?"[৫২]

হাদীস বর্ণনায় ভীতি

৪৭. ইবনু শুবরুমাহ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু লোকদের হাদীস শোনাচ্ছিলেন। তখন তামীম ইবনু হাযলামকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বললেন, হে তামীম ইবনু হাযলাম, তুমি নিজে যদি মুহাদ্দিস হতে পারো তবে তা-ই করো।"[৫৩]

বক্তার ফিতনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা

৪৮. হাইওয়াতা ইবনু শুরাইহ বলেন, আমি ইয়াযীদ ইবনু আবী হাবীব রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "বক্তা ফিতনার আশঙ্কায় থাকে এবং চুপ-থাকা ব্যক্তি আল্লাহর রহমতের অপেক্ষায় থাকে।"[৫৪]

আলোচনার মজলিস ছোটো হওয়া

৪৯. হাইওয়াতা ইবনু শুরাইহ বলেন, আমি উকবা ইবনু মুসলিম রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "দু-একজন কী বড়োজোর তিন-চারজনের সাথে ইলমি আলোচনা করা যায়। কিন্তু লোকসংখ্যা এর চেয়ে বেড়ে গেলেই চুপ থাকবে বা উঠে চলে আসবে।"[৫৫]

ইলমের অহংকার

৫০. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "সম্পদের কারণে (মানুষ) যেমন

---

[৫২] সনদ হাসান, মাওকুফ।

[৫৩] ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম, ২/১৬৩, মুনকাতি।
অর্থাৎ, যদি সম্ভব হয়, তবে তুমিও হাদীসচর্চা করো।

[৫৪] ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম, ১/১৩৭, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৫৫] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

সীমালঙ্ঘন করে, তেমনই ইলমের কারণেও করে থাকে।"[৫৬]

অন্যদের প্রাধান্য দেওয়া

৫১. আবদুর রহমান ইবনু আবী লাইলা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক শ বিশজন সাহাবিকে পেয়েছি। তাদের কেউই নিজেকে মুহাদ্দিস (ভাবতেন) না, তবে মনে করতেন—তাঁর ভাই-ই হাদীস বর্ণনার জন্য যথেষ্ট। আর তাঁদের কেউই নিজেকে মুফতি (ভাবতেন) না, তবে মনে করতেন—তাঁর ভাই-ই ফাতওয়া দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।" (বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি বলেছেন, মাসজিদে তাদের পেয়েছি।)[৫৭]

বিশেষ বিশেষ কথা বলে দুআ করা

৫২. দাঊদ ইবনু শাবূর বলেন, "আমরা তাঊস রহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, আপনি এই এই কথা বলে আমাদের জন্য দুআ করুন। তিনি বললেন, তাতে কোনো সাওয়াব আছে বলে মনে করি না।"[৫৮]

হাদীস বর্ণনায় অনীহা

৫৩. সা'দ ইবনু মাসঊদ বলেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক সাহাবিকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি অমুক অমুক লোকের মতো হাদীস বর্ণনা করেন না কেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাঁরা যা শুনেছেন আমিও তার অনুরূপ শুনেছি এবং তাঁরা যেখানে যেখানে উপস্থিত ছিলেন আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু পরে সেসব বিষয় (আমি বর্ণনা না করলেও) গোপন থাকেনি এবং মানুষও সেগুলো (অন্যের মাধ্যমে জানার দ্বারা) আঁকড়ে ধরেছে। তাই আমি এমন ব্যক্তিদের পেয়ে গেছি যাঁরা আমার (পরিবর্তে এই কাজের) জন্য যথেষ্ট। তা ছাড়া আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বাণীতে কম-বেশি করতে চাই না। আল্লাহর কসম, কেউ আমাকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে জবাব দিতে এত আগ্রহ বোধ করি, যেন তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ঠান্ডা পানি চাইছি; কিন্তু

---

[৫৬] আবু নুআইম, হিলইয়া, ৪/৫, মাওকুফ।

[৫৭] ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম, ২/৬৩, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৫৮] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

হেরফের হওয়ার আশঙ্কায় জবাব দেওয়া থেকে বিরত থাকি।”[৫৯]

কিয়ামাতের আলামত

৫৪. আবূ উমাইয়া লাখমী[৬০] রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ثَلَاثًا: إِحْدَاهُنَّ أَنْ يُلْتَمَسَ الْعِلْمُ عِنْدَ الْأَصَاغِرِ

“কিয়ামাতের আলামত তিনটি। তার একটি হলো মনগড়া ফাতওয়া-প্রদানকারীদের কাছ থেকে ইলম শেখা।”[৬১]

আমল ব্যতীত ইলমের প্রতিদান নেই

৫৫. ইয়াযীদ ইবনু জাবির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

اعْلَمُوا مَا شِئْتُمْ أَنْ تَعْلَمُوهَا؛ فَلَنْ يَأْجُرَكُمُ اللهُ بِعِلْمٍ حَتَّى تَعْمَلُوا

“যা যা চাও, শিখে নাও। কিন্তু আমল ব্যতীত আল্লাহ তাআলা কোনো ইলমের প্রতিদান দেবেন না।”[৬২]

কোনো কোনো প্রশ্ন সমস্যা বাড়িয়ে দেয়

৫৬. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে বললেন, “কী প্রশ্ন করেছ, ভেবে দেখো। তুমি আমাকে এমন-এক বিষয়ে প্রশ্ন করেছ যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমার সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেবেন।”[৬৩]

অন্যকে তালীম দেয় অথচ নিজে করে না

৫৭. ইসমাঈল ইবনু আবী খালিদ থেকে বর্ণিত। শা'বী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “জান্নাতীদের কিছু লোক একদল জাহান্নামীকে দেখে জিজ্ঞেস করবে, আরে!

---

[৫৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬০] অথবা, জুমাহী থেকে বর্ণিত।

[৬১] ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম, ১/১৫৭-১৫৮, হাসান।

[৬২] ইবনু আদি, আল-কামিল ফি যুআফায়ির রিজাল, ২/২৫-২৬, মাওকুফ।

[৬৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

তোমরা জাহান্নামে গেলে কী করে? অথচ তোমরা আমাদের যে আদব ও ইলম শিখিয়েছ তারই কল্যাণে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করেছি। তারা জবাব দেবে, আমরা সৎকাজের আদেশ দিতাম ঠিকই; কিন্তু নিজেরা তা করতাম না।”[৬৪]

নেক মজলিস

৫৮. আবদুর রহমান ইবনু রাযীন বলেন, “আমি আবদুর রহমান ইবনু আবী হিলাল রহিমাহুল্লাহ-এর সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি জানাযা দেখলাম। তিনি তখন আমাকে বললেন, এমন মজলিস খোঁজো, যেখানে অন্যের কথাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে। আর আমরা সেখানে বসে (কথা শুনব)।”[৬৫]

---

[৬৪] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৪, সনদ সহীহ, মাওকুফ; তবে এর সমার্থবোধক হাদীস সহীহ সনদে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে।

[৬৫] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

পাপের মন্দ পরিণতি

অধিক পুণ্য বনাম কম পাপ

৫৯. কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে এক লোক জিজ্ঞেস করল, কোন ব্যক্তিকে দেখে আপনি বিস্মিত হন?—যে ব্যক্তি কম আমল করে ও কম গুনাহ করে? নাকি বেশি আমল করে ও বেশি গুনাহ করে? ইবনু আব্বাস জবাব দিলেন, পাপ থেকে বেঁচে থাকাই উত্তম।[৬৬]

পাপের স্বল্পতাই উত্তম

৬০. আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "(নেকির দিক থেকে) একনিষ্ঠ ইবাদাতগুজারকে ছাড়িয়ে যেতে চাইলে পাপ থেকে নিজেকে বিরত রেখো। (কারণ) পাপের স্বল্পতার চেয়ে উত্তম কিছু নেই, যা নিয়ে তোমরা আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হতে পারবে।"[৬৭]

মুমিন বান্দা ছোটো পাপকেও বড়ো করে দেখে

৬১. আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "মুমিন বান্দার কাছে পাপ এমন—যেন সে বিশাল শিলাখণ্ডের

---

[৬৬] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩৬৯, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৬৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ,১৬৫, মাওকুফ।

নিচে বসে আছে আর ভয় করছে, তা এক্ষুনি ভেঙে পড়বে। আর কাফিরের কাছে পাপ হলো—নাকের ওপর দিয়ে ওড়ে যাওয়া সামান্য মাছির মতো।"[৬৮]

নাকের ওপর দিয়ে যাওয়া মাছি

৬২. হারিস ইবনু সুওয়াইদ থেকে বর্ণিত, "মুমিন বান্দার কাছে পাপ এমন—যেন সে বিশাল পাহাড়ের নিচে বসে আছে আর ভয় করছে, তা এক্ষুনি ভেঙে পড়বে। আর পাপাচারীর কাছে পাপ হলো নাকের ওপর দিয়ে ওড়ে যাওয়া সামান্য মাছির মতো।"[৬৯]

আল্লাহ যার কল্যাণ চান

৬৩. সুলাইমান ইবনু হাবীব রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান, গুনাহকে তার জন্য কষ্টসাধ্য বানিয়ে দেন। আর যখন কোনো বান্দার অকল্যাণ চান, তার সামনে পাপকে সুশোভিত করে তোলা হয়।"[৭০]

আল্লাহর অবাধ্যতা!

৬৪. আবদুর রহমান ইবনু আমর আওযাঈ বলেন, আমি বিলাল ইবনু সা'দ রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি : "পাপের নগণ্যতার দিকে তাকিয়ো না; বরং যাঁর অবাধ্যতা করেছ তাঁর (বড়োত্বের) দিকে তাকাও।"[৭১]

আত্মার ছটফটানি

৬৫. আমর ইবনুল হারিস থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "চড়ুই (পাখি) খাঁচায় বন্দি হলে যতটা ছটফট করে, মুমিনের আত্মা গুনাহর কারণে তার চেয়েও বেশি ছটফট করে।"[৭২]

খুঁটিতে-বাঁধা ঘোড়া

৬৬. আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[৬৮] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ৭/১২৯, সনদ হাসান, মাওকুফ।

[৬৯] বুখারি, ৫৯৫৯।

[৭০] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৭১] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/২২৩, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৭২] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَمَثَلُ الْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ فِي آخِيَّتِهِ، يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِهِ. وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ، فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ، وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ

"ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমান যেন খুঁটিতে-বাঁধা ঘোড়ার মতো। চক্কর দিতে দিতে তা অবশেষে খুঁটির কাছেই ফিরে আসে। একইভাবে কোনো মুমিন (কখনও কখনও) ভুল করে, আবার ঈমানের দিকেই ফিরে আসে। তাই তোমাদের খাদ্যবস্তু পরহেজগার ব্যক্তিদেরকে খাওয়াও এবং তোমাদের দান-খয়রাত ঈমানদারগণকে দাও।"[৭৩]

আমলে রয়েছে নিরাপত্তা

৬৭. আবূ আমর কাইস ইবনু রাফি' রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কয়েকজন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে সমবেত হলেন। কল্যাণমূলক কথাবার্তা বলতে বলতে তাদের অন্তর গলে গেল। কিন্তু ওয়াকিদ ইবনু হারিস রদিয়াল্লাহু আনহু চুপ থাকলেন। অন্যরা তাঁকে বললেন, আবুল হারিস, আপনি কিছু বললেন না যে? তিনি বললেন, আপনারা কথা যা বলেছেন যথেষ্ট। অন্যরা বললেন, আমাদের জীবনের শপথ, আপনি কথা বলুন! আপনি তো আমাদের চেয়ে বয়সে ছোটো নন। ওয়াকিদ ইবনু হারিস রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি কথা শুনি, কারণ কথা বলায় রয়েছে শঙ্কা। আর আমলের দিকে দৃষ্টি দিই, কারণ আমলে রয়েছে নিরাপত্তা।[৭৪]

কথা-কাজে মিল

৬৮. ইমরান ইবনু আবিল জা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "সকলেই ভালো ভালো কথা বলে। তবে যার কথা ও কাজে মিল রয়েছে, সে-ই সফল। আর যার কথা ও কাজে গরমিল থাকে, সে তো নিজেকেই তিরস্কৃত করল।"[৭৫]

---

[৭৩] আহমাদ, ৩/৫৫, সনদ দঈফ।

[৭৪] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৭৫] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ১৬০, হাসান লি-গাইরিহি, মাওকুফ।

অজানা বিষয়ে ফাতওয়া দেওয়ার নিন্দা

৬৯. সুফইয়ান ইবনু উয়াইনা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জানতে পেরেছি যে, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "অনেকেই এমন বিষয়ে পারদর্শী, যে অনুযায়ী তারা নিজেরাই আমল করে না।"[৭৬]

কথা নয়, কাজেই পরিচয়

৭০. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মানুষকে তাদের কথা নয়, কাজ দিয়ে বিচার করো। কারণ, আল্লাহ তাআলা প্রতিটি কথার ব্যাপারে কর্মের দলিল প্রতিষ্ঠা করেন। ওই দলিল তার কথাকে সত্যায়ন করে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (অর্থাৎ, কেউ কোনো কথা বলার পর সে অনুযায়ী কাজ করল কি না, তা আল্লাহ তাআলা দেখেন।) কোনো ভালো কথা শুনলে বক্তাকে কিছুটা সময় দিয়ো। যদি তার কথার সাথে কাজ মিলে যায়, তবে তা কতই না চমৎকার ও চক্ষুশীতলকারী! তাকে ভাই আর বন্ধু বানিয়ে ভালোবাসো। যদি তার কথার সঙ্গে কাজের মিল না থাকে, তা হলে তার আর কোন বিষয়টি তোমাকে ধাঁধায় ফেলছে? তার কোন জিনিসটি তোমার কাছে গোপন থাকছে? তার ব্যাপারে সাবধান! তার থেকে দূরে সরে যেয়ো। বনি আদম যেভাবে ধোঁকা খেয়েছে সে যেন তোমাকে সেভাবে ধোঁকা না দেয়। তোমারও কথা ও কাজ আছে; কথার ওপর কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ো। গোপনীয় আমল আছে, প্রকাশ্য আমলও আছে; এর মাঝে গোপনীয় আমল অগ্রাধিকার পাবে। পার্থিব কর্ম আছে ও পরকালীন কর্ম আছে; অগ্রাধিকার পাবে পরকালীন কর্ম।"[৭৭]

আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেন

৭১. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বললেন, "আল্লাহ তাআলার হুকুম-আহকামকে সম্মান করো, আল্লাহও তোমাকে সম্মান দেবেন।"[৭৮]

---

[৭৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৭৭] ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম, ২/৬-৭, মাকতু।

[৭৮] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/১৫২, মাওকুফ, মুনকাতি।

ইলম অনুযায়ী আমল

৭২. হিশাম ইবনু হাসসান থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণ করে, তার খুশু-খুজু-চোখ-জিহ্বা-হাত-সালাত-আলোচনা ও পরহেজগারিতায় (সেই ইলমের) প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। (অর্থাৎ, প্রতিটি কাজ ইলম অনুযায়ী করার চেষ্টা করে)। কোনো ব্যক্তি যখন ইলমের একটি দিক অর্জন করে এবং সে ইলম অনুযায়ী আমল করে, তা হলে তা পুরো দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা আখিরাতের জন্য ব্যয় করে দেওয়ার চেয়েও বেশি কল্যাণকর হয়।"[৭৯]

কুরআনের দুটি আয়াতই যথেষ্ট

৭৩. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, সা'সা[৮০] বলেছেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলাম এবং তাঁকে এই আয়াতগুলো পাঠ করতে শুনলাম :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ-কাজ করলেও সে তা দেখতে পাবে।"[৮১]

তা শুনে বললাম—"এটাই আমার জন্য যথেষ্ট, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। এর চেয়ে বেশিকিছু শুনতে চাই না।"[৮২]

পাপের ব্যাপারে সচেতনতা

৭৪. যাইদ ইবনু আসলাম রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "এক লোক রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল, প্রত্যেকেই কি অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে তা দেখতে পাবে? এবং অণু পরিমাণ অসৎ-কাজ করলে তা-ও দেখতে পাবে? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হ্যাঁ।' লোকটি তখন এই কথা বলতে বলতে চলে গেল, হায় হায়! আমার কত গুনাহ! তার কথা শুনে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, آمَنَ

---

[৭৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ২৬১, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৮০] ফারাযদাকের দাদা অথবা চাচা ছিলেন তিনি।

[৮১] সূরা যিলযাল : ৭-৮।

[৮২] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ৬/৫২১,এই হাদীসের রাবীগণ সিকাহ।

الرَّجُلُ 'লোকটি নিরাপদ রয়েছে।'"[৮৩]

কুরআনের দুটি আয়াতই উপদেশ হিসেবে যথেষ্ট

৭৫. মা'মার থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা দেখতে পাবে এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎ-কাজ করলেও সে তা দেখতে পাবে।"

আয়াত দুটি নাযিল হওয়ার পর একজন মুসলিম বললেন, "এটাই আমার জন্য যথেষ্ট! কারণ, অণু পরিমাণ সৎকাজ ও অসৎ-কাজ করলে তা দেখতে পাব। আমার আর কোনো উপদেশের প্রয়োজন নেই।"[৮৪]

পাপকাজের কারণে ইলম ভুলে যাওয়া

৭৬. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি ওই ব্যক্তির কথা ভাবি, যে পাপের কারণে আগের অর্জিত ইলম ভুলে গেছে।"[৮৫]

কুরআন ভুলে যাওয়া ভয়াবহ বিপদ

৭৭. দাহ্হাক ইবনু মুযাহিম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআন শেখার পর তা ভুলে যাওয়া শুধু পাপকাজেরই ফল। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

"তোমাদের ওপর যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তো তিনি ক্ষমা করে দেন।"[৮৬]

আর কুরআন ভুলে যাওয়া একটি ভয়াবহ বিপদ।[৮৭]

পাপকাজের কারণে রিযক থেকে বঞ্চিত করা হয়

৭৮. সাওবান রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৮৩] জালালুদ্দিন সুয়ুতি, আদ-দুররুল মানসুর, ৬/৩৮১, মুরসাল।

[৮৪] জালালুদ্দিন সুয়ুতি, আদ-দুররুল মানসুর, ৬/৩৮২, মুরসাল।

[৮৫] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/১৯৯, মাওকুফ।

[৮৬] সূরা শুরা : ৩০।

[৮৭] ওয়াকিহ ইবনুল জাররাহ, কিতাবুয যুহদ, ৯৫, সনদ হাসান, মুরসাল।

ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

"মানুষ তার পাপকর্মের কারণে রিযক থেকে বঞ্চিত হয়।"[৮৮]

আমলে মিথ্যা কথার কুপ্রভাব

৭৯. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, "আমি কোনো মিথ্যা বললে আমার আমলে সেটা ধরা পড়ে।"[৮৯]

নিজেকে চেনার উপায়

৮০. শুআইব ইবনু আবী সাঈদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করল, কীভাবে জানব যে আমি নিজে কেমন? রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

إِذَا رَأَيْتَ كُلَّمَا طَلَبْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَابْتَغَيْتَهُ يُسِّرَ لَكَ، وَإِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَابْتَغَيْتَهُ عُسِّرَ عَلَيْكَ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ عَلَى حَالٍ حَسَنَةٍ. فَإِذَا رَأَيْتَ كُلَّمَا طَلَبْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَابْتَغَيْتَهُ عُسِّرَ عَلَيْكَ، وَإِذَا طَلَبْتَ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَابْتَغَيْتَهُ يُسِّرَ لَكَ، فَأَنْتَ عَلَى حَالٍ قَبِيحَةٍ

"যদি তুমি এমন অবস্থায় থাকো যে, তুমি আখিরাতের কোনো বিষয় চাইলে তা তোমার জন্য সহজ করে দেওয়া হয় এবং দুনিয়াবি কোনো বিষয় চাইলে তা তোমার জন্য কঠিন করে দেওয়া হয়, তবে তুমি উত্তম অবস্থায় আছ। আর যদি এমন অবস্থায় থাকো যে, আখিরাতের কোনো বিষয় চাইলে তা তোমার জন্য কঠিন করে দেওয়া হয় এবং দুনিয়াবি কোনো বিষয় চাইলে তোমার জন্য তা সহজ করে দেওয়া হয়, তবে তুমি নিকৃষ্ট অবস্থায় আছ।"[৯০]

জিহ্বাকে সংযত রাখা

৮১. হুমাইদ ইবনু হিলাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, "অপ্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দাও। অর্থহীন বিষয়ে

---

[৮৮] ইবনু হিব্বান, সহীহ, ১০৯০, সনদ হাসান।

[৮৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৯০] হাদীসটি মুরসাল। এর সমার্থবোধক হাদীস বুখারি ও মুসলিমে রয়েছে।

কখনও কথা বোলো না। যেভাবে টাকা-পয়সা সংরক্ষণ করো, সেভাবে নিজের জিহ্বা সংরক্ষণ করো।"[৯১]

ভালো কাজের মর্যাদা

৮২. আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

"তাঁর কাছে শুধুমাত্র পবিত্র কথাই ওপরের দিকে আরোহণ করে এবং সৎকাজ তাকে ওপরে ওঠায়।"[৯২]

আবুস সিনান শাইবানি বলেন, আমি দাহহাক ইবনু মুযাহিম রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "সৎকাজ পবিত্র কথাকে ওপরের দিকে ওঠায়।"[৯৩]

ভালো কথার সঙ্গে ভালো কাজ

৮৩. মা'মার থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "সৎকাজ ভালো কথাকে আল্লাহর দিকে উঠিয়ে নেয়। কিন্তু কারও কথা যদি ভালো হয় আর কাজ খারাপ হয়, তবে ওই কথাকে কাজের ওপর ছুড়ে ফেলা হয়। কারণ, কথার চেয়ে কাজ করাই অধিক সঙ্গত।"

মা'মার বলেন, কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ (এবং সৎকাজ তাকে ওপরে ওঠায়)[৯৪] -এর অর্থ হলো, "আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির সৎকাজ কবুল করে নেন।"[৯৫]

---

[৯১] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩৫২, সনদ মুনকাতি, মাওকুফ।

[৯২] সূরা ফাতির : ১০।

[৯৩] জালালুদ্দিন সুয়ুতি, আদ-দুররুল মানসুর, ৫/৩৪৬, সনদ হাসান, মাওকুফ।

[৯৪] সূরা ফাতির : ১০।

[৯৫] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

সাহাবি ও তাবিয়িদের সালাত

রহমতের দুআ

৮৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

رَحِمَ اللَّهُ قَوْمًا يَحْسَبُهُمُ النَّاسُ مَرْضَى، وَمَا هُمْ بِمَرْضَى

"আল্লাহ তাআলা ওই কওমকে রহম করুন, যাদেরকে মানুষ অসুস্থ ভাবে, অথচ তারা অসুস্থ নয়।"[৯৬]

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "তারা (অত্যধিক) ইবাদাতে মশগুল থাকে (যার ফলে মানুষ তাদের অসুস্থ মনে করে)।"

মুনাফিক রাত জেগে ইবাদাত করতে পারে না

৮৫. কাতাদা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "(আমাদের সময়) একটি কথা বলা হতো, "মুনাফিক কখনও (ইবাদাতের মাধ্যমে) রাত্রি জাগরণ করতে পারে না।"[৯৭]

---

[৯৬] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৯৭] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

তামীম দারী রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সালাত

৮৬. মাসরুক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কার এক ব্যক্তি আমাকে বলেছেন, "এটা ছিল তোমার ভাই তামীম দারী রদিয়াল্লাহু আনহু-এর (সালাত পড়ার) জায়গা। এক রাতে তিনি ভোর বা ভোর হয়ে যায় যায় এমন সময় পর্যন্ত রুকূ, সাজদা আর আল্লাহর কিতাব থেকে এই আয়াত পড়ে পড়ে কাঁদছিলেন :

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"যেসব লোক অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা কি মনে করে নিয়েছে যে, আমি তাদেরকে এবং মুমিন ও সৎকর্মশীলদেরকে সমপর্যায়ভুক্ত করে দেব যে তাদের জীবন ও মৃত্যু সমান হয়ে যাবে? তারা যে ফয়সালা করে তা অত্যন্ত জঘন্য।"[৯৮]-[৯৯]

মাসরুক রহিমাহুল্লাহ-এর সালাত

৮৭. মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাসরুক রহিমাহুল্লাহ-এর স্ত্রী বলেছেন, "মাসরুককে কখনও কখনও এমন অবস্থায় পাওয়া যেত যে, দীর্ঘ সালাত পড়ার কারণে তাঁর পা দুটি ফুলে গেছে। আল্লাহর শপথ! তার পেছনে বসলে আমার এত মায়া লাগত যে, আমি কেঁদেই ফেলতাম।"[১০০]

যারা নিজেদের জন্য কাঁদে

৮৮. ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর বলেন, কা'ব আহবার রহিমাহুল্লাহ একজন লোকের কুরআন তিলাওয়াত অথবা দুআ-যিকর শুনছিলেন, (তখন লোকটি কাঁদছিল)। তিনি তা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তারপর যেতে যেতে বললেন, "কিয়ামাত হওয়ার আগেই যারা নিজেদের জন্য কাঁদে, তাদের কল্যাণ হোক।"[১০১]

সালাত পড়ে রাত কাটানো

৮৯. উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "সবার চোখ ঘুমে

---

[৯৮] সূরা জাসিয়া, ৪৫ : ২১।

[৯৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহ্দ, ১৮২, মাসরুক পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।

[১০০] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহ্দ, ৩৫, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১০১] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহ্দ, ২৫৩, মাওকুফ এবং এর রাবীগণ সিকাহ।

অবশ হয়ে এলে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু সালাতে দাঁড়াতেন। আমি মৌমাছির গুনগুনের মতো তাঁর (কুরআন তিলাওয়াতের) আওয়াজ শুনতাম। এভাবে ভোর হয়ে যেত।"[১০২]

আখিরাতের ব্যাপারে সাহাবিদের ভয়

৯০. আবুল আহওয়াস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কেউ যখন (সাহাবিদের) তাঁবুর দরজায় গিয়ে দাঁড়াত, ওখানে মৌমাছির গুনগুনের মতো (যিকর-আযকারের) আওয়াজ শুনতে পেত। (এখনকার) লোকদের কী হলো যে এরা (আখিরাতের বিষয়ে) নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে, যে বিষয়ে পূর্ববর্তীরা ছিলেন ভীতসন্ত্রস্ত?"[১০৩]

মর্যাদায় তারতম্য

৯১. আউন ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা একটি দলকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন; তাদেরকে নিয়ামাত দান করবেন এবং তারা ভোগ করবে। আরেক-দল লোক মর্যাদায় তাদের ওপরের স্তরে থাকবে। এরা তাদেরকে দেখে বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, ওরা আমাদের চেয়ে বেশি মর্যাদা পেল যে? এরা তো আমাদের ভাই, আমরা তো তাদের সাথেই ছিলাম। তখন আল্লাহ তাআলা বলবেন, অসম্ভব! তোমরা যখন পরিতৃপ্ত হতে তখন তারা ক্ষুধার্ত থাকত, যখন তোমরা তৃষ্ণা নিবারণ করতে তখন তারা পিপাসার্ত থাকত, যখন তোমরা ঘুমিয়ে থাকতে তখন তারা সালাতে দাঁড়াত, যখন তারা (আমলের কারণে) ওপরের দিকে উঠত তখন তোমরা (গোনাহের কারণে) নিচের দিকে নামতে।"[১০৪]

জান্নাতে মর্যাদার তারতম্য

৯২. আবুল মুতাওয়াক্কিল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الدَّرَجَةَ فِي الْجَنَّةِ فَوْقَ الدَّرَجَةِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَرْفَعُ بَصَرَهُ فَيَلْمَعُ لَهُ بَرْقٌ يَكَادُ يَخْطَفُ بَصَرَهُ، فَيَفْزَعُ لِذَلِكَ فَيَقُولُ: مَا هَذَا؟ فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا

---

[১০২] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ১৫৬, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১০৩] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ৩৪৭, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১০৪] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/২৪৭, সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

نُورُ أَخِيكَ فُلَانٍ، فَيَقُولُ: أَخِي فُلَانٌ، كُنَّا نَعْمَلُ فِي الدُّنْيَا جَمِيعًا، وَقَدْ فُضِّلَ عَلَيَّ هَكَذَا؟ قَالَ: فَيُقَالُ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ أَفْضَلَ مِنْكَ عَمَلًا، ثُمَّ يُجْعَلُ فِي قَلْبِهِ الرِّضَا حَتَّى يَرْضَى

"জান্নাতে মর্যাদার (বিভিন্ন) স্তর থাকবে, যেমন আসমান ও জমিনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। জান্নাতে কেউ ওপরের দিকে তাকাবে, তার সামনে এমন বিজলি চমকে উঠবে যে তার চোখ ধাঁধিয়ে দেবে। সে ভয় পেয়ে যাবে এবং বলবে, এটা কী? তাকে বলা হবে, এটা তোমার অমুক ভাইয়ের আলো। সে বলবে, আমার অমুক ভাই, দুনিয়াতে তো আমরা একসঙ্গে আমল করতাম। আজ তাকে আমার চেয়ে এতবেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে? তাকে বলা হবে, আমলের ক্ষেত্রে সে তোমার চেয়ে উত্তম ছিল। এরপর তার অন্তরে সন্তুষ্টি সৃষ্টি করে দেওয়া হবে, ফলে সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।"[১০৫]

[১০৫] হাদীসটির সবগুলো সনদ সহীহ, মুরসাল।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

নবিজির ইবাদাত

নবিজির সালাত

৯৩. হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাতের বেলা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে সালাত পড়লেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু করার পর বললেন,

اللهُ أَكْبَرُ ذُو الْمَلَكُوتِ، وَالْجَبَرُوتِ، وَالْكِبْرِيَاءِ، وَالْعَظَمَةِ

'আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি সকল রাজত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী, যিনি বড়োত্ব ও মহত্ত্বের অধিকারী।'

এরপর সূরা বাকারা পাঠ করলেন। তারপর রুকূ করলেন, রুকূ ছিল তাঁর প্রায় কুরআন পাঠের সমান। রুকূতে তিনি বললেন, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ 'আমার মহান রবের মহিমা প্রকাশ করছি।' তারপর দাঁড়ালেন এবং রুকূর সমান দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সাজদায় গিয়ে বললেন, سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى 'আমার সমুন্নত রবের মহিমা প্রকাশ করছি।' সাজদা থেকে মাথা তুললেন এবং দুই সাজদার মাঝখানে সাজদার সমান (সময়) অবস্থান করলেন এবং বললেন, رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي 'রব আমার, আমাকে ক্ষমা করে দাও! রব আমার, আমাকে ক্ষমা করে দাও!' এভাবে তিনি সূরা বাকারা, সূরা আ ল ইমরান, সূরা নিসা, সূরা মাইদা ও সূরা আনআম পাঠ করলেন।"[১০৬]

---

[১০৬] তায়ালিসি, মুসনাদ, ৪১৬, এই হাদীসের রাবীগণ সিকাহ।

শু'বা বলেন, বর্ণনাকারী সূরা মাইদা নাকি সূরা আনআম বলেছিলেন,তা ঠিক মনে নেই।

ভোরে যেমন থাকতেন নবিজি

৯৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলতেন, "ভোরবেলায় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা কখনও থাকত উৎফুল্ল, উজ্জ্বল এবং মন থাকত প্রশান্ত; আবার কোনো কোনো দিন ভোরে তাঁর চেহারায় থাকত ঘুমঘুম ভাব। আল্লাহ তাআলাই এ ব্যাপারে ভালো জানেন।"[১০৭]

ভারসাম্যপূর্ণ সালাত

৯৫. ইয়াযীদ রাকাশি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাত ছিল সমান সমান, ভারসাম্যপূর্ণ।" [১০৮]

সালাতে একটি আয়াতের পুনরাবৃত্তি

৯৬. আবুল মুতাওয়াক্কিল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাতে সালাতে দাঁড়ালেন এবং কুরআনের একটি আয়াতই পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন।[১০৯]

নবিজির সালাত পর্যবেক্ষণ

৯৭. ইসহাক ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলেছেন, "এক রাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সালাত দেখতে আমার ইচ্ছে হলো। সে রাতে তিনি ইশার সালাত পড়ার পর অল্প কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলেন। এরপর উঠে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারলেন। তারপর হাওদার পেছন দিকে গিয়ে ওখান থেকে তাঁর মিসওয়াক নিলেন। দাঁত মেজে ওজু করে (সালাতে দাঁড়ালেন)। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, তিনি রুকূ দিলেন না, দাঁড়িয়েই থাকলেন, এ অবস্থায় রাতের কত অংশ যে কেটে গেল, টেরই পেলাম না। একসময় ঘুম আমার চোখে পাহাড়ের মতো চেপে বসল।"[১১০]

---

[১০৭] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[১০৮] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[১০৯] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। আলবানি বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ।

[১১০] সনদ সহীহ, মুরসাল।

নবিজির রাত্রিকালীন যিকর

৯৮. রবীআ ইবনু কা'ব আসলামি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হুজরার পাশে রাত্রিযাপন করলাম। শুনতে পেলাম যে, তিনি রাতে ওঠে (সালাতের মধ্যে) দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে বললেন سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত, তিনি মহাবিশ্বের শাসক'; তারপর দীর্ঘক্ষণ বললেন سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ 'আল্লাহ ত্রুটিমুক্ত,আর প্রশংসা কেবল তাঁরই'।"[১১১]

পায়ের পাতা ফেটে রক্ত বেরোল

৯৯. মুগীরা ইবনু শু'বা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একবার তাহাজ্জুদের সালাতে) এতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন যে তাঁর দুই পায়ের পাতা ফেটে গিয়ে রক্ত বের হলো। তাঁকে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তো আপনার আগের ও পরের সব গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। (তবুও কেন এমনটা করেন?) জবাবে তিনি বললেন, أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا 'আমি কি আল্লাহর একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?'"[১১২]

সালাতে দাঁড়িয়ে ক্রন্দন

১০০. মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "আমি একবার নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি সালাত পড়ছিলেন আর পাত্রে (গরম পানি) ফোটার মতো শব্দ হচ্ছিল তাঁর বুকে। (অর্থাৎ, তিনি কাঁদছিলেন)।"[১১৩]

কুরআন তিলাওয়াত শুনে কান্না

১০১. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, اقْرَأْ عَلَيَّ 'আমাকে কুরআন পড়ে শোনাও।' আমি বললাম, আপনার সামনে আমি কুরআন পড়ব, অথচ তা আপনার ওপরই নাযিল হয়েছে। তিনি বললেন, إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي 'আমি তা অন্যের মুখে শুনতে ভালোবাসি।' তারপর আমি সূরা নিসা

---

[১১১] মুসলিম, ৪৮৯।

[১১২] হাদীসটি সহীহ। বুখারি ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

[১১৩] আবূ দাঊদ, ৮৯০, সনদ সহীহ।

পাঠ করতে শুরু করলাম। যখন আমি এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

"তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে সাক্ষীরূপে উপস্থিত করব এদের বিরুদ্ধে।"[১১৪]

তখন দেখলাম, তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে। তিনি বললেন, حَسْبُكَ 'এবার থামো।'"[১১৫]

কাঁদতে কাঁদতে ঘরে চলে যাওয়া

১০২. খালিদ ইবনু ইয়াসার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একবার আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কুরআন তিলাওয়াত করে শোনালেন, তিনি তখন কাঁদলেন এবং তাঁর কান্না তীব্র হলো। এরপর তিনি মাথা ঢেকে দাঁড়ালেন এবং তাঁর ঘরে চলে গেলেন।"[১১৬]

সালাতে হাই তুলতে দেখা যায়নি

১০৩. ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্ম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কখনও সালাতে হাই তুলতে দেখা যায়নি।"[১১৭]

মুত্তাকিদের থেকে তিলাওয়াত শোনা

১০৪. তাঊস রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يُسْمَعُ الْقُرْآنُ مِنْ رَجُلٍ أَشْهَى مِنْهُ مِمَّنْ يَخْشَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তার কাছ থেকে কুরআন তিলাওয়াত শোনা সবচেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত।"[১১৮]

---

[১১৪] সূরা নিসা : ৪১।

[১১৫] হাদীসটি সহীহ।

[১১৬] সনদ দঈফ, মুরসাল।

[১১৭] সনদ সহীহ, মুরসাল।

[১১৮] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭/১৭০, মুরসাল।

যার তিলাওয়াত সুমধুর

১০৫. ইমাম ইবনু শিহাব যুহরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কাছে এই হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ، الَّذِي إِذَا سَمِعْتَهُ يَقْرَأُ، أُرِيتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ

"কারও তিলাওয়াত শুনলে দেখবে—আল্লাহকে যে যথাযথ ভয় করে—তার তিলাওয়াতই সুমধুর হয়ে থাকে।"[১১৯]

স্পষ্টভাবে কুরআন তিলাওয়াত

১০৬. মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হরফে হরফে কুরআন তিলাওয়াত করতেন।" (অর্থাৎ, প্রতিটি হরফ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন)[১২০]

প্রতি হরফ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ

১০৭. উম্মু সালামা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কুরআন তিলাওয়াতের প্রশংসায় বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিটি হরফ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করতেন।"[১২১]

সুযোগের সদ্ব্যবহার

১০৮. হাকীম ইবনু উমাইর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ فُتِحَ لَهُ بَابٌ مِنَ الْخَيْرِ فَلْيَنْتَهِزْهُ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَتَى يُغْلَقُ عَنْهُ

"যার জন্য কল্যাণের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে সে যেন (কল্যাণকে) ভালোভাবে ব্যবহার করে। কারণ সে জানে না কখন তার জন্য তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।"[১২২]

---

[১১৯] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

[১২০] সনদ দঈফ, মুরসাল।

[১২১] আবূ দাউদ, ১৪৬৬, হাসান।

[১২২] সনদ দঈফ, মুরসাল।

রাত কাটে ঘুমিয়ে, দিন কাটে খেয়ে

১০৯. খাইসামাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "কেউ কেউ রাতের বেলায় মৃতদেহ এবং দিনের বেলায় কুকুরের মতো (আচরণ করে)।"[১২৩]

একাগ্রতার সঙ্গে সালাত আদায়

১১০. সুলাইমান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন তাকে ফেলে দেওয়া কাপড়ের মতো মনে হতো।" (তিনি এতটাই একাগ্র হয়ে সালাত আদায় করতেন।)[১২৪]

বিনম্রভাবে সালাত আদায়

১১১. আবূ উবাইদা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু যখন সালাতে দাঁড়াতেন, দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর ও হাত সংযত রাখতেন।"[১২৫] (অত্যন্ত খুশু-খুযুর সঙ্গে সালাত আদায় করতেন।)

আল্লাহ যার কথা শোনেন এবং যার কথা শোনেন না

১১২. দাঊদ ইবনু আবী সালিহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সালাতের মধ্যে মনোযোগ-সহকারে (তিলাওয়াত) শোনে, তার কথাও শোনা হয়; এবং যে তা উপেক্ষা করে, তার কথাও উপেক্ষা করা হয়।"[১২৬]

আল্লাহ যার প্রতি মনোযোগ দেন

১১৩. কা'ব আহবার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বান্দা যখন সালাতে দাঁড়ায় এবং তাতে খুব মনোযোগ দেয়, আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি মনোযোগ দেন। আর সালাতে অমনোযোগী হলে আল্লাহ তাআলাও তার প্রতি অমনোযোগী হন।"[১২৭]

---

[১২৩] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/১৩০, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১২৪] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/১৩৬, মাওকুফ।

[১২৫] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/১৩৬, মাওকুফ।

[১২৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১২৭] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

নাজাতের উপায়

মুমিনের জন্য কারাগার

১১৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

"দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার এবং কাফিরের জন্য জান্নাত।"

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এই হাদীস বর্ণনা করার পর বলেন, "দুনিয়াতে প্রত্যেক মুমিন বিষণ্ন ও ভারাক্রান্ত থাকে। কারণ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, মুমিন বান্দাকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে পার হতে হবে। জাহান্নাম পার হওয়ার সময় সে তা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে, এরকম সংবাদ তো তার কাছে আসেনি। আল্লাহর কসম, মুমিন বান্দার যত অসুখ হয়, বিপদে পড়ে, কঠিন বিষয়ের মুখোমুখি হয়, জুলমের শিকার হয় কিন্তু কোনো প্রতিকার করতে পারে না, এসবের জন্য সে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদান আশা করে। এভাবেই সে দুনিয়াতে দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে দিনযাপন করে এবং একসময় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়। দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে প্রশান্তি ও সম্মান প্রদান করা হয়।" [১২৮]

---

[১২৮] মুসলিম, ২৯৫৬, প্রথম অংশ মুরসাল, দ্বিতীয় অংশ মাওকুফ।

কল্যাণ লাভের একটি উপায়

১১৫. সালিম ইবনু আবিল জা'দ থেকে বর্ণিত আছে, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম বলেছেন,

طُوبَى لِمَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ

"ওই ব্যক্তির কল্যাণ হোক যে তার জিহ্বাকে সংযত রেখেছে, যার গৃহ তার (ইবাদাতের) জন্য প্রশস্ত এবং যে তার পাপকাজের জন্য (অনুতপ্ত হয়ে) কান্না করেছে।"[১২৯]

সে আলিম হওয়ার উপযুক্ত নয়

১১৬. আবদুল আ'লা তাইমি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকে ইলম দান করা হয়েছে, অথচ ওই ইলম তাকে কাঁদায় না, তা হলে সে উপকারী ইলম পাওয়ার উপযুক্তই নয়। কারণ আল্লাহ তাআলা আলিমগণের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবে—

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿١٠٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٠٨﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾

"যাদেরকে এর আগে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তাদেরকে যখন এটা শুনানো হয় তখন তারা সাজদায় লুটিয়ে পড়ে। এবং বলে ওঠে—পবিত্র আমাদের রব, আমাদের রবের প্রতিশ্রুতি তো পূর্ণ হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং তা শুনে তাদের বিনয় আরও বেড়ে যায়।"[১৩০]-[১৩১]

দুঃখ-যাতনাও ইবাদাত

১১৭. মালিক ইবনু মিগওয়াল এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "মনের দীর্ঘ দুঃখ-যাতনাও আল্লাহর ইবাদাত।"[১৩২]

---

[১২৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহ্দ, ৫৫, সনদ সালিম পর্যন্ত সহীহ।

[১৩০] সূরা বনী ইসরাইল : ১০৭-১০৯।

[১৩১] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ১৫/১২১, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১৩২] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহ্দ, হাদীস নং ২৮৪, মাকতু।

একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

১১৮. মুবারাক ইবনু ফুদালা থেকে বর্ণিত আছে, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

أَفَمِنْ هَـٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۝ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۝

"তোমরা কি এই কথায় বিস্ময়বোধ করছ! এবং হাসি-ঠাট্টা করছ! কান্না করছ না?"[১৩৩] তারপর বললেন, "আল্লাহর কসম, এই ব্যাপারে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বুদ্ধিমান যে কেঁদেছে। তাই তোমরা (তোমাদের) হৃদয়গুলোকে কাঁদাও। (নিজেদের) কর্মের জন্য কেঁদে দুঃখপ্রকাশ করো। কাঁদলে দুই চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। (না কাঁদলে) তার হৃদয় পাষাণ।"[১৩৪]

প্রতিদান হবে ধৈর্যের সমপরিমাণ

১১৯. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "মনের কষ্ট নির্ভর করে অন্তর্দৃষ্টির ওপর।"[১৩৫]

কান্নার ব্যাপারে পাপীর অভিনয়

১২০. শুআইব জুবায়ি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন মানুষের পাপ পূর্ণতা পায়, তখন চোখ তার আয়ত্তে চলে আসে। যখনই সে কাঁদতে চায় কাঁদতে পারে।"[১৩৬]

তিনটি উপদেশ

১২১. আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলল, "হে আবূ আবদুর রহমান, আমাকে উপদেশ দিন।" আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তোমার বাড়ি যেন কঠোর সাধনার (জায়গা) হয়, তোমার পাপকাজের কথা মনে করে কান্না করো এবং জিহ্বাকে সংযত রাখো।"[১৩৭]

---

[১৩৩] সূরা নাজম : ৫৯-৬০।

[১৩৪] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৫০৫, মাকতু।

[১৩৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৩৬] ওয়াকিহ ইবনুল জাররাহ, কিতাবুয্ যুহ্দ, ৪৭৪, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[১৩৭] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ৯/১০৫, মাওকুফ।

কাঁদতে না পারলে কান্নার ভান করা

১২২. আরফাজাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "কেউ কাঁদতে পারলে সে যেন কাঁদে; আর যে কাঁদতে পারে না, সে যেন কান্নার ভান করে।"[১৩৮]

তাওবাকারীদের মন সবচেয়ে নরম

১২৩. আউন ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "তোমরা তাওবাকারীদের সান্নিধ্যে বসো, কারণ তাদের মন সবচেয়ে নরম।"[১৩৯]

আল্লাহর নিয়ামাতের বর্ণনা

১২৪. মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়াযীদ ইবনু শাযারাহ রহিমাহুল্লাহ আমাদের উপদেশ দিতেন এবং কাঁদতেন। তাঁর কান্না ছিল তাঁর আমলের অনুরূপ। তিনি বলতেন, হে লোকসকল, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যেসব নিয়ামাত দান করেছেন তা স্মরণ করো। তোমাদের ওপর আল্লাহর নিয়ামাতের কতই না চমৎকার প্রভাব রয়েছে। হায়! (জিহাদের) লাল, হলুদ, সাদা ও কালো বাহনগুলোর মধ্যে আমি যা দেখতে পাই, তোমরা যদি তা দেখতে পেতে! যখন সালাত কায়েম করা হয় তখন আসমান, জান্নাত এবং জাহান্নামের সব দরজা খুলে দেওয়া হয়। আবার (জিহাদে) যখন দুটি দল মুখোমুখি হয় তখনও আসমানের দরজা এবং জান্নাত ও জাহান্নামের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। আয়তলোচনা হূরদেরকে সাজানো হয়। তারা তাকিয়ে দেখতে থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি এগিয়ে যায়, তারা বলতে থাকে, হে আল্লাহ, তুমি তাকে সাহায্য করো, তাকে দৃঢ়পদ রাখো। যখন কেউ পিছু হটে তারা মুখ ঢেকে ফেলে এবং বলে, হে আল্লাহ, তুমি তাকে ক্ষমা করো।

হে জাতির বিশিষ্ট লোকেরা, তোমরা ঝাঁপিয়ে পড়ো। তোমাদের প্রতি আমার মাতা-পিতা কুরবান হোক! তোমরা আয়তলোচনা হূরদেরকে লাঞ্ছিত কোরো না।

শহীদের দেহ থেকে নির্গত প্রথম রক্তফোঁটাটি এমনভাবে তার পাপ মুছতে

---

[১৩৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, ১০৮, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১৩৯] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৭২, সনদ মুনকাতি, মাওকুফ।

থাকে, যেভাবে গাছের ডাল থেকে পাতা ঝরতে থাকে। দুইজন আয়তলোচনা হুর তার কাছে নেমে আসে এবং তার চেহারা থেকে ধুলোবালি মুছে দেয়। তারা বলে, এখন তোমার সময় হয়েছে। সেও তাদেরকে বলে, এখন তোমাদের সময় হয়েছে। তারপর তাকে এক শ সেট কাপড় পরানো হয়, যেগুলোকে দুই আঙুলের মাঝে গুঁজে রাখা সম্ভব। এই কাপড় কোনো মানুষের বোনা নয়; বরং তা জান্নাতে উৎপাদিত।[১৪০]

নাজাত পাওয়ার উপায়

১২৫. উকবা ইবনু আমির জুহানি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, নাজাত কী? (কীভাবে নাজাত পাওয়া সম্ভব?) তিনি বললেন,

أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

"তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো। তোমার ঘর যেন কঠোর সাধনার (জায়গা) হয়, আর তোমার পাপকাজের কথা মনে করে কান্নাকাটি করো।"[১৪১]

জাতির উদ্দেশে ঈসা আলাইহিস সালাম-এর উপদেশ

১২৬. মালিক ইবনু আনাস রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার কাছে এই বাণী পৌঁছেছে যে, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম তাঁর জাতিকে বলেছেন,

"আল্লাহর যিকর ছাড়া অন্য কথা বেশি বোলো না। কারণ এতে তোমাদের হৃদয় পাষাণ হয়ে যাবে। আর পাষাণ হৃদয় আল্লাহ তাআলা থেকে অনেক দূরে কিন্তু তোমরা তা জানো না। আর মানুষের পাপের দিকে ধর্মগুরুদের দৃষ্টিতে তাকিয়ো না; বরং একজন বান্দার মতো তাদের পাপকাজগুলো দেখো। মানুষ তো দুই পর্যায়ে রয়েছে : একদল সমস্যায় আক্রান্ত, আর আরেক দলকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। যারা সমস্যায় আক্রান্ত তাদের প্রতি মমতা দেখাও এবং ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আল্লাহর প্রশংসা করো।"[১৪২]

---

[১৪০] আবদুর রাজ্জাক, মুসান্নাফ, ৯৫৩৮ , সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১৪১] তিরমিযি, ২৪০৬, হাসান। সনদটি দঈফ। কিন্তু অন্যান্য সনদে বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি হাসান।

[১৪২] মালিক, মুআত্তা, ২/৯৮৬, প্রথম অংশটি মারফুরূপে বর্ণিত।

কথা অনুযায়ী কাজের হিসেব

১২৭. ইমাম শা'বী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "বক্তা (দুনিয়াতে) যে বক্তৃতা দেবে, কিয়ামাতের দিন তার কাছে তা পেশ করা হবে।"[১৪৩]

অধিক কথা বলায় অহংকার প্রকাশ পায়

১২৮. উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ-এর অনুলেখক নুআইম ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত, উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "অহংকার ও গৌরবের ভয় আমাকে বেশি কথা বলা থেকে বিরত রাখে।"[১৪৪]

খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির ভয়

১২৯. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি বসরার এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছি, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আমি একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। তাদের কারও কাছে প্রজ্ঞা ও হিকমতের কথা বলা হলে খ্যাতির ভয়ে সেগুলো প্রচার করা থেকে বিরত থাকতেন। অথচ তা প্রচার করলে তাদের সঙ্গীদের উপকার হতো। রাস্তার ওপর কোনো কষ্টদায়ক বস্তু দেখলে খ্যাতির ভয়ে তারা সেটা সরাতেন না।"[১৪৫]

---

[১৪৩] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/৩১২, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[১৪৪] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহ্দ, ৩০১, সনদ হাসান, মাওকুফ।

[১৪৫] হাদীসটি মাকতূরূপে বর্ণিত।
এই আসার ও তার আগেরটির অর্থে আপত্তি রয়েছে। বান্দাকে অবশ্যই আত্মগরিমা, খ্যাতি-কামনা ও লৌকিকতা থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, তা তাকে সৎকাজ থেকে বিরত রাখবে। বরং বান্দার কর্তব্য হলো কল্যাণের উদ্দেশ্যে সৎকাজ করা এবং খ্যাতির বাসনা ও লোক-দেখানোর মনোভাব থেকে সংযত থাকা। (অনুবাদক)।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

গোপনীয় আমল ও যিকর

আত্মপ্রশংসার নিন্দা

১৩০. ইবরাহীম নাখঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "হায়, (লোকেরা) একত্রে সমবেত হওয়ার সময় যদি তারা নিজেদের ব্যাপারে ভালো আলোচনা করা বা আত্মপ্রশংসার বিষয়টা অপছন্দ করত![১৪৬]

আমলের গোপনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ

১৩১. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যদি এমন হতো যে, কেউ কুরআনের জ্ঞান অর্জন করলে তার প্রতিবেশী জানতে না পারত; কেউ অনেক বেশি ফিকহী ইলম অর্জন করলেও লোকেরা তা টের না পেত; কেউ নিজ বাড়িতে দীর্ঘ সালাত পড়লেও ওখানে উপস্থিত লোকেরা তা বুঝতে না পারত।

আমি একদল মানুষের কথা জানি, তারা দুনিয়ার বুকে প্রতিটা আমল গোপনীয়তার সাথে করত, কখনও তা প্রকাশ হতো না। মুসলমানগণ প্রাণপণে দুআ করতেন; কিন্তু কোনো আওয়াজ শোনা যেত না। কেবল তাদের ও তাদের রবের মধ্যে এক ধরনের গুঞ্জরণ সৃষ্টি হতো। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

---

[১৪৬] আবূ খাইসামাহ, কিতাবুল ইলম, ৩৬, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

'তোমরা বিনয়ের সঙ্গে ও গোপনে তোমাদের রবকে ডাকো।'[১৪৭]

আর আল্লাহ তাআলা তাঁর এক সৎ বান্দার কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার কথায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا

'যখন (যাকারিয়্যা) তার প্রতিপালককে ডেকেছিল গোপনে।'"[১৪৮]-[১৪৯]

আমলের কথা লোকদের বলে বেড়ানোর পরিণাম

১৩২. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন—

مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بعلمه، سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ

"কেউ যদি তার জ্ঞানের কথা লোকদের কাছে বলে বেড়ায়, আল্লাহও তার (গোপন) কথা মানুষকে শুনিয়ে দেন; তাকে অপমানিত ও অপদস্থ করেন।"[১৫০] আবদুল্লাহ ইবনু আমর বলেন, এই হাদীস বর্ণনা করার পর ইবনু উমরের চোখ-দুটি ভিজে গেল।

আমলের আগে নিয়ত ঠিক করে নেওয়া

১৩৩. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে কিছু লোকের আলোচনা করে বলা হলো যে, তাঁরা আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বললেন, "তোমরা যা বলছ ও ভাবছ, বিষয়টি তেমন নয়। যখন দুটি দল মুখোমুখি হয় তখন ফেরেশতাগণ নেমে এসে প্রত্যেক মানুষকে তাদের নিজ নিজ স্তরে লিপিবদ্ধ করেন : অমুক দুনিয়া লাভের জন্য জিহাদ করেছে; অমুক রাজত্ব লাভের জন্য জিহাদ করেছে; অমুক যশখ্যাতির জন্য জিহাদ করেছে, ইত্যাদি; আর অমুক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ

---

[১৪৭] সূরা আরাফ : ৫৫।

[১৪৮] সূরা মারইয়াম : ০৩।

[১৪৯] ওয়াকিহ ইবনুল জাররাহ, কিতাবুয যুহদ, ৩৩৮, মাকতু।

[১৫০] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ৪৪, সনদ দঈফ; তবে এর সমার্থবোধক হাদীস সহীহ সনদে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে।

করেছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় জিহাদ করে, সে জান্নাতে যাবে।"[১৫১]

লোক-দেখানো বিনয় ও নম্রতা

১৩৪. আবূ ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু অথবা আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "লোক-দেখানো বিনয় ও নম্রতা থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাও।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, সেটা কী জিনিস? তিনি বললেন, "দেহ বিনয়ী দেখালেও অন্তরে বিনয় নেই।"[১৫২]

আমলে কঠোরতা সত্ত্বেও পারস্পরিক সৌজন্য

১৩৫. আওযাঈ থেকে বর্ণিত, বিলাল ইবনু সা'দ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আমি তাঁদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে (ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে) কঠোর ছিলেন। তবে তাঁরা পরস্পরকে দেখে (মুচকি) হাসতেন। রাত শুরু হলেই মগ্ন হয়ে যেতেন আল্লাহর ইবাদাতে।"[১৫৩]

মুচকি হাসি

১৩৬. উবাইদুল্লাহ ইবনুল মুগীরা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি : "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি।"[১৫৪]

পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে তাকানো

১৩৭. আউন ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল মুচকি হাসি হাসতেন (অট্টহাসি দিতেন না) এবং কারও দিকে তাকালে পরিপূর্ণভাবে তাকাতেন।"[১৫৫]

---

[১৫১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৫২] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[১৫৩] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/২২৪, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১৫৪] তিরমিযি, ৩৬৪১, হাদীসটি হাসান। আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[১৫৫] তিরমিযি, ৩৬৪২, মু'দাল এবং অন্য কিতাবে হাসান সনদে মাওসুলরূপেও বর্ণিত হয়েছে। আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

ধীরস্থিরভাবে কথা বলা

১৩৮. মিসআর বলেন, একজন শাইখ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি জাবির ইবনু আবদিল্লাহ রদিয়াল্লাহু আনহু অথবা আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে বলতে শুনেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথাবার্তায় ধীরতা ও স্থিরতা ছিল।"[১৫৬]

দাঁত বের করে না হাসা

১৩৯. আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনও এমনভাবে হাসতেন না যে, তাঁর সামনের দাঁতগুলো বেরিয়ে যেত; বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন।" [১৫৭]

রোজা রাখা অবস্থায় পরিপাটি থাকা

১৪০. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যেদিন তোমাদের কেউ সাওম রাখবে, সে যেন দিনের বেলা চুল পরিপাটি রাখে।" [১৫৮] (যাতে কেউ বুঝতে না পারে সে রোজাদার।)

মানুষকে জানতে না-দেওয়া

১৪১. হিলাল ইবনু ইয়াসাফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম বলেছেন, "রোজা রাখা অবস্থায়ও মাথার চুল ও দাড়িতে তেল লাগিয়ো, ঠোঁট মুছে রেখো। যাতে মানুষ বুঝতে না পারে, তুমি রোজাদার। ডান হাত দিয়ে দান করলে নিজের বাম হাত থেকেও তা লুকিয়ে রেখো। আর সালাত পড়ার সময় ঘরের দরজায় পর্দা টানিয়ে রেখো। কারণ, আল্লাহ তাআলা যেভাবে রিযক বণ্টন করেন, ঠিক সেভাবে প্রশংসাও বণ্টন করেন।"[১৫৯]

গোপনে পড়ায় বেশি সাওয়াব

১৪২. খালিদ ইবনু মুহাজির থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ

---

[১৫৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয় যুহদ, ৪৪, হাদীসটি দঈফ, তবে এর সমার্থবোধক হাদীস হাসান সনদেও বর্ণিত হয়েছে।

[১৫৭] সনদ দঈফ। তবে হাদীসটি অন্যান্য সনদে বর্ণিত হওয়ায় সহীহ। বুখারি, ৫৭৪১।

[১৫৮] সনদ সহীহ, মাওকুফ। ইমাম বুখারি 'সাওম' অধ্যায়ে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

[১৫৯] হিলাল ইবনু ইয়াসাফ পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ। হাদীসটির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি : "যেমনিভাবে ফরজ সালাত একাকী পড়ার চেয়ে জামাআতে পড়া উত্তম, তেমনিভাবে নফল সালাত প্রকাশ্যে পড়ার চেয়ে গোপনে পড়া উত্তম।"[১৬০]

প্রতিদানের প্রত্যাশা

১৪৩. কাসিম আবূ আবদুর রহমান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا أَجْرَ لِمَنْ لَا حِسْبَةَ لَهُ

"যে ব্যক্তি (আল্লাহ তাআলার কাছে) প্রতিদান প্রত্যাশা করে না, সে কোনো প্রতিদান পায় না।"[১৬১]

বলে বেড়ালে ইবাদাত নষ্ট হয়ে যায়

১৪৪. আবূ সালামা ইবনু আবদির রহমান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলল, "আমি চার বছর ধরে একটানা রোজা রেখেছি।" রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, مَا صُمْتَ، وَلَا أَفْطَرْتَ "তুমি রোজা রাখোনি, রোজা ভাঙোওনি।"[১৬২] কারণ, তুমি তা বলে বেড়াচ্ছ।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়

১৪৫. হাবীব ইবনু সুহাইব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ إِلَى اللهِ تَعَالَى بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ سُجُودٍ خَفِيٍّ

"বান্দা যে-সকল (আমলের) মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভ করে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো গোপন সাজদা।" [১৬৩]

---

[১৬০] এখানে হাদীসটি মাকতু, তবে এর সমার্থবোধক হাদীস মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে।

[১৬১] সনদ হাসান, মুরসাল।

[১৬২] সনদ দঈফ, মুরসাল।

[১৬৩] সনদ দঈফ, মুরসাল।

গোপনীয়তার সঙ্গে যিকর

১৪৬. দামরাতা ইবনু হাবীব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اذْكُرُوا اللهَ تَعَالَى ذِكْرًا خَامِلًا قَالَ: فَقِيلَ: وَمَا الذِّكْرُ الْخَامِلُ؟ قَالَ: الذِّكْرُ الْخَفِيُّ

"যিকরুন খামিলের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করো।" জিজ্ঞেস করা হলো, যিকরুন খামিল কী? তিনি বললেন, "গোপনীয় যিকর।"[১৬৪]

ঘরে কান্নাকাটি করা

১৪৭. মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবূ উমামা বাহিলি রদিয়াল্লাহু আনহু একবার মাসজিদে এসে দেখলেন, এক ব্যক্তি সাজদায় পড়ে কান্নাকাটি করছে এবং আল্লাহকে ডাকছে। তিনি তাকে বললেন, "আহ, এটা যদি তোমার ঘরে করতে!"[১৬৫]

---

[১৬৪] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/১৪০, সনদ দঈফ, মুরসাল।

[১৬৫] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

দুনিয়াতে ভীত হলে, আখিরাতে স্বস্তি মেলে

দুনিয়াতে ভয়, আখিরাতে স্বস্তি

১৪৮. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَقُولُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ، وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْنِ، إِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“আল্লাহ তাআলা বলেন : আমার ইজ্জতের কসম, আমি আমার কোনো বান্দাকে দুটি ভীতি অথবা দুটি স্বস্তি একসাথে দেব না। সে যদি দুনিয়াতে আমার ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে পড়ে, তবে কিয়ামাতের দিন আমি তাকে ভীতসন্ত্রস্ত করব। আর দুনিয়াতে যদি আমাকে ভয় করে চলে, তবে কিয়ামাতের দিন তাকে নিরাপদে রাখব।” [১৬৬]

মুক্তি না-পাওয়ার আশঙ্কা

১৪৯. কা‘ব আহবার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “কেউ যদি সত্তর-জন নবির সমপরিমাণ আমলও করে, তারপরও কিয়ামাত-দিবসের আযাব থেকে

---

[১৬৬] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৩০৮, সনদ হাসান, মুরসাল। অন্য কিতাবে মাওসুলরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

মুক্তি না পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।"[১৬৭]

কিয়ামাত-দিবসের ভয়াবহতা

১৫০. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "অতীতে এমন-একদল মানুষ গত হয়েছেন যাঁরা এই প্রস্তর-খণ্ডের পরিমাণ সম্পদ দান করার পরও, কিয়ামাত-দিবসের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাবেন না বলে আশঙ্কা করতেন।"[১৬৮]

গুনাহ সত্ত্বেও আল্লাহভীরুতা

১৫১. উরওয়া ইবনু আমির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কিয়ামাতের দিন বান্দার সামনে তার সব গুনাহ উপস্থিত করা হবে। সে তার গুনাহ বহন করে নিয়ে যেতে থাকবে এবং বলবে, (হে আল্লাহ, দুনিয়াতে) আমি তোমার ব্যাপারে ভীত ছিলাম। ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে ক্ষমা করে দেবেন।"[১৬৯]

পাপকাজ করেও জান্নাতী

১৫২. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْعَبْدَ لَيُذْنِبُ الذَّنْبَ فَيَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ، قِيلَ: كَيْفَ؟ قَالَ: يَكُونُ نُصْبَ عَيْنَيْهِ تَائِبًا، فَارًّا، حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

"বান্দা পাপ করবে; কিন্তু ওই পাপের কারণেই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তা কীভাবে? তিনি বললেন, "ওই পাপকাজ তার চোখের সামনে স্থির হয়ে থাকবে, (আর সে পাপ স্বীকার করবে ও তাওবা করবে।) ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[১৭০]

নেই ভরসা

১৫৩. আবূ ইমরান থেকে বর্ণিত আছে, আবূ আইয়ূব আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "কেউ কেউ নেক আমলের ওপর ভরসা করে ছোটো ছোটো পাপ

---

[১৬৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৬৮] বুখারি, আত-তারিখুল কাবীর, ১/১৫, মাকতু।

[১৬৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৭০] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ২৭৭, মুরসাল।

কাজ করতে থাকে। এর ফলে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সময়ে, তার ওই (পাপকাজগুলো) তাকে ঘিরে ধরবে। আর কেউ কেউ পাপকাজ করে বটে, তবে সে (তওবা করে) ওই পাপ থেকে দূরে সরে যায়। ফলে সে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে নিরাপদে।"[১৭১]

অনুশোচনার গুরুত্ব

১৫৪. আবূ মূসা থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "কোনো কোনো বান্দা[১৭২] গুনাহ করে বটে, তবে তার জন্য তাদের মন দুঃখভারাক্রান্ত থাকে। ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করে।"

আবূ হাযিম রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "কারও কারও গুনাহ তার নেক আমলের চেয়ে উপকারী হয়ে যায়, আবার কারও কারও নেক আমল তার গুনাহের চেয়ে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়।"[১৭৩]

পাপের স্বীকারোক্তি এবং ক্ষমা

১৫৫. আবূ ওয়াইল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন বান্দার গুনাহ গোপন করে রেখে তাকে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি যে গুনাহের কাজ করেছ, তা কি তুমি স্বীকার করো? সে বলবে, জি, স্বীকার করি। ফলে আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"[১৭৪]

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার গোপন কথা

১৫৬. সাফওয়ান ইবনু মুহাররায রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে হাঁটছিলাম। এ সময় একজন লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, ইবনু উমর, আপনি (কিয়ামাতের দিন আল্লাহ ও বান্দার মাঝে) গোপনীয় কথা সম্পর্কে রাসূল থেকে কিছু শুনেছেন? ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

---

[১৭১] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১৭২] ইবনু হায়াওয়াইহ বর্ণনা করেছেন, কোনো কোনো লোক।

[১৭৩] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত।

[১৭৪] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত।

يَدْنُو الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، فَذَكَرَ صَحِيفَتَهُ ، قَالَ: فَيُقَرِّرُهُ ذُنُوبَهُ، هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، رَبِّ أَعْرِفُ، حَتَّى يَبْلُغَهُ بِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَبْلُغَ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنِّي سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، قَالَ: فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُنَادَى عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

"(কিয়ামাতের দিন) মুমিন বান্দা তার রবের নিকটবর্তী হবে। তখন আল্লাহ তাআলা তার ওপর একটি পর্দা ফেলে দেবেন। বান্দার আমলনামা তার সামনে পেশ করবেন এবং তার গুনাহের ব্যাপারে স্বীকারোক্তি নেবেন। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি তোমার গুনাহের কথা স্বীকার করো? সে বলবে, জি, হে আমার রব, স্বীকার করি। আবার জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি তোমার গুনাহের কথা স্বীকার করো? সে বলবে, জি, হে আমার রব, স্বীকার করি। এরপর আল্লাহ তাআলা (তার প্রশ্নোত্তর) যতটুকু নিতে চাইবেন, ততটুকু নেবেন। আল্লাহ তাআলা বলবেন,আমি তোমার গুনাহ গোপন করে রেখেছিলাম। আজ আমি সেসব গুনাহ ক্ষমা করে দিলাম। এরপর তাকে নেক আমালনামা দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে কাফিরদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,

وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

"এরাই তাদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করেছিল। সাবধান! জালিমদের ওপর আল্লাহর লানত।"[১৭৫]-[১৭৬]

একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

১৫৭. আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ

---

[১৭৫] সূরা হুদ : ১৮।

[১৭৬] বুখারি, ৪৪০৮; মুসলিম, ২৭৬৮।

"সেই চরম ভীতিকর অবস্থা তাদেরকে একটুও পেরেশান করবে না।"[১৭৭]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যখন তাদেরকে জাহান্নাম বেষ্টন করে ফেলবে।"[১৭৮]

আল্লাহভীরুতার অর্থ

১৫৮. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

"তারা আমাকে ডাকত আশা ও ভীতি নিয়ে এবং তারা ছিল আমার কাছে বিনীত।"[১৭৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ 'ভীতি'-এর অর্থ বলেছেন, "অন্তরে সদা জাগ্রত ভীতি।"[১৮০]

খুশু-খুযুর অর্থ

১৫৯. আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

"যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবত।"[১৮১]

মানসুর ইবনু মু'তামার থেকে বর্ণিত, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "ধীরস্থিরতা।"[১৮২]

যারা অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকে

১৬০. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

---

[১৭৭] সূরা আম্বিয়া : ১০৩।

[১৭৮] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ১৭/৭৮, মাওকুফ।

[১৭৯] সূরা আম্বিয়া : ৯০।

[১৮০] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত।

[১৮১] সূরা মুমিনুন : ২।

[১৮২] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ১৮/৩, মাকতু।

"এবং যারা অসার ক্রিয়া-কলাপ থেকে বিরত থাকে।"[১৮৩]

সাঈদ ইবনু আবী আরুবা থেকে বর্ণিত, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যাদের কাছে আল্লাহর নির্দেশ এলেও বাতিল ও অহেতুক কাজ থেকে বিরত থাকে না, তারা এমন নয়।"[১৮৪]

বুদ্ধিমান ব্যক্তি কে?

১৬১. শাদ্দাদ ইবনু আউস রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

"যে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে আয়ত্তে রেখেছে এবং মৃত্যুপরবর্তী সময়ের জন্য নেক আমল করেছে, সে-ই প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান। আর যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেও আল্লাহর প্রতি (ক্ষমার) আশা পোষণ করে সে নির্বোধ।"[১৮৫]

আমানত ও বিনম্রতা উঠে যাওয়া

১৬২. দামরাতা ইবনু হাবীব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْأَمَانَةُ وَالْخُشُوعُ، حَتَّى لَا تَكَادَ تَرَى خَاشِعًا

"সর্বপ্রথম এই উম্মত থেকে যে জিনিস উঠিয়ে নেয়া হবে, তা হলো আমানত ও বিনয়। এমনকি একজনও বিনয়ী খুঁজে পাওয়া যাবে না।"[১৮৬]

বিনম্রতা ও একাগ্রতার চিহ্ন

১৬৩. আল্লাহ তাআলা বলেন,

سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ

---

[১৮৩] সূরা মুমিনুন : ৩।
[১৮৪] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/৩৩৯, মাওকুফ।
[১৮৫] তিরমিযি, ৪২৬০, সনদ দঈফ।
[১৮৬] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ২/১৩৬, সনদ দঈফ, মুরসাল।

"তাদের চেহারায় সাজদার চিহ্ন থাকবে।"[১৮৭]

মানসুর ইবনু মু'তামার থেকে বর্ণিত, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "তা হলো বিনম্রতা ও একাগ্রতার চিহ্ন।"[১৮৮]

ললাটে বিনয় নম্রতার চিহ্ন

১৬৪. হুমাইদ আ'রাজ থেকে বর্ণিত, মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "(কপালে সাজদার চিহ্ন) হলো বিনয় ও নম্রতার চিহ্ন।" [১৮৯]

সবার আগে যা উঠিয়ে নেওয়া হবে

১৬৫. জারীর ইবনু আবী হাযিম বলেন, আমি আবূ ইয়াযীদ মাদানী রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি : "বলা হতো যে, এই উম্মত থেকে বিনম্রতা সবার আগে উঠিয়ে নেওয়া হবে।"[১৯০]

বিনীতদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ

১৬৬. আবূ আবদুল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু যখনই রবী' ইবনু খুসাইমকে দেখতেন, তখনই এই আয়াত পাঠ করতেন :

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

"এবং সুসংবাদ দাও বিনয়ীদের।"[১৯১]

চির-অটল

১৬৭. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহর কসম, আমি এমন-একদল মানুষকে (অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরামকে) দেখেছি যারা জীবনেও তৃপ্তি-ভরে খেতেন না। স্রেফ বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকু খেতেন। গড়নে তাঁরা ছিলেন হালকা-পাতলা, আর নিজের সংকল্প ও হিম্মতের

---

[১৮৭] সূরা ফাতহ : ২৯।

[১৮৮] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ২৬/৭০, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১৮৯] জালালুদ্দিন সুয়ুতি, আদ-দুররুল মানসুর, ৬/৮২, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[১৯০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[১৯১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১০৬, সনদ মুনকাতি, মাকতু।

ওপর ছিলেন চির-অটল।”[১৯২]

সালফে সালিহীনের বৈশিষ্ট্য

১৬৮. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, “আল্লাহর কসম, এমনও দেখেছি যে, তাঁদের একেকজন গোটা জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন; কিন্তু কখনও তাঁদের জন্য নতুন কাপড় সেলাই করেননি, পরিবারকে তাঁদের জন্য খাবার তৈরির নির্দেশ দেননি এবং নিজেদের মধ্যে ও জমিনের মধ্যে কোনো আড়াল রাখেননি (জুতা পরেননি)।”[১৯৩]

শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার

১৬৯. রবীআ ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ ইদরিস খাওলানি রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছেন : মানুষের শ্রেষ্ঠ অলংকার হলো ধীরস্থিরতা।[১৯৪]

---

[১৯২] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৫২৭, মাওকুফ।
[১৯৩] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৫০৮, মাওকুফ।
[১৯৪] সনদ সহীহ, মাকতু।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

দুনিয়াবি ফিতনায় প্রতারিত হওয়া

পরিশ্রমী হয়েও খেলতামাশায় লিপ্ত

১৭০. লাইস ইবনু আবী সুলাইম থেকে বর্ণিত, মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যারা দুনিয়ার ব্যাপারে বেশি পরিশ্রমী, তারা যেন নিতান্ত ক্রীড়াকৌতুকে লিপ্ত।"[১৯৫]

সবাই আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার

১৭১. আওযাঈ বলেন, আমি বিলাল ইবনু সা'দ রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি : "তোমাদের মধ্যে যারা দুনিয়াবিমুখ (তারা আসলে দুনিয়ার প্রতি) আসক্ত; তোমাদের কঠোর পরিশ্রমীরা (আখিরাতের ক্ষেত্রে) অবহেলাকারী; তোমাদের আলিমরা মূর্খ; এবং তোমাদের মূর্খরা আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত।"[১৯৬]

মারাত্মক কাজকেও তুচ্ছ মনে করা

১৭২. আবূ কাতাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উবাদা ইবনু কুরস লাইসি রদিয়াল্লাহু

---

[১৯৫] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৩/২৬৯, সহীহ। আবূ নুআইম উবাইদ ইবনু উমাইর থেকে সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

[১৯৬] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/২২৫, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

আনহু বলেছেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে আমরা যে কাজগুলোকে মারাত্মক মনে করতাম, তোমারা সেগুলোকে চুলের চেয়েও তুচ্ছ ভাবো।"[১৯৭]

হুমাইদ ইবনু হিলাল বলেন, আমি আবূ কাতাদা রহিমাহুল্লাহ-কে জিজ্ঞেস করলাম, যদি কুরস লাইসি রদিয়াল্লাহু আনহু এই যুগ পেতেন, তা হলে কেমন হতো? তিনি বললেন, "তা হলে তো এ কথা তিনি আরও জোর দিয়ে বলতেন।"

সঙ্গদোষে লজ্জিত হওয়া

১৭৩. উরওয়া ইবনুয যুবাইর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিসওয়ার ইবনু মাখরামাহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "এই জমিন এমন-একদল মানুষকে লুকিয়ে রেখেছে, তাঁরা যদি দেখতেন আমি তোমাদের সঙ্গে বসে আছি তবে আমাকে লজ্জা পেতে হতো।"[১৯৮]

কবি লাবীদের একটি উক্তি

১৭৪. উরওয়া ইবনুয যুবাইর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা-কে বলতে শুনেছি, কবি লাবীদ বলেন,

যারা ছায়া হয়ে ছিলেন তাঁরা গত হয়ে গেছেন,
আমিই খোস-পাঁচড়ার মতো পেছনে পড়ে রয়েছি।
এখন সবার কথা স্বার্থ ও ভয়ের কারণে হয়,
কেউ সমালোচনা করতে গেলে (উল্টো) তাকে দোষারোপ করা হয়,
যদিও সে কারও সাথে গোলযোগ সৃষ্টি করেনি।

আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা এই কবিতা আবৃত্তি করার পর বলতেন, "লাবীদ যদি আজকের যুগের মানুষদের দেখতেন, তা হলে না-জানি কী বলতেন!"[১৯৯]

ইমাম যুহরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা যদি আমাদের যুগের মানুষদের দেখতেন, তা হলে না-জানি কেমন হতো!"

ইবাদাতে মনোযোগ

১৭৫. সা'দ ইবনু মাসঊদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু

---

[১৯৭] হাদীসটি সহীহ। এই হাদীস অন্য সনদে বুখারিতেও বর্ণিত হয়েছে, বুখারি, ৬৪৯২।
[১৯৮] সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[১৯৯] বুখারি, আত-তারিখুস সগির, ১/৫৬, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

আনহু বলেছেন, "এই উম্মাহর প্রথম যুগের দুজন মানুষ যদি মুসহাফ (অর্থাৎ মুদ্রিত কুরআন) হাতে নিয়ে এখানকার কোনো-একটি নির্জন উপত্যকায় চলে আসতেন, আর এই যুগের লোকদের পেয়ে যেতেন—তারপরও তারা জানতে পারতেন না যে, তারা কোন যুগে আছেন।"[২০০] (অর্থাৎ, তাঁরা ইবাদাতে এতটাই নিমগ্ন থাকতেন।)

বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করা

১৭৬. সুফইয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত আছে, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আজকালকার মানুষদের ওপর اخْبُرْ تَقْلِهْ। (প্রবাদটি পুরোপুরি খাটে)। (প্রবাদটির অর্থ : মানুষের ব্যক্তিগত বিষয় বেশি ঘাঁটতে যেয়ো না, তা হলে তোমার দৃষ্টিতে তাকে অনেক হেয় মনে হবে।)"[২০১]

এক শ উট, শূন্য বাহন

১৭৭. সালিম ইবনু আবদিল্লাহ তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ، لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً

"এমন মানুষজন দেখবে, যারা এক শ উটের মতো, কিন্তু একটি উটও ভার বহন করার উপযুক্ত নয়।"[২০২]

দুনিয়ার ফিতনা

১৭৮. আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ মুআফিরি থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "বর্তমান সময়ে কোনো আমলের ওপর দৃঢ় থাকার চেয়ে আগের যুগে তার সামান্য কিছু করাটা আমার কাছে প্রিয় ছিল। কারণ, আমরা যখন ইসলাম গ্রহণ করেছিলাম তখন আখিরাতের কাজেই সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকতাম। কিন্তু বর্তমান যুগে দুনিয়া আমাদেরকে ফিতনায় ডুবিয়ে দিয়েছে।"[২০৩]

---

[২০০] সনদ হাসান, মাওকুফ।

[২০১] সনদ মুনকাতি, মাওকুফ।

[২০২] বুখারি, ৬১৩৩; মুসলিম, ২৫৪৭।
অর্থাৎ, মানুষ শত শত থাকবে; কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো একজনও থাকবে না। (অনুবাদক)

[২০৩] সনদ হাসান, মাওকুফ। বুখারিতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারি, ১১০২।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

ইখলাস ও নিয়ত

নিয়তই আসল

১৭৯. উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"নিয়তের ওপরই সমস্ত আমল নির্ভর করে। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তা-ই রয়েছে, যা সে ইচ্ছা করে। তাই যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে হিজরত করে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশেই পরিগণিত হয়। আর যে ব্যক্তি হিজরত করে দুনিয়া লাভ করা অথবা কোনো নারীকে বিবাহ করার নিয়তে, তার হিজরত হয় তারই উদ্দেশে, যার নিয়তে সে হিজরত করেছে।"[২০৪]

আমলের মূলভিত্তি

১৮০. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, আমি জাফর ইবনু হাইয়ান রহিমাহুল্লাহ-কে

---

[২০৪] বুখারি, ৪৭৮৩; মুসলিম, ৫০৩৬।

বলতে শুনেছি : "সকল কাজের (বা আমলের) ভিত্তি হলো নিয়ত। নিয়তের দ্বারা যে ফজিলত লাভ হয়, আমলের দ্বারা তা হয় না।"[২০৫]

আল্লাহর ভালোবাসার প্রভাব

১৮১. আনাবারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "সালিহ ইবনু আবদির রহমান আমাকে সুলাইমান ইবনু আবদিল মালিকের কাছে পাঠালেন। ওখানে গিয়ে উমর ইবনু আবদিল আযীযকে বললাম, সালিহের কাছে কি আপনার কোনো প্রয়োজন আছে? তিনি বললেন, তাকে বলবেন, এমন কাজে আত্মনিয়োগ করুন, যা আল্লাহর কাছে আপনার জন্য অবশিষ্ট থাকবে। আপনার জন্য যা আল্লাহর কাছে থাকবে, তা মানুষের কাছেও থাকবে। আর আপনার জন্য যা আল্লাহর কাছে থাকবে না, তা মানুষের কাছেও থাকবে না।"[২০৬]

আল্লাহই যথেষ্ট

১৮২. উরওয়া ইবনুয যুবাইর রহিমাহুল্লাহ বলেন, আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এই চিঠি পাঠালেন : "পরসমাচার এই যে, আল্লাহকে ভয় করুন, তা হলে মানুষের বিরুদ্ধে তিনিই আপনার জন্য যথেষ্ট হবেন। আর যদি মানুষকে ভয় করেন, তবে কেউই আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনার জন্য যথেষ্ট হবে না।"[২০৭]

লোক-দেখানো আল্লাহভীরুতা

১৮৩. মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলেকে বলেছেন, "ছেলে আমার, তুমি আল্লাহকে ভয় করো; অন্তর পাপকাজে কলুষিত থাকার পরও মানুষের সম্মান পাওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহভীরুতা দেখিয়ে বেড়িয়ো না।"[২০৮]

সর্বদা নিজের ভুল নিয়ে চিন্তিত থাকা

১৮৪. উমারা ইবনু গাযিয়্যাহ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু উরওয়াহ রহিমাহুল্লাহ

---

[২০৫] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২০৬] হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণিত।

[২০৭] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৪/৬১, মাওকুফ। ইমাম তিরমিযি বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।

[২০৮] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২১৪, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

বলেছেন, "আল্লাহ তাআলার কাছে আমার এমন দোষত্রুটির ব্যাপারে অনুযোগ জানাই, যা আমি ত্যাগ করতে পারিনি। এমন প্রশংসার ব্যাপারেও (অনুযোগ জানাই), যার যোগ্য না হয়েও আমি তা পেয়ে গেছি। আমরা তো দ্বীনের দ্বারা দুনিয়া পাওয়ার জন্য কান্নাকাটি করি।"[২০৯]

আল্লাহর বড়োত্বের কাছে বান্দার বড়োত্ব কতটুকু?

১৮৫. মুকবিল ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, একদিন আতা ইবনু ইয়াযীদ লাইসীর কাছে অনেক লোক ভিড় জমাল এবং তাকে প্রশ্ন করতে লাগল। তখন তিনি বললেন, "আপনি এই ব্যাপারে কী মনে করেন, এই ব্যাপারে আপনার কী মত—এই ধরনের কথা তোমরা বেশি বলে থাকো। আল্লাহর থেকে প্রতিদান আশা করে আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য কাজ কোরো না। তোমাদের কারও ভালো কাজ যেন তাকে গর্বিত করে না তোলে, তা যত বেশিই হোক না কেন। কারণ, আল্লাহ তাআলার বড়োত্বের কাছে বান্দার বড়োত্ব মাছির একটি পায়ের সমানও নয়।"[২১০]

প্রত্যেক কাজে সাওয়াবের নিয়ত

১৮৬. যুবাইদ ইবনু হারিস রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমাকে এ ব্যাপারটি আনন্দ দেয় যে, আমি আমার প্রতিটি কাজে নিয়ত করি; এমনকি খাওয়া এবং ঘুমেও।"[২১১]

হৃদ্যতা ও কথা-কাজের মিল

১৮৭. জারীর ইবনু হাযিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা একবার হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে গেলাম। আমরা এত বেশি ছিলাম যে, তাঁর ঘরের মেঝে ভরে গেল। তিনি আমাদের সবার চেহারার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "চোখ দেখতে পাচ্ছি কিন্তু হৃদ্যতা ও বন্ধুত্ব দেখতে পাচ্ছি না। বিদ্যা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কথা ও কাজের মিল দেখতে পাচ্ছি না। কেবল কাপড়-পরিহিত কিছু চেহারা দেখতে পাচ্ছি।"[২১২]

---

[২০৯] ইবনু আবদিল বার, জামিউ বায়ানিল ইলম, ১/৬৭৩, মাওকুফ।

[২১০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২১১] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[২১২] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

গায়ের ত্বক সুন্দর হলেও অন্তর পাষাণ

১৮৮. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তুমি ইচ্ছে করলে এমন লোক দেখতে পাবে, যার গায়ের ত্বক মসৃণ ও শুভ্র আর সে বাক্‌পটু। সে কথায় পটু হলেও তার অন্তর ও আমল মৃত। সে নিজেকে যতটুকু দেখতে পায়, তুমি তাকে তার চেয়ে বেশি দেখতে পাবে। কেবল দেহ দেখতে পাবে, হৃদয় দেখতে পাবে না। আওয়াজ শুনতে পাবে; কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ কথা শুনতে পাবে না। তাদের জবান সজীব ভূমির মতো; কিন্তু হৃদয় পাষাণ।"[২১৩]

পশমওয়ালা ভেড়ার পালের মতো ক্বারী

১৮৯. শাকীক ইবনু সালামা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এ যুগের ক্বারীরা হবে পশমওয়ালা ভেড়ার পালের মতো, যেগুলো জীর্ণশীর্ণ, সেগুলো টক খেয়েছে এবং পানি পান করেছে, ফলে কোমর মোটা হয়ে গেছে। মানুষের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে লোকজন ওদের দেখে অবাক হয়। (কোমর মোটা দেখে) ওখান থেকে একটি ভেড়া নিয়ে জবাই করে, কিন্তু দেখে তাতে গোশত-চর্বি কিছুই নেই। ফলে আরেকটি ভেড়া নিয়ে জবাই করে। কিন্তু সেটিরও একই অবস্থা। অবশেষে লোকটি বলে, ধুর, তোর জন্য পুরো দিনটিই মাটি করলাম।"[২১৪]

আল্লাহর ক্রোধের বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইলে

১৯০. আবদুল ওয়াহ্‌হাব ইবনুল ওয়ারদ মদীনার একজন ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে একটি চিঠি লিখলেন এবং অনুরোধ জানালেন : "আপনি আমাকে অল্প কথায় উপদেশ দিয়ে একটি পত্র লিখুন।" আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা লিখলেন : "আয়িশার পক্ষ থেকে মুআবিয়ার প্রতি, আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষের ক্রোধের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইবে, মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাই তার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্রোধের বিনিময়ে মানুষের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইবে, আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের মুখাপেক্ষী বানাবেন। ওয়া আলাইকুমুস সালাম।"[২১৫]

---

[২১৩] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/১৫৮, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[২১৪] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/১০৫, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[২১৫] ইবনু হিব্বান, সহীহ, ১/৫১০, সনদ দঈফ, তবে অনান্য সূত্রেও বর্ণিত হওয়ায় হাদীসটি সহীহ।

প্রশংসাকারীরা নিন্দুকে পরিণত হয়

১৯১. আব্বাস ইবনু যুরাইহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে (পাঠানো চিঠিতে) লিখলেন : "কেউ আল্লাহর নাফরমানিমূলক কাজ করলে, তার প্রশংসাকারীরা নিন্দুক হয়ে ওঠে।"[২১৬]

অহংকারের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে আয়োজন

১৯২. হুমাইদ ইবনু নুআইম রহিমাহুল্লাহ বলেন, একবার উমর ও উসমান রদিয়াল্লাহ আনহুমা-কে খাবার খাওয়ার জন্য দাওয়াত করা হলো। তাঁরা রাজি হলেন। তারপর তারা বের হলেন। (পথিমধ্যে) উমর রদিয়াল্লাহু আনহু উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, এমন ভোজের আয়োজন দেখেছি, যা দেখে মনে হয়েছে যে, ইশ! যদি ওই খাবার দেখতেই না পেতাম। উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, তা কেন? উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কেননা আমি ভয় করছি, সেটা অহংকারের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।[২১৭]

অহংকারের ভাব দেখা দিলে কথা বলা অথবা চুপ থাকা

১৯৩. হাজ্জাজ ইবনু শাদ্দাদ থেকে বর্ণিত, উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী জাফর বা আবদুল্লাহ ইবনু জাফর একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, "কথা বলার সময় গর্ব অনুভূত হলে বক্তা যেন চুপ হয়ে যায়। আর যদি চুপ করে থাকাটা তাকে গর্বিত করে তোলে, তবে সে যেন কথা বলে।"[২১৮]

আল্লাহ তাআলা যে সালাতের প্রশংসা করেন

১৯৪. সাঈদ ইবনু ইয়াস জুরাইরি থেকে বর্ণিত, আবুল আলা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আমাকে বলা হয়েছে যে, যখন কোনো বান্দা নির্জন ভূমিতে সালাত আদায় করে এবং খুশু-খুযুর সঙ্গে সালাত শেষ করে, তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, এই সালাত আমার জন্য। আমার এই বান্দা সালাত আদায় করেছে; কিন্তু তাকে কেউ দেখেনি এবং সেও কাউকে দেখাতে চায়নি।"[২১৯]

---

[২১৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ৬৫, সনদ মুনকাতি, মাওকুফ।

[২১৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২১৮] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[২১৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

কল্যাণকামিতাই উত্তম ইবাদাত

১৯৫. আবূ উমামা বাহিলি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَحَبُّ مَا تَعَبَّدَنِي بِهِ عَبْدِي إِلَيَّ النُّصْحُ

"আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা আমার জন্য যে-সকল ইবাদাত করে, তার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হলো কল্যাণকামিতা।"[২২০]

আলহামদু লিল্লাহ বলা

১৯৬. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-কে এক ব্যক্তি সালাম দিল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ?" লোকটি জবাব দিল, "আলহামদু লিল্লাহ, ভালো আছি।" উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি তোমার থেকে এমনটাই আশা করেছিলাম।"[২২১]

সর্বাবস্থায় আল্লাহর তাআলার শুকরিয়া

১৯৭. সাঈদ ইবনু যুবাইর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর তাআলার প্রশংসা করে, তাদেরকে সবার আগে জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আহবান করা হবে।" অথবা তিনি বলেছেন, "যারা সুদিনে ও দুর্দিনে আল্লাহর প্রশংসা করে।"[২২২]

দেখা-সাক্ষাৎ ও কুশল বিনিময়

১৯৮. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা সম্ভব হলে দিনে কয়েকবার পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করতাম এবং ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করতাম। কেবল আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার জন্যই আমরা এমনটি করতাম।"[২২৩]

---

[২২০] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/৮৭, দঈফ।

[২২১] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[২২২] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/৬৯, সনদ দঈফ, মারফু।

[২২৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

তুচ্ছ ক্রীতদাসরূপে আল্লাহর আনুগত্য

১৯৯. আবুল বাখতারি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আমি এমনভাবে আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতে চাই, যেন আমি একটি তুচ্ছ ক্রীতদাস।"[২২৪]

যে ব্যক্তি দুনিয়াকে বুঝেছে সে দুনিয়াবিমুখ হয়েছে

২০০. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাজ্জাজ ইবনু ফারাফাসা আমাকে লিখলেন যে, বুদাইল ওকাইলি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার রবকে চিনেছে, সে তাঁকে ভালোবেসেছে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়াকে চিনতে পেরেছে, সে দুনিয়াবিমুখ হয়েছে। মুমিন বান্দা কখনও অপ্রয়োজনীয় কাজে এমনভাবে লিপ্ত হয় না যে (আল্লাহ থেকে) গাফেল হয়ে পড়ে; যখন সে তার (কৃতকর্মের) কথা ভাবে, দুঃখিত হয়।"[২২৫]

আল্লাহকে ডাকার পরও মানুষ তাঁকে ভুলে যায়

২০১. জাফর ইবনু হাইয়ান থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, কোনো কোনো কিতাবে আছে, (আল্লাহ তাআলা বলেন,) "হে আদম-সন্তান, তুমি আমাকে ডাকো, আবার আমার থেকে পালিয়ে যাও; আমাকে স্মরণ করো, আবার আমাকে ভুলে যাও (কীভাবে?)।"[২২৬]

অন্যের সামান্য দোষও বড়ো করে দেখা

২০২. জাফর ইবনু হাইয়ান থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "হে আদম-সন্তান, তুমি তোমার ভাইয়ের চোখে সামান্য ময়লা থাকলেও তা দেখতে পাও; কিন্তু নিজের দুই চোখে গাছের গুঁড়ি পড়ে থাকলেও দেখতে পাও না।"[২২৭]

---

[২২৪] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[২২৫] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৪/৪৯, সনদ হাসান, মাওকুফ।

[২২৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ১০৬, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[২২৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ১৭৮, মাকুত। কিন্তু অন্য কিতাবে সনদ সহীহ ও মারফুরূপে বর্ণিত।

বান্দা হয়ে বেঁচে থাকা

আমানতের কসম খাওয়া নিষিদ্ধ

২০৩. খুনাস ইবনু সুহাইম অথবা জাবালাহ ইবনু সুহাইম রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি যিয়াদ ইবনু হুদাইর আসাদীর সাথে একটি ভাগাড়ের কাছাকাছি এলাম এবং আমি বললাম, না, আমানতের কসম! এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে যিয়াদ কাঁদতে শুরু করলেন। অনেক কাঁদলেন। ভাবলাম বিরাট অন্যায় করে ফেলেছি। জিজ্ঞেস করলাম, এ ধরনের কথা কি অপছন্দনীয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু আমানতের কসম খেতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।[২২৮]

আল্লাহর নামের মাহাত্ম্য বজায় রাখার নির্দেশ

২০৪. মুতাররিফ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলার নামের মাহাত্ম্য যেন তোমাদের অন্তরে বদ্ধমূল থাকে। 'হে আল্লাহ, এই কুকুরটাকে লাঞ্ছিত করো, বা গাধাটাকে, ছাগলটাকে অপদস্থ করো'—তোমাদের এই ধরনের কথায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ কোরো না।"[২২৯]

---

[২২৮] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪/২৯৭, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[২২৯] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/২০৯, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান না দেখানো নাফরমানি

২০৫. আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

"আর যারা আল্লাহর নিদর্শনাবলিকে[২৩০] সম্মান প্রদর্শন করবে, নিঃসন্দেহে সেটা হবে (তাদের) অন্তরের তাকওয়ার পরিচায়ক।"[২৩১]

আতা ইবনু আবী রাবাহ রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "(আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান না দেখানো) নাফরমানির শামিল।"[২৩২]

আল্লাহ তাআলার প্রকৃত প্রিয়ভাজন

২০৬. মা'মার কুরাইশের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে বললেন, "হে আমার রব, আপনি আপনার প্রকৃত প্রিয়ভাজনদের সম্পর্কে আমাকে জানান।" আল্লাহ বললেন, "তারা হলো ওই সকল ব্যক্তি যারা আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার মাসজিদ আবাদ রাখে, প্রত্যুষে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা যখন আমাকে স্মরণ করে আমি তাদেরকে স্মরণ করি; আমি যখন তাদেরকে স্মরণ করি তারা আমাকে স্মরণ করে। তারা আমার আনুগত্যের দিকে এমনভাবে ছুটে আসে, যেভাবে ইগল তার বাসার দিকে ছোটে। আমার নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে হালাল মনে করা হলে তারা লড়াকু নেকড়ের মতো রেগে যায়।"[২৩৩]

আল্লাহর ওলিদের পরিচয়

২০৭. সাঈদ ইবনু জুবাইর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ তাআলার ওলি কারা? তিনি বললেন,

الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

---

[২৩০] নিদর্শন বলতে, হারাম শরীফ এবং হাজ্জ-সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি বোঝানো হয়েছে। অথবা এর অর্থ আল্লাহর হুকুম-আহকামও হতে পারে।—অনুবাদক

[২৩১] সূরা হাজ্জ : ৩২।

[২৩২] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[২৩৩] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২০৮।

"যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।"[২৩৪]

জান্নাতের আশায় ইবাদাতে লজ্জাবোধ

২০৮. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, একজন প্রজ্ঞাবান মনীষী বলেছেন, "জান্নাত লাভের আশায় আমার রবের ইবাদাত করছি, এমনটা ভাবতে আমার লজ্জা করে। যেমন : পারিশ্রমিক পেলে কোনো শ্রমিক কাজ করবে, না হলে করবে না। জাহান্নামের ভয়েও আমার রবের ইবাদাত করতে লজ্জাবোধ করি। এ কেমন দুশ্চরিত্র বান্দা, যে কিনা ভয় দেখালে আমল করে, আর ভয় না দেখালে আমল করে না! বরং আমি আমার রবের ইবাদাত করি এ কারণে যে, তিনি ইবাদাতের উপযুক্ত। আমার ভেতর থেকে আমার রবের ভালোবাসা এমনভাবে উৎসারিত হয়, অন্য কিছুই সেভাবে উৎসারিত হয় না।"[২৩৫]

নবি হয়েও বান্দা

২০৯. উতারিদ ইবনু হাজিব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবির সাথে ছিলেন। এমন সময় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পিঠে খোঁচা দিলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فَذَهَبَ بِي إِلَى شَجَرَةٍ فِيهَا مِثْلُ وَكْرَيِ الطَّيْرِ، فَقَعَدَ فِي إِحْدَاهُمَا، وَقَعَدْتُ فِي أُخْرَى، فَنَشَأَتْ بِنَا حَتَّى مَلَأَتِ الْأُفُقَ، فَلَوْ بَسَطْتُ يَدِي إِلَى السَّمَاءِ لَنِلْتُهَا، ثُمَّ دُلِّيَ بِسَبَبٍ فَهَبَطَ النُّورُ، فَوَقَعَ جِبْرَيِيلُ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، كَأَنَّهُ حِلْسٌ، فَعَرَفْتُ فَضْلَ خَشْيَتِهِ عَلَى خَشْيَتِي، فَأُوحِيَ إِلَيَّ: أَنَبِيًّا عَبْدًا أَمْ نَبِيًّا مَلِكًا؟ فَإِلَى الْجَنَّةِ مَا أَنْتَ، فَأَوْمَأَ جِبْرَيِيلُ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ: بَلْ نَبِيٌّ عَبْدٌ

"জিবরাঈল আমাকে নিয়ে একটি গাছের কাছে গেলেন। তাতে পাখির বাসার মতো দুটি জিনিস ছিল। তার একটিতে তিনি বসলেন, অন্যটিতে আমি বসলাম। গাছটি বেড়ে উঠে দিগন্তে ছড়িয়ে গেল। মনে হলো যেন হাত বাড়ালেই আকাশ ছুঁতে পারব। তারপর একটি রশি ফেলা হলো এবং আলো

[২৩৪] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৭৮, সনদ হাসান, মুরসাল।
[২৩৫] ওয়াহাব পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।

নেমে এল। আলো দেখে জিবরাঈল সংজ্ঞা হারিয়ে পশমি কাপড়ের মতো পড়ে রইলেন। বুঝতে পারলাম যে, আমার চেয়ে তাঁর আল্লাহভীতি বেশি। তারপর আমার কাছে ওহি প্রেরণ করা হলো যে, আমি কি নবি এবং বান্দা হয়ে থাকতে চাই, নাকি নবি এবং বাদশা হয়ে থাকতে চাই। আর যে নবিই হই, আমাকে জান্নাত দেওয়া হবে। তখনও জিবরাঈল পড়েই ছিলেন, তিনি ইশারা দিয়ে বললেন, বরং আপনি নবি এবং বান্দা হয়েই থাকুন।"[২৩৬]

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর আকৃতি

২১০. ইবনু শিহাব যুহরি রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-কে তাঁর সামনে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করতে অনুরোধ জানালেন। জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, "আপনি তো তা সহ্য করতে পারবেন না।" রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ "আপনি এটা করলে আমার কাছে খুব ভালো লাগবে।" এক পূর্ণিমার রাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে গেলেন। সেখানে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দেখেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন। জ্ঞান ফেরার পর দেখলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁকে ধরে বসে আছেন। তাঁর একটি হাত রাসূলের বুকের ওপর, আরেকটি হাত কাঁধের ওপর। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, سُبْحَانَ اللَّهِ مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ شَيْئًا مِنَ الْخَلْقِ هَكَذَا "সুবহানাল্লাহ! আমি সৃষ্টিজগতের মধ্যে এমনকিছু কখনও দেখিনি।"

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম বললেন, "আপনি ইসরাফীলকে দেখলে যে কী হতো! তার বারোটি ডানা আছে। একটি ডানা পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তে, আরেকটি পশ্চিমে। আরশ তো তাঁর কাঁধের ওপর। আল্লাহর বড়োত্বের কাছে তিনি খুবই ক্ষুদ্র; যেন চড়ুইয়ের চেয়েও ছোটো একটি পাখি। আল্লাহর আরশ তো মূলত আল্লাহর বড়োত্ব বহন করে।"[২৩৭]

---

[২৩৬] বাযযার, মুসনাদ, ৫৮, সনদ হাসান, মুরসাল।
[২৩৭] সনদ হাসান, মুরসাল।

ফেরেশতাদের একটি দুআ

২১১. আবদুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, ফেরেশতাগণের একটি দুআ এরকম—

اَللّٰهُمَّ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ قُلُوبُنَا مِنْ خَشْيَتِكَ يَوْمَ نِقْمَتِكَ مِنْ أَعْدَائِكَ، فَاغْفِرْ لَنَا

"হে আল্লাহ, আপনি যেদিন আপনার শত্রুদেরকে শাস্তি দেবেন সেইদিন কী ভীতিকর অবস্থা হবে, সে সম্পর্কে আমরা অবহিত নই! সুতরাং আপনি আমাদের ক্ষমা করুন।" বা অনুরূপ একটি দুআ।[২৩৮]

জ্ঞানীরাই আল্লাহকে বেশি ভয় করে

২১২. আতা ইবনু আবী রাবাহ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার রব, আপনার কোন বান্দারা আপনাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে? আল্লাহ তাআলা বললেন, "যারা আমার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানে।[২৩৯]

সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে কিয়ামাত পর্যন্ত সাজদা

২১৩. আবূ ঈসা ইয়াহইয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর কুরসীতে সমাসীন হয়েছেন তখন একজন ফেরেশতা সাজদায় অবনত হয়েছে। সে এখনও মাথা তোলেনি। কিয়ামাত-দিবসের আগে সে মাথা তুলবে না। কিয়ামাতের দিন সে বলবে, হে আমার রব, আমি আপনার যথাযথ আনুগত্য করতে পারিনি। তবে আমি আপনার সঙ্গে কাউকে শরীক করিনি এবং আপনাকে ছাড়া অন্য-কাউকে অভিভাবক বানাইনি।"[২৪০]

---

[২৩৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৩৯] সনদ সহীহ।

[২৪০] আবুশ শাইখ আসবাহানি, আল-আযমাহ, ২৫৬, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

কিয়ামাতের ভয়াবহতা

ভীতি ও আনন্দের সংবাদ

২১৪. শুরাইহ ইবনু উবাইদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু কা'ব আহবার রহিমাহুল্লাহ-কে বললেন, "হে কা'ব, আমাদেরকে (আল্লাহ)ভীতির কথা বলো।" কা'ব রহিমাহুল্লাহু বললেন, একদল ফেরেশতা তাদের সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে দাঁড়িয়ে আছেন, মেরুদণ্ড একটুও অবনত করেননি; আরেক-দল ফেরেশেতা রুকূ অবস্থায় আছেন, তাঁরা তাঁদের মেরুদণ্ড সোজা করেননি; আরেক-দল আছেন সাজদা অবস্থায়, একবারও মাথা তোলেননি। শিঙ্গায় শেষ ফুৎকার দেওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁরা এই অবস্থাতেই থাকবেন। কিয়ামাতের দিন তাঁরা সবাই মাথা তুলে বলবেন, সকল পবিত্রতা ও প্রশংসা আপনার, যেভাবে আপনার ইবাদাত করা উচিত, আমরা তো সেভাবে করতে পারিনি।" এই কথাগুলো বলার পর কা'ব আহবার বললেন, "আল্লাহর কসম, যদি কারও আমল সত্তর-জন নবির আমলের সমপরিমাণও হয়, তারপরও কিয়ামাত-দিবসের ভয়াবহতা দেখে এই আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। আল্লাহর কসম, জাহান্নামের এক বালতি গরম পানি যদি সূর্যোদয়ের স্থানে রেখে দেওয়া হয় তা হলে তার তাপের কারণে পশ্চিমপ্রান্তের লোকদের মগজ ফুটতে থাকবে। আল্লাহর কসম, জাহান্নাম ভয়ঙ্করভাবে ফুসতে থাকবে। এমনকি নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা-সহ সবাই হাঁটুগেড়ে বসে

বলতে থাকবে, ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি। এমনকি আমাদের নবি ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও ইসহাক আলাইহিস সালাম-ও। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বলতে থাকবেন, হে আমার রব, আমি আপনার বন্ধু ইবরাহীম!" রাবী বলেন, এই পর্যন্ত শোনার পর উপস্থিত লোকেরা কাঁদতে শুরু করলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে হেঁচকি উঠে গেল। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু এই অবস্থা দেখে বললেন, কা'ব, কিছু সুসংবাদ দাও। কা'ব আহবার রহিমাহুল্লাহ বললেন, "সুখবর গ্রহণ করুন! আল্লাহ তাআলার তিন শ চৌদ্দটি শারীআত রয়েছে। কেউ যদি তার একটিও ইখলাসের সাথে পালন করে তা হলে আল্লাহ তাআলা নিজ রহমত ও অনুগ্রহে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আল্লাহর কসম, তোমরা যদি আল্লাহর সকল রহমত জানতে তবে আমল করা ছেড়ে দিতে। আল্লাহর কসম, যদি কোনো জান্নাতী নারী ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতে আমাদের এই আকাশে আত্মপ্রকাশ করে তবে গোটা দুনিয়া পূর্ণিমার রাতের চেয়েও বেশি আলোকিত হয়ে উঠবে এবং জগদ্বাসী তার সুঘ্রাণ পাবে। আল্লাহর কসম, জান্নাতবাসীরা যেসব কাপড় পরবে তার একটি কাপড় যদি আজ দুনিয়ায় প্রকাশ করা হয় তবে যে-ই তার দিকে তাকাবে তার চোখ ধাঁধিয়ে যাবে এবং মানুষের দৃষ্টিশক্তি তা সহ্য করতে পারবে না।"[২৪১]

একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

২১৫. আল্লাহ তাআলার বাণী,

"যখন তার রব পাহাড়ে জ্যোতি প্রকাশ করলেন তখন তা পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করল।"[২৪২]

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক থেকে বর্ণিত, এই আয়াতের ব্যাখ্যায় সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন,

"পাহাড় জমিনে ডেবে গেল, এমনকি তা সমুদ্রে পড়ে বিলীন হয়ে গেল।"[২৪৩]

---

[২৪১] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/৩৬৮, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[২৪২] সূরা আ'রাফ : ১৪৩।

[২৪৩] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ৯/৩৭, মাওকুফ।

জিবরাঈল আলাইহিস সালাম-এর সাথে কথোপকথন

২১৬. ইসমাঈল ইবনু রাজা থেকে বর্ণিত, ইমাম শা'বী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম-এর সাথে জিবরাঈল দেখা করলেন। বললেন, আস-সালামু আলাইকুম ইয়া রূহাল্লাহ (হে আল্লাহর রূহ, আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)! ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, ওয়া আলাইকুম সালাম ইয়া রূহাল্লাহ (আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, হে আল্লাহর রূহ)! ঈসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামাত কখন হবে? জিবরীল আলাইহিস সালাম তখন তাঁর পাখা নেড়ে বললেন, যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি কিছু জানে না। তারপর এই আয়াত পড়লেন—

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً

"এ বিষয়ের জ্ঞান শুধু আমার প্রতিপালকের কাছেই আছে। শুধু তিনিই যথাসময়ে তা প্রকাশ করবেন। আর তা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে একটি ভয়ঙ্কর ঘটনা হবে। আকস্মিকভাবেই তা তোমাদের ওপর আসবে।"[২৪৪]-[২৪৫]

কিয়ামাতের কথা শুনে চিৎকার

২১৭. মুগীরা থেকে বর্ণিত, ইমাম শা'বী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম-এর কাছে কিয়ামাতের কথা উল্লেখ করা হলে চিৎকার করে উঠতেন এবং বলতেন, ইবনু মারইয়ামের কাছে কিয়ামাতের আলোচনা করা উচিত নয়। এ কথা বলে চুপ থাকতেন।"[২৪৬]

মানুষ সবচেয়ে বেশি কষ্ট ভোগ করে

২১৮. আল্লাহ তাআলার বাণী,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

"আমি তো মানুষকে কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে সৃষ্টি করেছি।"[২৪৭]

---

[২৪৪] সূরা আ'রাফ : আয়াত ১৮৭।
[২৪৫] সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[২৪৬] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/১৯৮, দঈফ।
[২৪৭] সূরা বালাদ : ৪।

আলি ইবনু আলি রিফায়ি থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াত পাঠ করে বললেন, "আমি এমন কোনো সৃষ্টির কথা জানি না, যা মানুষের মতো কষ্ট-ক্লেশ ভোগ করে।"[২৪৮]

মানুষ দুনিয়াতে কষ্ট ভোগ করে, আখিরাতেও করবে

২১৯. সাঈদ ইবনু আবিল হাসান থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ ওপরের আয়াতটি পড়ে বললেন, "মানুষ দুনিয়াতেও দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে, আখিরাতেও করবে।"[২৪৯]

কবরের বিপদ সবচেয়ে ভয়াবহ

২২০. হারুন ইবনু রিয়াব বলেন, আসআস ইবনু সালামা রহিমাহুল্লাহ তাঁর সঙ্গীদের বললেন, একটা কবিতা শোনাই। সঙ্গীরা তাঁর দিকে তাকাতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, আপনি আবার কী কবিতা শোনাবেন? তখন তিনি আবৃত্তি করলেন—

'তুমি যদি (কবরের) বিপদ থেকে বেঁচে যাও
তবে তো ভয়াবহ বিপদ থেকে বেঁচে গেলে।
আর যদি বাঁচতে না পারো,
তবে আমি তোমার ভাই, আমিও তো বাঁচতে পারব না।"[২৫০]

এটি শোনার পর তাঁর সঙ্গীরা কাঁদতে শুরু করলেন। সেদিন তাঁরা যেভাবে কেঁদেছেন, অন্য-কোনো দিন কোনো কারণে তাঁদেরকে এভাবে কাঁদতে দেখিনি।"[২৫১]

কান্না না করা নিন্দনীয়

২২১. ইমরান ইবনু হুদাইর রহিমাহুল্লাহ আনযাহ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, "আমরা আমাদের মতো কাউকে দেখিনি। কারণ, আমাদের গোত্রগুলো একসঙ্গে কাঁদে না।"[২৫২]

---

[২৪৮] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ৩০/১২৬, সনদ হাসান, মাওকুফ।

[২৪৯] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ৩০/১০৮, সনদে সমস্যা নেই, মাওকুফ।

[২৫০] গায়লান ইবনু আকাবা (৭৭-১১৭ হিজরি) এই কবিতার রচয়িতা। তিনি যু আর-রুম্মাহ নামে পরিচিত। শোকগ্রস্ত মানুষ কবরের কাছে দাঁড়িয়ে এই কবিতা পাঠ করত।

[২৫১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

[২৫২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ইট হয়ে জন্ম নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা

২২২. আমির ইবনু রবীআ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু জমিন থেকে একটা ইট হাতে নিয়ে বললেন, "ইশ, আমি যদি ইট হতাম! যদি কিছুই না হতাম! আহ, মা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন! যদি একেবারে বিস্মৃত হয়ে যেতে পারতাম।"[২৫৩]

সৃষ্টিই না-হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

২২৩. যিয়াদ ইবনু মিখরাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু এক লোককে এই আয়াত পড়তে শুনলেন :

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا

"মানুষ একটা সময় উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না।"[২৫৪]

শুনে বললেন, "ইশ, ওভাবেই যদি সব শেষ হয়ে যেত![২৫৫]

সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য

২২৪. আবান ইবনু উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "মুমূর্ষু অবস্থায় উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমাকে ক্ষমা করা না হলে আমার দুর্ভাগ্য, আমার মায়ের দুর্ভাগ্য! এ কথা বলতে বলতে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন।"[২৫৬]

ঘাস হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

২২৫. হুমাইদ ইবনু হিলাল রহিমাহুল্লাহ বলেন, হারিম ইবনু হাইয়ান রহিমাহুল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইবনু আমির একসঙ্গে বের হলেন। তারা তাদের উটে চড়ে যাচ্ছিলেন। সামনে ঘাস দেখে উট দুটি সেদিকে ছুটে গেল এবং একটি উট ঘাসগুলো খেয়ে ফেলল। তখন হারিম বললেন, "তুমি কি ঘাস হতে পছন্দ করো, উট তোমাকে খেয়ে ফেলবে আর তুমি শেষ হয়ে যাবে?"

জবাবে ইবনু আমির বললেন, "আল্লাহর কসম, তা চাই না। আল্লাহ তাআলা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, এমনটাই আমি প্রত্যাশা করি। এমনটাই

---

[২৫৩] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাত, ৩/৩৬০, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[২৫৪] সূরা আদ-দাহর : ১।

[২৫৫] হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[২৫৬] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/৫২, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

প্রত্যাশা করি, এমনটাই প্রত্যাশা করি।"

তাঁর কথা শুনে হারিম বললেন, "আল্লাহর কসম, আগে যদি জানতাম যে আমার বিচার হবে, তা হলে আমি এই ঘাসই হতে চাইতাম। আমাকে এই উট খেয়ে ফেলত আর আমি নিঃশেষ হয়ে যেতাম।"[২৫৭]

মেষ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

২২৬. যিয়াদ ইবনু মিখরাক থেকে বর্ণিত আছে, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "ইশ, আমি যদি আমার পরিবারের মেষ হতাম! তাদের কাছে মেহমান এলে তারা আমার গলার রগগুলো কেটে ফেলত। মেহমানদারি হতো এবং মেহমানেরা আমাকে খেয়ে ফেলত।"[২৫৮]

গাছের পাতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

২২৭. ইবরাহীম নাখঈ বলেন, আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা একটি গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, "ইশ, আমি যদি এই গাছের পাতা হতাম!"[২৫৯]

গাছের ফল হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

২২৮. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু গাছের ওপর একটি পাখি দেখে বললেন, "পাখি, তোমার কত সুখ! ফলমূল খাও আর গাছেই থাকো। ইশ, আমি যদি গাছের ফল হতাম আর পাখি তা খেয়ে ফেলত!"[২৬০]

মেষ হওয়ার ইচ্ছে

২২৯. কাতাদা থেকে বর্ণিত আছে আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "ইশ, যদি আমি মেষ হতাম; আমার পরিবার আমাকে জবাই করে গোশত খেয়ে ফেলত এবং ঝোল চুষে নিত!"[২৬১]

ইমরান ইবনু হুছাইন রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আহ, আমি যদি ছাই হতাম, এক

---

[২৫৭] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/১২০, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[২৫৮] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[২৫৯] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩৬২, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[২৬০] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৫৯, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[২৬১] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয় যুহ্দ, হাদীস নং ১৮৩, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

তুমুল ঝড়ের রাতের বাতাস যদি উড়িয়ে নিয়ে যেত আমায়!”[২৬২]

উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফল

২৩০. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, “তারা বড়ো বড়ো আশা পোষণ করে। তারা অনেক উচ্চাশা রাখে। তারপর কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি না পেয়ে চেষ্টা-তদবির করতে থাকে!”

[২৬২] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাত, ৪/২৮৮, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

জানাযা দেখে উপদেশ গ্রহণ

তিনটি অবস্থায় থাকার আকাঙ্ক্ষা

২৩১. আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসাইদ ইবনু হুদাইর খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। তিনি বলতেন, "ইশ, আমি তিন অবস্থায় যেমন থাকি যদি সব সময় তেমন থাকতে পারতাম! কুরআন পাঠরত অবস্থায় অথবা কুরআন তিলাওয়াত শোনা অবস্থায় যেমন থাকি, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর খুতবা শোনার সময় যেমন থাকি এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করার সময় যেমন থাকি। জানাযায় অংশগ্রহণের সময় আমি মনে মনে এ কথাই ভাবি—এই মৃতব্যক্তির সাথে কী আচরণ করা হবে এবং তার পরিণতি কী হবে।"[২৬৩]

নবিজি যেভাবে জানাযার সঙ্গে যেতেন

২৩২. আবদুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাযার সঙ্গে যেতেন, অধিকাংশ সময়ই চুপ করে থাকতেন। নিজে নিজে কথা বলতেন। সবাই দেখতে পেত যে, তিনি আপন-মনেই মৃত্যু নিয়ে ও মৃত্যু-পরবর্তী বিষয় নিয়ে এবং মৃত ব্যক্তি কী কী প্রশ্নের সম্মুখীন হবে তা নিয়ে মগ্ন আছেন।"[২৬৪]

---

[২৬৩] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৯/৩১০, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[২৬৪] হাদীসটি মু'দালরূপে বর্ণিত।

জানাযা নিজের মৃত্যুর কথা মনে করিয়ে দেয়

২৩৩. বুদাইল উকায়লি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "মুতাররিফ রহিমাহুল্লাহ তাঁর এক বিশেষ বন্ধুর জানাযায় অংশ নিলেন। তিনি ওই জানাযায় যেতে চাননি; কিন্তু যতই দূরে সরে যেতে চাইছিলেন ততই নিজেকে সমর্পিত করছিলেন। অবশেষে তিনি যে কাজে ব্যস্ত ছিলেন ওই কাজেই ব্যস্ত হয়ে পড়েন।"[২৬৫]

জানাযায় অংশগ্রহণ করে দুঃখভারাক্রান্ত থাকা

২৩৪. ইবরাহীম নাখঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "(সাহাবিরা) কোনো জানাযায় অংশগ্রহণ করলে সারাদিন দুঃখভারাক্রান্ত থাকতেন। চেহারায় দুঃখভাব ফুটে উঠত।"[২৬৬]

তিনটি সময় কণ্ঠস্বর নিচু রাখা

২৩৫. কাইস ইবনু উবাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ তিনটি সময় কণ্ঠস্বর নিচু রাখতেন : যুদ্ধের সময়, কুরআন তিলাওয়াতের সময় এবং জানাযায় অংশগ্রহণের সময়।"[২৬৭]

অসুস্থদের দেখতে যাওয়া ও জানাযায় অংশগ্রহণের নির্দেশ

২৩৬. আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عُودُوا الْمَرْضَى، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ يُذَكِّرْكُمُ الْآخِرَةَ

"তোমরা অসুস্থ ব্যক্তিদের দেখতে যাও এবং জানাযায় অংশগ্রহণ করো। এ দুটি বিষয় তোমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।"[২৬৮]

তিনটি বিষয় হাসায় ও তিনটি বিষয় কাঁদায়

২৩৭. মুআবিয়া ইবনু কুররা থেকে বর্ণিত আছে আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "তিনটি বিষয় দেখে হাসি পায়। ওই দুনিয়া-প্রত্যাশী ব্যক্তি, মৃত্যু যাকে খুঁজছে; ওই গাফেল যার থেকে মৃত্যু গাফেল নয়; আর যে ব্যক্তি

---

[২৬৫] হাদীসটির সনদ দঈফ, মাওকুফ।
[২৬৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৩৬৫, সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[২৬৭] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১২/১১৬, মাওকুফ।
[২৬৮] ইবনু হিব্বান, হাদীস নং ২৯৫৫, সনদ হাসান।

কোনো-কিছুর পূর্ণতা পেয়ে হাসছে, অথচ সে জানে না আল্লাহকে কি সে সন্তুষ্ট করেছে নাকি অসন্তুষ্ট করেছে। আর তিনটি বিষয় আমাকে আমাকে কাঁদায়। প্রিয়ভাজনদের—মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের—বিচ্ছেদ; মৃত্যু-যন্ত্রণার সময়কার ভীতি; আর যেদিন প্রকাশ্য ও গোপনীয় সকল বিষয় প্রকাশিত হয়ে পড়বে, সেইদিন আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া। জানি না তখন আমার কী পরিণতি হবে : জান্নাত নাকি জাহান্নাম।"[২৬৯]

ধারণাতীত ভয়াবহতা

২৩৮. আবদুর রহমান ইবনু নাওফাল থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সহধর্মিণী সাওদা রদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি মারা গেলে উসমান ইবনু মাযউন আমার জানাযার সালাত পড়াবেন। পরে আপনি আমার সঙ্গে মিলিত হবেন।" রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

لَوْ تَعْلَمِينَ عِلْمَ الْمَوْتِ يَا بِنْتَ زَمْعَةَ، لَعَلِمْتِ أَنَّهُ أَشَدُّ مِمَّا تَقْدِرِينَ عَلَيْهِ

"হে বিনতু যামআ, মৃত্যু কখন ঘটবে তা যদি তুমি জানতে, তবে বুঝতে পারতে মৃত্যু তোমার ধারণার চেয়ে অনেক বেশি ভয়াবহ।"[২৭০]

কেবল সে-ই মুক্তি পাবে

২৩৯. মুহাম্মাদ ইবনু উরওয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, "নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এক নারী সাহাবি মৃত্যুবরণ করল। লোকে তাকে নিয়ে হাসাহাসি করত। বিলাল রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যাক, সে মুক্তি পেয়েছে। তাঁর কথা শুনে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, إِنَّمَا يَسْتَرِيحُ مَنْ غُفِرَ لَهُ আল্লাহ যাকে ক্ষমা করবেন, কেবল সে-ই মুক্তি পাবে।"[২৭১]

---

[২৬৯] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/২০৭,সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[২৭০] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[২৭১] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং অন্যান্য সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে সহীহ।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা

মানুষের জীবন-সীমার চেয়ে তার আকাঙ্ক্ষা বড়ো

২৪০. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

هَذَا ابْنُ آدَمَ، وَهَذَا أَجَلُهُ - وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ، ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ، فَقَالَ: - ثَمَّ أَجَلُهُ، وَثَمَّ أَمَلُهُ

"এটা হলো মানুষ আর এটা হলো তার জীবন-সীমা (মৃত্যু)।" এ কথা বলে তিনি পেছনে হাত রাখলেন। তারপর হাত প্রসারিত করে বললেন, "এটা হলো মানুষের জীবন-সীমা আর এটা হলো মানুষের আকাঙ্ক্ষা।"[২৭২]

যার জীবন অন্যের হাতে সে কী আকাঙ্ক্ষা করবে?

২৪১. মুবারাক ইবনু ফুযালা থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "তিনজন একত্র হয়ে একজন আরেকজনের আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। একজন বলল, 'প্রতি মাসেই ভাবি এ মাসে মারা যাব।' জিজ্ঞাসাকারী বলল, 'বড়ো বেশি আশা করে ফেলেছেন।' দ্বিতীয়জন বলল, 'আমার প্রতিদিনই মনে হয় আজ মারা যাব।' জিজ্ঞাসাকারী বলল, 'এটাও কম না।' তৃতীয়জনকে জিজ্ঞেস করা হলে বলল, 'যার জীবন অন্যের হাতে, সে আবার

[২৭২] তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৩৪৯, সহীহ।

কীসের আকাঙ্ক্ষা করবে?'"[২৭৩]

মানুষের আকাঙ্ক্ষা তার জীবনের চেয়েও বড়ো

২৪২. আবুল মুতাওয়াক্কিল নাজী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি কাঠি নিলেন। একটি কাঠি তাঁর সামনে পুঁতলেন, একটি পাশে পুতলেন এবং অপর কাঠিটি পুঁতলেন দূরত্ব রেখে। সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলেন—

أَتَدْرُونَ مَا هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ هَذَا الْإِنْسَانُ، وَذَاكَ الْأَجَلُ، وَذَلِكَ الْأَمَلُ يَتَعَاطَاهُ ابْنُ آدَمَ، وَيَخْتَلِجُهُ الْأَجَلُ دُونَ ذَلِكَ

"এটা কী, জানো? তাঁরা বললেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটা হলো মানুষ আর ওটা হলো তার জীবন এবং ওই দূরেরটা হলো তার আকাঙ্ক্ষা। মানুষ ওই আকাঙ্ক্ষায় আসক্ত হয়। অথচ মৃত্যু তার ভিন্ন পরিণতি ঘটায়।"[২৭৪]

দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ

২৪৩. যুবাইদ ইয়াম্মী বনু আমির গোত্রের একজন লোক থেকে বর্ণনা করেন, আলি ইবনু আবী তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "তোমাদের নিয়ে দুটি বিষয়ের খুব দুশ্চিন্তা হয় : দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ। দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা আখিরাতকে ভুলিয়ে দেয় এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ ন্যায়নীতি থেকে নিবৃত্ত রাখে। এই দুনিয়া চলমান এবং ওই আখিরাত আসন্ন। আর দুনিয়া ও আখিরাত উভয়েরই সন্তানাদি রয়েছে। তাই তোমরা আখিরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার না। কেননা, আজ আমল আছে; কিন্তু হিসাব-কিতাব নেই। আর আগামীকাল (আখিরাতে) আমল থাকবে না; কিন্তু হিসাব-কিতাব থাকবে।" [২৭৫]

লোক ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে যায়

২৪৪. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে রাসূল সল্লাল্লাহু

---

[২৭৩] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৪/১৪।

[২৭৪] মুরসাল বা মু'দালরূপে বর্ণিত এবং মুতাওয়াক্কিল পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ। আহমাদ, ৩/১৮।

[২৭৫] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৮১, মাওকুফ, এবং মুত্তাসিল সনদে মারফুরূপেও বর্ণিত।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَهْلَكُ ابْنُ آدَمَ - أَوْ قَالَ: يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ - وَيَبْقَى مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ وَالْأَمَلُ

"বনি আদম মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেলেও তার দুটি অভ্যাস থেকে যায় : লোভ ও উচ্চাশা।"[২৭৬]

অর্থ-সম্পদের ভালোবাসায় মানুষের অন্তর চিরতরুণ

২৪৫. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বয়সের ভারে গলার হাড় দুটি লেগে গেলেও সম্পদের ভালোবাসায় তোমাদের অন্তর চিরতরুণই থেকে যায়। তবে আল্লাহ তাআলা যাদের অন্তরকে আখিরাতের জন্য পরীক্ষা করে (মনোনীত করেছেন) তাদের কথা ভিন্ন। তবে তাদের সংখ্যা খুব অল্প।"[২৭৭]

সবকিছুর ধ্বংস অনিবার্য

২৪৬. মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বা অন্য-এক মুহাদ্দিস বলেছেন, আদম আলাইহিস সালাম যখন পৃথিবীতে নেমে এলেন তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন, "তুমি ধ্বংস হওয়ার জন্য নির্মাণ করো এবং নিঃশেষ হওয়ার জন্য জন্ম দাও।"[২৭৮]

একটি আয়াতের পটভূমি

২৪৭. আবূ সিনান শাইবানি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা জুমুআর দিনের তিন ঘণ্টা অবশিষ্ট থাকতে আকাশমণ্ডলী ও ফেরেশতাদের সৃষ্টি করলেন। এক ঘণ্টায় বিপদ-আপদ সৃষ্টি করলেন এবং এক ঘণ্টায় মৃত্যু সৃষ্টি করলেন। কিন্তু এ দুটির কোনটি আগে সৃষ্টি করেছেন, তা আমি জানি না। শেষের ঘণ্টায় আদমকে সৃষ্টি করলেন। কিন্তু ইয়াহূদিরা বলে থাকে যে, আল্লাহ তাআলা জুমুআর দিন সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন করে শনিবারে বিশ্রাম নিয়েছেন। এই কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা নাযিল করেন :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ

---

[২৭৬] তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৩৩৯, সহীহ।
[২৭৭] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/২৩৩, সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[২৭৮] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৩/২৮৬, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

"আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সমস্ত-কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোনো ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।"[২৭৯]-[২৮০]

মৃত্যুচিন্তা থেকে বিরত হলে অন্তর বিনষ্ট হয়ে পড়ে

২৪৮. সালিহ মুররী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "কিছুক্ষণের জন্য মৃত্যুচিন্তা থেকে বিরত থাকলেই আমার অন্তর বিনষ্ট হয়ে পড়ে।" মালিক ইবনু মিগওয়াল বলেন, "সালিহ মুররীর মতো দুঃখ প্রকাশকারী ব্যক্তি আমি দ্বিতীয়জন দেখিনি।"[২৮১]

অন্তরের কঠিনতার ব্যাপারে সতর্কতা

২৪৯. সালিহ মুররী রহিমাহুল্লাহ এই আয়াত পাঠ করলেন—

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

"জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলাই পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। আমি নিদর্শনগুলো তোমাদের জন্য বিশদভাবে ব্যক্ত করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো।"[২৮২]

তারপর বললেন, "অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়ার পর নরম করে দেন।"[২৮৩]

তিনটি জিনিস অপছন্দনীয়

২৫০. হিব্বান ইবনু আবী জাবালা থেকে বর্ণিত, আবূ যর গিফারি অথবা আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "জন্মেছ মরার জন্য এবং বাড়ি বানাচ্ছ ধ্বংসের জন্য। তোমরা যা কিছুর প্রতি লালায়িত তা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং যা কিছু ত্যাগ করছ তা অবশিষ্ট থাকবে। আহ, তিনটি জিনিস (মানুষের কাছে) বড়োই অপছন্দনীয় : অসুস্থতা, মৃত্যু এবং দরিদ্রতা।"[২৮৪]

---

[২৭৯] সূরা কাফ : ৩৮।

[২৮০] তাফসির ইবনু কাসীর, ৪/২২৯, মাওকুফ।

[২৮১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৮২] সূরা হাদীদ : ১৭।

[২৮৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[২৮৪] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/১৬৩, ২১৮, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

আনন্দের পরেই বিপদ আসে

২৫১. ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا امْتَلَأَتْ دَارٌ حَبْرَةً إِلَّا امْتَلَأَتْ عَبْرَةً، وَمَا كَانَتْ فَرْحَةٌ إِلَّا تَبِعَتْهَا تَرْحَةٌ

"যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার কসম, কোনো ঘর যদি আনন্দ ও সুখে পরিপূর্ণ হয়, তবে অবশ্যই তা বেদনা ও অশ্রুতে পরিপূর্ণ হবে। প্রতিটি আনন্দের ঘটনার পরেই বিপদ আসে।"[২৮৫]

একটি আয়াতের শানে-নুযূল

২৫২. আ'মাশ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবিগণ মদীনায় সফর করার কারণে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ কারণে কিছু আমলের ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখা দিয়েছিল। তখন এ আয়াত নাযিল হয়—

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

"আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে ঈমানদারদের হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় কি আসেনি?"[২৮৬]-[২৮৭]

---

[২৮৫] কাদায়ি, মুসনাদুস শিহাব, হাদীস নং ৭০৩, সনদ দঈফ, মুরসালরূপে বর্ণিত।

[২৮৬] সূরা হাদীদ : ১৬।

[২৮৭] তাফসির আবুস সাউদ, ৮/২০৮, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

মৃত্যুর চিন্তা জাগিয়ে রাখা

দুটি গুণ না থাকলে প্রশংসনীয় নয়

২৫৩. মালিক ইবনু মিগওয়াল রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এক ব্যক্তির প্রশংসা করা হলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন— كَيْفَ ذِكْرُهُ لِلْمَوْتِ؟ "সে মৃত্যুকে কতটা স্মরণ করে?" সাহাবিরা বললেন, "খুব একটা বলতে শুনিনি।" রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন— كَيْفَ تَرْكُهُ لِمَا يَشْتَهِي؟ "তার প্রবৃত্তি যা কামনা করে তা কি সে পরিত্যাগ করে?" তারা বললেন, না, সে দুনিয়া কামনা করে। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, لَيْسَ صَاحِبُكُمْ هُنَاكَ "তা হলে তোমাদের ওই সঙ্গী প্রশংসনীয় নয়।"[২৮৮]

মৃত্যুচিন্তা দূর হয়ে গেলে অন্তর নষ্ট হয়ে যায়

২৫৪. মালিক ইবনু মিগওয়াল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, রবী' ইবনু আবী রাশিদকে বলা হলো, "কিছুক্ষণ বসে আলোচনা করলে কী হয়?" তিনি বললেন, "যদি কিছুক্ষণের জন্য মৃত্যুচিন্তা আমার মন থেকে দূর হয়ে যায়, তবে আমার অন্তর বিনষ্ট হয়ে পড়ে।" মালিক ইবনু মিগওয়াল বলেন, "তাঁর

---

[২৮৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৩৯৫, দঈফ।

মতো দুঃখ প্রকাশকারী ব্যক্তি আমি আর কাউকে দেখিনি।"[২৮৯]

রাতের বেলায় ইলমি আলোচনা

২৫৫. সাহম ইবনু শাকীক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি আমির ইবনু আবদিল্লাহর কাছে এলাম। তিনি সদ্য গোসল সেরে বেরিয়ে এলেন। বললাম, 'আপনি মনে হয় গোসল করে খুব আনন্দ পান।' তিনি বললেন, 'প্রায়ই গোসল করি।' তারপর বললেন, 'তা তুমি কী মনে করে এলে?' বললাম, 'আলোচনা করার জন্য।' তিনি বললেন, 'তোমার সাথে আমার কথা এটাই যে, আমি আলোচনা পছন্দ করি। কিন্তু রাতের বেলা শুধুই (ইলমি) আলোচনাই হবে।"[২৯০]

যিকরের দ্বারা অন্তরকে সজীব রাখা

২৫৬. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহর যিকর দিয়ে অন্তরকে সজীব রেখো; কারণ অন্তর খুব দ্রুত ময়লা হয়। প্রবৃত্তিকেও নিয়ন্ত্রণে রেখো, কারণ প্রবৃত্তি নিষিদ্ধ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। প্রবৃত্তি নিকৃষ্ট পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। সে যেদিকে টেনে নিয়ে যায়, তোমরা যদি সেদিকেই যাও, তা হলে সে তোমাদের (ভালো) কিছু বাকি রাখবে না।"[২৯১]

বেশি খেলে অন্তর কঠিন হয়ে যায়

২৫৭. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, বলা হতো যে, "তোমরা বেশি খাওয়া থেকে বিরত থাকবে। কারণ এতে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। বুকে ইলম ধারণ করবে। আর বেশি হাসাহাসি কোরো না। কারণ তাতে অন্তর মলিন হয়ে যায়।"[২৯২]

সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ

২৫৮. যুবাইদ ইয়ামী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবদুর রহমান এর সাথে আমাদের দেখা হলেই তিনি বলতেন, "তোমাদের রবের সঙ্গে দেখা করার প্রস্তুতি নাও।"[২৯৩]

---

[২৮৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৩৭১, মাওকুফ।
[২৯০] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৪৭২, মাওকুফ।
[২৯১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[২৯২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[২৯৩] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

মুসলমানের মৃত্যুপ্রস্তুতি

২৫৯. জাফর ইবনু হাইয়ান থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "মুসলমান কখনও পেটপুরে খায় না এবং সে সব সময় তার অসিয়তনামা লিখে পাশে রেখে দেয়।"[২৯৪]

উত্তম ও বুদ্ধিমান মুমিন বান্দা

২৬০. সা'দ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا، قِيلَ: أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُ؟ قَالَ: أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا، وَأَحْسَنُهُمْ لَهَا اسْتِعْدَادًا

"রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন মুমিন বান্দা সবচেয়ে উত্তম। তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র সবচেয়ে ভালো।' জিজ্ঞেস করা হলো, কোন মুমিন বান্দা সবচেয়ে বুদ্ধিমান? তিনি বললেন, 'যে বান্দা মৃত্যুকে বেশি করে স্মরণ করে এবং মৃত্যুর জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি নেয়।'"[২৯৫]

মৃত্যু মুমিনের কাছে উত্তম

২৬১. রবী' ইবনু খুসাইম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মুমিন বান্দা যে-সকল অদৃশ্য বিষয়ের অপেক্ষায় থাকে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম বিষয় হলো মৃত্যু।"[২৯৬]

যার প্রতি ঈর্ষা করা যায়

২৬২. মাসরুক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে মুমিন বান্দা কবরে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ আছে এবং দুনিয়ার (ফিতনা) থেকে (বেঁচে গিয়ে) প্রশান্তিতে আছে, তার চেয়ে বেশি ঈর্ষা আমার আর কারও প্রতিই হয়নি।"[২৯৭]

---

[২৯৪] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[২৯৫] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[২৯৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৩৩৮, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[২৯৭] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৪০২, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

সৌভাগ্যবান কারা?

২৬৩. হাইছাম ইবনু মালিক রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আমরা আইফা ইবনু আবদ-এর কাছে বসে বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করতাম। তাঁর কাছে আবূ আতিয়্যা মাযবুহ রহিমাহুল্লাহ-ও থাকতেন। একবার সৌভাগ্যবান মানুষদের নিয়ে আলোচনা উঠল। শ্রোতারা জিজ্ঞেস করলে, সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ কে? তাঁরা বললেন, অমুক ও অমুক। আইফা জিজ্ঞেস করলেন, আবূ আতিয়্যা, আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, তাঁদের থেকেও কে বেশি সৌভাগ্যবান তা বলছি : তা হলো ওই দেহ যা কবরের আযাব থেকে মুক্তি পেয়েছে।"[২৯৮]

কিয়ামাতের দিন মুমিনদের যা বলা হবে

২৬৪. মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنْ شِئْتُمْ أَنْبَأْتُكُمْ مَا أَوَّلُ مَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا أَوَّلُ مَا تَقُولُونَ لَهُ؟

"কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম মুমিনদেরকে কী বলবেন এবং মুমিনরা আল্লাহকে সবার আগে কী বলবে, জানতে চাও? তা হলে আমি তোমাদের জানাব।" আমরা বললাম, জি, ইয়া রাসূলাল্লাহ, জানতে চাই। তিনি তখন বললেন,

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ: هَلْ أَحْبَبْتُمْ لِقَائِي؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ يَا رَبَّنَا، فَيَقُولُ: لِمَ؟ فَيَقُولُونَ: رَجَوْنَا عَفْوَكَ وَمَغْفِرَتَكَ، فَيَقُولُ: قَدْ وَجَبَتْ لَكُمْ مَغْفِرَتِي

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বলবেন, তোমরা কি আমার সাক্ষাৎ পছন্দ করেছ? মুমিনরা বলবে, হ্যাঁ, হে আমাদের প্রতিপালক। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, কেন? তারা বলবে, আমরা আপনার ক্ষমা ও মার্জনার আশা পোষণ করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমাদের জন্য আমার ক্ষমা আবশ্যক হয়ে গেল।"[২৯৯]

---

[২৯৮] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[২৯৯] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

নফল ইবাদাত : জীবনের চেয়েও প্রিয়

তিনটি বিষয় ছাড়া জীবন অপছন্দনীয়

২৬৫. সা'দ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "যদি তিনটি বিষয় না থাকত তা হলে একদিনও বেঁচে থাকতে চাইতাম না : ১. দুপুরে পিপাসার্ত থাকা (রোজা রাখা); ২. গভীর রাতের (আল্লাহর সামনে) সাজদাবনত হওয়া; ৩. এমন মানুষদের সঙ্গে ওঠাবসা করা—যাঁরা বেছে বেছে উত্তম কথা বলেন, ঠিক যেভাবে ভালো খেজুর বাছাই করে আলাদা করা হয়।"[৩০০]

পতঙ্গের জীবনেও আপত্তি নেই

২৬৬. মি'দাদ (আবূ যাইদ আজালি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যদি দুপুরের পিপাসা[৩০১] না থাকত, শীতকালের দীর্ঘ রজনী না থাকত এবং আল্লাহ তাআলার কিতাব তিলাওয়াতের মাধ্যমে তাহাজ্জুদ সালাত পড়ার স্বাদ না থাকত, তবে আমি মৌমাছি হতেও কোনো পরোয়া করতাম না।"[৩০২]

---

[৩০০] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ১৩৫, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩০১] তীব্র গরমের দিনে রোজা রাখা।

[৩০২] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/১৫৯, মাওকুফ।

সাজদায় আল্লাহর নৈকট্য লাভ

২৬৭. আবদুল্লাহ ইবনু লাহিআ বলেন, আমি উকবা ইবনু মুসিলম রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "বান্দার যে স্বভাব আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় তা হলো বান্দার অন্তরে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ। আর যে সময়টাতে বান্দা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে নৈকট্যে পৌঁছে যায় তা হলো তাঁর সামনে সাজদায় লুটিয়ে পড়ার সময়।"[৩০৩]

রোজা রাখতে পারবেন না বলে কান্না

২৬৮. কাতাদা বলেন, আমির ইবনু আবদি কাইস রহিমাহুল্লাহ মৃত্যুশয্যায় কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কাঁদছেন কেন? তিনি বললেন, "মৃত্যুর ভয়ে কাঁদছি না, দুনিয়ার প্রতি লোভের কারণেও না; আমি কাঁদছি দুপুরের পিপাসা আর শীতের রাতের সালাত পড়ার কথা ভেবে।"[৩০৪]

---

[৩০৩] সনদ হাসান, মাওকুফ।
[৩০৪] সনদ হাসান, মাওকুফ।

নবম অনুচ্ছেদ

আমল নিয়ে চিন্তা-ফিকির

ফিতনার পূর্বেই মৃত্যুবরণকারীদের সৌভাগ্য

২৬৯. তারিক ইবনু শিহাব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "যাঁরা ফিতনার প্রাদুর্ভাব ঘটার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের কী সৌভাগ্য!" বর্ণনাকারী বলেন, আমি তারিককে জিজ্ঞেস করলাম, النَّأْنَأَة শব্দের অর্থ কী? তিনি বললেন, "আমার মনে হয় আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু এটা দিয়ে নতুন ইসলাম গ্রহণ অথবা ইসলামের সূচনা বুঝিয়েছেন।"[৩০৫]

তিনটি গুণ কল্যাণের লক্ষণ

২৭০. মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ চান তাকে তিনি তিনটি বৈশিষ্ট্য দান করেন : দ্বীনের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা এবং নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি সচেতনতা।"[৩০৬]

---

[৩০৫] সনদ হাসান, মাওকুফ।

[৩০৬] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১১/২৩৭, ১৩/৫১৫, দঈফ।

মানুষের দুটি মূর্খতামূলক স্বভাব

২৭১. ইমরান কুফি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম তাঁর সঙ্গীদের বলেছেন, "তোমরা যাদেরকে জ্ঞান শিক্ষা দেবে তাদের থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারবে না, তবে তোমরা আমাকে যতটুকু দাও ততটুকুই নিতে পারবে। আর জমিনের লবণকে নষ্ট করো না; কোনো বস্তু পচে গেলে লবণ দিয়ে তার পচন রোধ করা যায়। কিন্তু লবণ নষ্ট হয়ে গেলে তার কোনো ওষুধ নেই। জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে দুটি মূর্খতাসুলভ স্বভাব রয়েছে—কোনো কারণ ছাড়াই হাসা এবং রাত্রি না জাগা সত্ত্বেও সকালে ঘুমিয়ে থাকা।"[৩০৭]

জ্ঞানের বিনিময়ে ধন-সম্পদ ছেড়ে দেওয়া

২৭২. খালাফ ইবনু হাওশাব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম হাওয়ারিদের বলেছেন, "দুনিয়ার রাজা-বাদশাগণ যেমন তোমাদের জন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছেড়ে দিয়েছেন, তেমনি তোমরাও তাদের জন্য দুনিয়া ছেড়ে দাও।"[৩০৮]

উত্তম আমল

২৭৩. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "সবচেয়ে উত্তম আমল হলো আল্লাহভীতি ও চিন্তা-ফিকির।"[৩০৯]

আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর উত্তম আমল

২৭৪. আউন ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, উম্মুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহা-কে জিজ্ঞেস করলাম, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সবচেয়ে উত্তম আমল কী ছিল? তিনি বললেন, "চিন্তা-ফিকির ও উপদেশ গ্রহণ।"[৩১০]

দুটি সূরার তিলাওয়াত ও চিন্তা

২৭৫. আবদুর রহমান ইবনু মাওহাব বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব রহিমাহুল্লাহ-

---

[৩০৭] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/৭৩; ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/১৯৮।
[৩০৮] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/৭৪।
[৩০৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৬৫, সনদ দঈফ, মাওকুফ।
[৩১০] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩০৭, সনদ হাসান, মাওকুফ।

কে বলতে শুনেছি, "রাতের বেলা দ্রুতবেগে কুরআন পড়ার চেয়ে শুধু সূরা যিলযাল ও সূরা কারিআ সারা রাত পুনরাবৃত্তি করে তিলাওয়াত করা ও তা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা আমার কাছে বেশি প্রিয়।"[৩১১]

উদাসীন মন নিয়ে সালাতে ফায়দা নেই

২৭৬. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "উদাসীন মন নিয়ে সারা রাত সালাতে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে মনোযোগ ও চিন্তার সঙ্গে পরিমিত দুই রাকআত সালাত উত্তম।"[৩১২]

সত্যপন্থী দানশীলের বৈশিষ্ট্য

২৭৭. আবূ আবদুল করিম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "যে ব্যক্তি তিনটি কাজ করেন তিনি পরিমিত দানশীল : ১. আল্লাহ তাআলার ফরয সালাতগুলো যথাযথভাবে আদায় করা; ২. খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা; ৩. এবং খুব কমই উদাসীন থাকা। তিনটি বিষয়কে তুচ্ছ ভেবো না : ১. যে কল্যাণ তুমি খুঁজে বেড়াচ্ছ; ২. যে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকতে চাও; ৩. এতবেশি পাপ না করা, যাতে ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্ভব হয় না। অহেতুক কাজকর্ম ও খেলতামাশা থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে। কারণ, এটা দিয়ে না দুনিয়া অর্জন করা যায়, না আখিরাত; আর না আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নাম সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর অসন্তুষ্টির ব্যাপারে কিন্তু খুবই সাবধান!"[৩১৩]

সত্য ও মিথ্যার তুলনা

২৭৮. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "সত্য হলো ভারী ও আনন্দদায়ক। আর মিথ্যা হলো হালকা ও রোগের কারণ। কত ক্ষণিকের কুপ্রবৃত্তি দীর্ঘতম দুঃখের জন্ম দিয়ে থাকে।"[৩১৪]

---

[৩১১] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৩/২১৪, ২১৫, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩১২] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩১৩] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩১৪] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/১৩৪, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

ওজুহীন অবস্থায় না থাকা

২৭৯. উসামা ইবনু যাইদ থেকে বর্ণিত, নাফি' রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "আমি আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে কখনও ওজুহীন অবস্থায় বসে থাকতে দেখিনি।" [৩১৫]

কখনও অপবিত্র অবস্থায় না থাকা

২৮০. হানাশ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (পবিত্র হওয়ার জন্য) পানির খোঁজে বের হতেন, এরপর মাটি দিয়েই মাসাহ (তায়াম্মুম) করে নিতেন। আমি বলতাম, আল্লাহর রাসূল, পানি তো আপনার কাছেই ছিল। তিনি বলতেন—

وَمَا يُدْرِينِي؟ لَعَلِّي لَا أَبْلُغُهُ

"(মৃত্যুর আগে যে) ওই পানি পর্যন্ত পৌঁছতে পারব, তার নিশ্চয়তা কী?"[৩১৬]

সব সময় ওজু অবস্থায় থাকা

২৮১. ইবরাহীম নাখঈ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমার কাছে এই হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, "নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ইসতিঞ্জাখানার বাইরে কখনও ওজুহীন অবস্থায় দেখা যায়নি।" [৩১৭]

নিজেকে উটের চেয়েও তুচ্ছ মনে করা

২৮২. সাওর ইবনু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত আছে, খালিদ ইবনু মা'দান রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রজ্ঞাবান হতে পারবে না যতক্ষণ সে মানুষকে আল্লাহ তাআলার হকের ব্যাপারে উটের মতো মনে করবে। আর যখন নিজের কথা চিন্তা করবে, তখন নিজেকে উটের চেয়েও তুচ্ছ মনে হবে।"[৩১৮]

---

[৩১৫] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩১৬] হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৩১৭] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

[৩১৮] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/২১২, সনদ সহীহ, মাওকুফ।
অর্থাৎ মানুষকে আল্লাহ তাআলার হক আদায়ের ক্ষেত্রে অবহেলা করতে দেখলে তাদের প্রতি তার ক্রোধ ও ঘৃণা জন্ম নেবে। তারপর ভেবে দেখবে যে সে নিজে অন্যদের চেয়েও বেশি অবহেলা করছে, তখন তার নিজের প্রতিই প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণা তৈরি হবে। (অনুবাদক)

নিজেকে নির্বোধ মনে করা

২৮৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবে না যতক্ষণ না সে মানুষকে দ্বীনের ক্ষেত্রে নির্বোধ মনে করবে (তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে নিজেকে আরও বেশি নির্বোধ মনে করবে।)"[৩১৯]

নিজের প্রতি অসন্তুষ্টি

২৮৪. গাইলান ইবনু জারীর বলেন, মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ একদিন আমাদের কাছে এসে বললেন, "যদি আমি নিজের ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকতাম, তা হলে তোমাদেরকে অপছন্দ করতাম। কিন্তু আমি নিজের ব্যাপারে সন্তুষ্ট নই।"[৩২০]

বান্দা তার প্রতিপালক ও শয়তানের মধ্যে নিক্ষিপ্ত থাকে

২৮৫. মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, "আমি বান্দাকে তার প্রতিপালক ও শয়তানের মাঝখানে পড়ে থাকতে দেখি। যদি তার প্রতিপালক তাকে উদ্ধার করেন তবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে, আর যদি শয়তানের জন্য তাকে ছেড়ে দেন তবে শয়তান তাকে নিয়ে যাবে।"[৩২১]

---

[৩১৯] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩২৪, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৩২০] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/২১০, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৩২১] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/২০১, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

দশম অনুচ্ছেদ

নিজের হিসাব নিজে রাখা

আদম-সন্তান পাপাচারী

২৮৬. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বনি আদমকে পাপকারী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে আল্লাহ তাআলা যার প্রতি রহম করেন (পাপ ও অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখেন) তাঁর কথা ভিন্ন।"[৩২২]

সাজদায় পঠিত দুআ

২৮৭. আসিম ইবনু আবীন নুজুদ বলেন, আমি শাকিক ইবনু সালামা রহিমাহুল্লাহ-কে সাজদারত অবস্থায় এই দুআ পড়তে শুনেছি—

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، إِنْ تَعْفُ عَنِّي فَطَوْلٌ مِنْ قِبَلِكَ، وَإِنْ تُعَذِّبْنِي تُعَذِّبْنِي غَيْرَ ظَالِمٍ، وَلَا مَسْبُوقٍ

"হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করুন, হে আমার প্রতিপালক, আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন তা হলে তা আপনার পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ আর যদি শাস্তি দেন তা হলে আপনি জুলুমকারী নন এবং আপনার শাস্তি প্রতিহত করাও যায় না।" বর্ণনাকারী বলেন, "তারপর তিনি কাঁদতে শুরু করতেন, এমনকি মাসজিদের পেছন থেকে তাঁর

[৩২২] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতাম।"[৩২৩]

পাপকাজ চোখের সামনে রাখা

২৮৮. সাঈদ ইবনু আবী সাঈদ মাকবুরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম বলতেন, "হে আদম-সন্তান, কোনো ভালো কাজ করলে তার ব্যাপারে আশ্বস্ত থেকো (অস্থিরতা কোরো না)। কারণ তা এমন-এক সত্তার কাছে সংরক্ষিত থাকে যিনি কখনও তা বিনষ্ট করেন না। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন— لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (যে ব্যক্তি সৎকাজ করে নিশ্চয় আমি তার প্রতিদান বিনষ্ট করি না।)[৩২৪] আর যখন কোনো অন্যায় বা পাপকাজ করবে, তখন তা চোখের সামনে রাখবে (তার কথা মনে রাখবে, যেন তা থেকে তাওবা করতে পারো এবং তার পুনরাবৃত্তি না ঘটে)।"

সকাল-সন্ধ্যায় তাওবা

২৮৯. তালক ইবনু হাবীব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলার হক এত বড়ো যে, বান্দাগণ তা যথাযথভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়। আর আল্লাহ তাআলার নিয়ামাত এত বেশি যে, কখনও তা গুণে শেষ করা যাবে না। তাই ভোরে তাওবা করো, সন্ধ্যায়ও তাওবা করো।"[৩২৫]

ভীতি-প্রদর্শনকারীদের সাহচর্যই উত্তম

২৯০. মুআল্লা ইবনু যিয়াদ বলেন, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে একবার মুগীরা ইবনু মুখাদিশ জিজ্ঞেস করলেন, "হে আবূ সাঈদ, এমন মানুষদের সাহচর্যে কীভাবে থাকা যায়, যাদের কথা শুনলে অন্তর (ভয়ে) উড়ে যাবে?" জবাবে তিনি বললেন, "যাঁরা তোমাকে ভয় দেখিয়ে নিরাপদ রাখে, তাঁদের সাহচর্যে থেকো। যাঁরা আশ্বস্ত করতে করতে ভীতিকর বিষয়ের মাঝে ফেলে দেয়, তাঁদের সাহচর্যের চেয়ে ওটা উত্তম।"[৩২৬]

---

[৩২৩] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/১০২, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩২৪] সূরা কাহফ : ৩০।

[৩২৫] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৪৮, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩২৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ২৫৯, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

মুমিন বান্দা দুটি আশঙ্কার মাঝখানে রয়েছে

২৯১. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমি জেনেছি যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ عَبْدٌ بَيْنَ مَخَافَتَيْنِ، مِنْ ذَنْبٍ قَدْ مَضَى لَا يَدْرِي مَا يَصْنَعُ اللهُ فِيهِ، وَمِنْ عُمُرٍ قَدْ بَقِيَ لَا يَدْرِي مَاذَا يُصِيبُ فِيهِ مِنَ الْهَلَكَاتِ

"বান্দা হিসেবে মুমিন দুটি আশঙ্কার মাঝখানে রয়েছে : একটি হলো তার আগের করা পাপের কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর সঙ্গে কী আচরণ করবেন, সে আশঙ্কা। আরেকটি হলো ভবিষ্যতে কী কী বিপদ চেপে বসবে, তার আশঙ্কা।"[৩২৭]

দীর্ঘ সাজদার ফলে দাঁত পড়ে যাওয়া

২৯২. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন, মুসলিম ইবনু ইয়াসার রহিমাহুল্লাহ এক দীর্ঘ সাজদা দিলেন, ফলে তাঁর সামনের দাঁত দুটি পড়ে গেল। আবূ ইয়াস তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বিষয়টি হালকা করে তুলতে চাইলেন। তখন মুসলিম ইবনু ইয়াসার রহিমাহুল্লাহ বড়োত্ব ও মহিমা প্রকাশ করে বললেন, "মানুষ যা চায়, তা খুঁজে বেড়ায়। আর যা ভয় পায়, তা থেকে দূরে থাকে। চাওয়া পূরণের পথে আসা বিপদে যে ধৈর্য ধরতে পারে না, তার চাওয়া আবার কেমন চাওয়া! আর ভয় থেকে বাঁচার জন্য যে প্রবৃত্তির দাবিকে দূরে ঠেলে দিতে পারে না, সেটা আবার কেমন ভয়!"[৩২৮]

নিজেই নিজের হিসাব গ্রহণ

২৯৩. মালিক ইবনু মিগওয়াল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "হিসাব-নিকাশের মুখোমুখি হওয়ার আগে নিজেরাই নিজেদের হিসাব নিয়ে নাও। তা হলে কিয়ামাতের দিন তোমাদের হিসাব দেওয়া সহজ হবে। তোমাদের পরিমাপ করার আগে নিজেরাই নিজেদের পরিমাপ করে নাও। আর মহাবিচারের জন্য প্রস্তুতি নাও। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ

---

[৩২৭] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/১৫৮।

[৩২৮] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

“সেইদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে এবং তোমাদের কিছুই গোপন থাকবে না।”[৩২৯]-[৩৩০]

মুমিন বান্দার গুণাবলি

২৯৪. ইয়াহইয়া ইবনু মুখতার থেকে বর্ণিত হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “মুমিন বান্দা নিজের ওপর কর্তৃত্বশীল। সে আল্লাহ তাআলার জন্য নিজের হিসাব-নিকাশ নিয়ে থাকে (কী ভালো কাজ করল আর কী মন্দ কাজ করল)। যারা দুনিয়াতে নিজেদের হিসাব নেয়, কিয়ামাতের দিন তাদের হিসাব সহজ হবে। আর যারা দুনিয়ায় নিজেদের কর্মকাণ্ডের কোনো হিসাব রাখে না, কিয়ামাতের দিন তাদের হিসাব হবে খুব কঠিন। মুমিন বান্দার সাথে হঠাৎ ভালো কিছু হলে সে বিস্মিত হয়ে বলে, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকেই চাইছিলাম। তুমি আমার প্রয়োজনও ছিলে। কিন্তু, আল্লাহর কসম, তোমার কাছে পৌঁছার কোনো পথ ছিল না। কতই না দূরে ছিলে, কতই না দূরে ছিলে। আমার ও তোমার মধ্যে প্রতিবন্ধক ছিল। আর যখন মুমিন বান্দা থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো মন্দ কাজ প্রকাশ পায়, সে তার দায় নিজের ওপরই চাপিয়ে বলে, আমি এটা করতে চাইনি, এটার আমার কোনো প্রয়োজনই নেই। আল্লাহর কসম, এই কাজ আমি আর কখনোই করব না, ইন শা আল্লাহ। মুমিনরা এমন-এক জাতি কুরআন যাদের বন্ধন দৃঢ় রেখেছে; তাদের ও ধ্বংসের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছে। মুমিন বান্দা এই দুনিয়ায় বন্দি, সে তার বন্ধন ছিন্ন করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাক্ষাতের আগে সে কোনো-কিছুকে নিরাপদ মনে করে না। সে জানে যে তাকে তার কান, মুখ ও অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।”[৩৩১]

শয়তানকে কখনও নিরাপদ মনে করা যাবে না

২৯৫. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, আতা ইবনু ইয়াসার বলেছেন, “একজন ব্যক্তির মৃত্যুর সময় শয়তান এসে উপস্থিত হলো। মরণাপন্ন ব্যক্তিকে বলল, “তুমি আমার থেকে রেহাই পেলে।” মরণাপন্ন ব্যক্তি বলল, “আমি কখনোই তোমাকে নিরাপদ মনে করিনি।”[৩৩২]

---

[৩২৯] সূরা আল-হাক্কা : ১৮।

[৩৩০] তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৪৫৯, মাওকুফ।

[৩৩১] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/১৫৭, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩৩২] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

একাদশ অনুচ্ছেদ

মুক্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই

২৯৬. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا

> "তোমাদের প্রত্যেকেই তা[৩৩৩] অতিক্রম করবে; এটা তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।"[৩৩৪]

বকর ইবনু আবদিল্লাহ মুযানি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াত নাযিল হলো, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বাড়িতে গিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁর স্ত্রী কাছে এসে তিনিও কাঁদতে শুরু করলেন। তারপর সেবিকা এসে সেও কাঁদতে শুরু করল। পরিবারের অন্য সদস্যরা এসে তারাও কাঁদতে শুরু করল। অশ্রু ফুরিয়ে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আরে! তোমরা আবার কেন কাঁদলে?" তারা বলল, জানি না। আপনাকে কাঁদতে দেখে আমাদেরও কান্না পেল। তখন তিনি বললেন, "রাসূলের ওপর একটি আয়াত নাযিল হয়েছে। তাতে আমার প্রতিপালক জানিয়েছেন যে, আমি জাহান্নামের ওপর দিয়ে পার

---

[৩৩৩] অর্থাৎ পুলসিরাত, তা জাহান্নামের ওপর অবস্থিত। পুলসিরাত অতিক্রম করে জান্নাতে প্রবেশ করতে হবে। (অনুবাদক)

[৩৩৪] সূরা মারইয়াম : ৭১।

হবো। কিন্তু তা থেকে মুক্তি পাব কি না, তা জানাননি। এই ব্যাপারটাই আমাকে কাঁদিয়েছে।"[৩৩৫]

জাহান্নাম থেকে মুক্তির অনিশ্চয়তা

২৯৭. কাইস ইবনু আবী হাযিম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু কাঁদলেন এবং দেখাদেখি তাঁর স্ত্রীও কাঁদলেন। তিনি স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কাঁদলে কেন?" তিনি বললেন, "আপনাকে কাঁদতে দেখে আমারও কান্না পেল।" তখন আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি জেনেছি যে আমাকে জাহান্নামের ওপর দিয়ে পার হতে হবে; কিন্তু তা থেকে মুক্তি পাব কি না, তা জানতে পারিনি।"[৩৩৬]

আমৃত্যু না হাসা

২৯৮. সুফইয়ান ইবনু উয়াইনাহ এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন যে, তার ভাইকে একজন জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাকে যে জাহান্নামের ওপর দিয়ে পার হতে হবে, এ ব্যাপারটা কি জানেন?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।" লোকটি বললেন, "তা থেকে মুক্তি পাবেন কি না, সেটা জানেন?" তিনি বললেন, "না।" তখন লোকটি বললেন, "তা হলে এত হাসি কী জন্য?" হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওই লোকটিকে হাসতে দেখা যায়নি।"[৩৩৭]

জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি

২৯৯. আবূ ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবূ মাইসারাহ শয্যায় এসে বলতে লাগলেন, "ইশ, আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন!" তাঁর স্ত্রী বললেন, "আবূ মাইসারাহ, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আপনাকে ইসলামের পথে হিদায়াত দিয়েছেন।" তিনি বললেন, "অবশ্যই। কিন্তু আল্লাহ জানিয়েছেন যে আমরা জাহান্নামের ওপর দিয়ে যাব; কিন্তু তা থেকে নাজাত পাব কি না, সেটা তিনি জানাননি।"[৩৩৮]

---

[৩৩৫] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩৫৭, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩৩৬] সনদ মুনকাতি, মাওকুফ।

[৩৩৭] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ১৬/৮৪, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩৩৮] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৪১৩, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

চারটি সময়ে উদাসীন না হওয়া

৩০০. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর পরিবারের একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী হলো : বুদ্ধিমান ব্যক্তি চারটি সময়ে মোটেই উদাসীন হয় না : ১. প্রতিপালকের সঙ্গে গোপনে কথোপকথনের সময় (মুনাজাত); ২. নিজের হিসাব-নিকাশ গ্রহণের সময়; ৩. তার দোষ-ক্রটির ব্যাপারে তাকে সতর্ককারী এবং তার সম্পর্কে সত্য প্রকাশকারী বন্ধু-ভাইদের কাছে থাকার সময়; ৪. হালাল ও সুন্দর বিষয়গুলো উপভোগ করার সময়। কারণ, তার এ সময়টা অন্যান্য সময়ের জন্য সহায়ক এবং অন্তরের সৌন্দর্য ও আনন্দ বর্ধনকারী। নিজের যুগ সম্পর্কে সচেতন থাকা ও জিহ্বাকে হেফাজত করা বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবশ্য-কর্তব্য। পূর্ণ সময়কালের পাথেয়, জীবনযাপনের জন্য আসবাবপত্র ও হালাল বিষয় উপভোগ—এই তিনটি বিষয় ছাড়া সফর না করাটা বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য আরেকটি আবশ্যক কর্তব্য।"[৩৩৯]

সত্যিকার মুমিনের বৈশিষ্ট্য

৩০১. সালিহ ইবনু মিসমার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারিস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করলেন— كَيْفَ أَنْتَ؟ - أَوْ مَا أَنْتَ يَا حَارِثُ কেমন আছ, হারিস? তিনি বললেন, "আমি মুমিন আছি, হে আল্লাহর রাসূল।" রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন— مُؤْمِنٌ حَقًّا؟ "সত্যিকার মুমিন?" তিনি বললেন, "জি, সত্যিকার মুমিন।" রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন— فَإِنَّ لِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً، فَمَا حَقِيقَةُ ذَلِكَ؟ "প্রত্যেক সত্যের হাকীকত রয়েছে, ঈমানের হাকীকত কী?" তিনি বললেন, "আমার অন্তর দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে; তাই আমি রাত জেগে ইবাদাত করি এবং দিনের বেলায় সাওম রাখি। আমি যেন আমার প্রতিপালকের আরশ দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি জান্নাতে ভ্রমণরত অধিবাসীদের। জাহান্নামবাসীদের আর্তচিৎকারও যেন শুনতে পাচ্ছি।" তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, مُؤْمِنٌ نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ "সত্যিকার মুমিনের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা আলোয় পরিপূর্ণ করুন।"[৩৪০]

---

[৩৩৯] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩৪০] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং দুর্বল সনদে মাওসুলরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

হৃদয়ে ইসলাম প্রবেশের পর যা ঘটে

৩০২. আমর ইবনু মুররা রহিমাহুল্লাহ আবূ জাফর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন :

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

"আল্লাহ তাআলা যার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মোচিত করে দিয়েছেন।"[৩৪১]

তারপর বললেন, "যখন কোনো অন্তরে আলো প্রবেশ করে তখন তা প্রশস্ত ধারণক্ষমতা-সম্পন্ন হয়।" রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করা হলো, "এটার কোনো লক্ষণ আছে?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আছে। ধোঁকাপূর্ণ বসতি (দুনিয়া) থেকে বিমুখ হওয়া এবং চিরস্থায়ী আবাস (আখিরাতের) প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং মৃত্যুর আগেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া।"[৩৪২]

আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জাবোধ করা

৩০৩. উরওয়া ইবনুয যুবাইর রহিমাহুল্লাহ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু এক খুতবায় মানুষদেরকে বললেন, "হে মুসলমানগণ, তোমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জাবোধ করো। যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম, নির্জন ভূমিতে ইস্তিনজা করতে যাওয়ার সময়ও আমি মাথা ঢেকে রাখি। কারণ আমি আমার মহান রবের প্রতি লজ্জাবোধ করি।"[৩৪৩]

জান্নাতে যেতে চাইলে যা করণীয়

৩০৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা সবাই কি জান্নাতে যেতে চাও?" তাঁরা বললেন, "জি, ইয়া রাসূলাল্লাহ।" তিনি বললেন, "তা হলে কম আকাঙ্ক্ষা পোষণ করো, সব সময় মৃত্যুর কথা মনে রেখো এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি যথাযথ লজ্জা পোষণ করো।" তাঁরা বললেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জা পোষণ করি।" তখন তিনি বললেন, "আল্লাহর তাআলার প্রতি লজ্জা পোষণ করার অর্থ এটা নয়।

---

[৩৪১] সূরা যুমার : ২২।

[৩৪২] সনদ দুর্বল, মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৩৪৩] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/৩৪, সনদ সহীহ, মুরসালরূপে বর্ণিত।

এর অর্থ কবর ও ধ্বংসের (বা মৃত্যুর) কথা ভুলে না যাওয়া। পেট ও পেটে কী রয়েছে তা ভুলে না যাওয়া। মাথা ও মাথার ভেতরে কী রয়েছে, তাও ভুলে না যাওয়া। যে আখিরাতের মর্যাদা চায় সে দুনিয়ার চাকচিক্য পরিত্যাগ করে। এইভাবে বান্দা আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জাবোধ করে, এইভাবে বান্দা আল্লাহ তাআলার বন্ধুত্ব অর্জন করে।"[৩৪৪]

আল্লাহর আনুগত্যের ফল

৩০৫. মুহাম্মাদ ইবনু আমর বলেন, আমি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, আমি কোনো কোনো কিতাবে পেয়েছি যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমার বান্দা যখন আমার আনুগত্য করে তখন সে আমাকে ডাকার আগেই আমি তার (ডাকে) সাড়া দিই। সে আমার কাছে চাওয়ার আগেই আমি তাকে দিয়ে দিই। আমার বান্দা যখন আমার আনুগত্য করে তখন যদি আকাশ ও জমিনের অধিবাসীরা সবাই মিলেও তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আমি তার জন্য ওই বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ তৈরি করে দিই। আর আমার বান্দা যখন আমার নাফরমানি করে, আমি দুই হাত কেটে দিই যাতে সে আসমানের দরজাসমূহে হাত পাততে না পারে। এবং তাকে আমি শূন্যতায় স্থাপন করি, ফলে সে আমার সৃষ্টিজগতের কোনো-কিছু থেকে সাহায্য পায় না।"[৩৪৫]

নেক আমলকারীর জন্য অল্প দুআই যথেষ্ট

৩০৬. বকর ইবনু আবদিল্লাহ মুযানি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "খাবারের জন্য যতটুকু লবণ যথেষ্ট, নেক কাজের সঙ্গে (নেক আমলকারীর জন্য) ততটুকু দুআই যথেষ্ট।"[৩৪৬]

কৃতজ্ঞ হলে আল্লাহর অধিক আনুগত্য করা যায়

৩০৭. আল্লাহ তাআলার বাণী,

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

"তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দেব।"[৩৪৭]

---

[৩৪৪] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২২৩, মুরসালরূপে বর্ণিত।
[৩৪৫] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/৩৮।
[৩৪৬] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/১৬৪, মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৩৪৭] সূরা ইবরাহীম : ৭।

আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আলি ইবনু সালিহ রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, তিনি আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "আমি আমার প্রতি তোমাদের আনুগত্য বাড়িয়ে দেব।"[৩৪৮]

নাফরমানি করেও নিয়ামাত পাওয়ার রহস্য

৩০৮. হারমালাহ ইবনু ইমরান বলেন, আমি উকবা ইবনু মুসলিম রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "কেউ আল্লাহ তাআলার নাফরমানিতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও যদি আল্লাহ তাকে তার পছন্দনীয় জিনিস দিতে থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে আল্লাহ তাআলা তাকে ধীরে ধীরে পাকড়াও করবেন।"[৩৪৯]

আমল না করে দুআ করে লাভ নেই

৩০৯. সিমাক ইবনু ফযল বলেন, আমি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "আমল না করে দুআ করা আর ধনুক ছাড়া তির ছোড়া একই কথা।"[৩৫০]

মুমিন বান্দার কসম পূর্ণ করা হয়

৩১০. আবদুল্লাহ ইবনু আবী নাজিহ সাকাফি রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তাঁর পিতা (ইয়াসার মাক্কি) বলেছেন, "মুমিন বান্দা যদি কোনো ধরনের গুনাহ না করে, তারপর আল্লাহ তাআলার নামে কসম খেয়ে বলে, তিনি যেন তার জন্য পাহাড় স্থানান্তরিত করেন তবে তিনি তা-ই করবেন।"[৩৫১]

---

[৩৪৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩৪৯] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবীর, ১৮/৩৩০, সনদ সহীহ, মাওকুফ ও মারফুরূপে বর্ণিত।

[৩৫০] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৪৯৩, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৩৫১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

দ্বাদশ অনুচ্ছেদ

আনুগত্যের ওপর অবিচল থাকা

আল্লাহর আনুগত্যের দ্বারা দৃঢ়তা অবলম্বন

৩১১. ইমাম যুহরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

"যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তারপর অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা, তারপর বলে, তোমরা ভীত হোয়ো না, চিন্তিত হোয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য আনন্দিত হও।"[৩৫২]

তারপর বললেন, "আল্লাহর কসম, তোমরা আল্লাহর জন্য তাঁর আনুগত্যের ওপর অবিচল থেকো। শেয়ালের মতো চাতুরি ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ো না।"[৩৫৩]

---

[৩৫২] সূরা হা-মিম আস-সাজদা : ৩০।

[৩৫৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এই সনদের রাবীগণ সিকাহ (বিশ্বস্ত)।

আমৃত্যু আল্লাহর সঙ্গে কোনো-কিছু শরিক না করা

৩১২. সাঈদ ইবনু নিমরান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "তাঁরা কখনোই আল্লাহ তাআলার সঙ্গে কোনো-কিছুকে শরিক করেননি।"[৩৫৪]

ভালো কাজের বিনিময়ে দুনিয়া ও আখিরাতে প্রতিদান

৩১৩. আনাস ইবনু মালিক থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الْمُؤْمِنَ حَسَنَتَهُ يُثَابُ عَلَيْهَا الرِّزْقَ فِي الدُّنْيَا، وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ

"আল্লাহ তাআলা মুমিন বান্দার প্রতি তার ভালো কাজের প্রতিদান দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের জুলুম করেন না; ভালো কাজের বিনিময়ে দুনিয়াতে রিযক দান করেন এবং আখিরাতে পুরস্কার প্রদান করেন।"[৩৫৫]

একটি আয়াতের ব্যাখ্যা

৩১৪. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ-কে আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলতে শুনেছি— تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ "তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা" অর্থাৎ, মৃত্যুর সময় ফেরেশতা নেমে আসেন;

أَلَّا تَخَافُوا "তোমরা ভয় পেয়ো না।", অর্থাৎ, তোমাদের সামনে যা রয়েছে তাকে ভয় পেয়ো না;

وَلَا تَحْزَنُوا "এবং চিন্তিত হোয়ো না।", অর্থাৎ, দুনিয়াতে তোমরা যে ভুলভ্রান্তি করেছ তার জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না;

وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ "তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার জন্য আনন্দিত হও।"[৩৫৬],

---

[৩৫৪] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ২৪/৭৩, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩৫৫] মুসলিম, হাদীস নং ২৮০৮; আহমাদ, ৩/১২৫।

[৩৫৬] সূরা হা-মিম আস-সাজদা : ৩০।

অর্থাৎ, তাদেরকে তিনটি সুসংবাদ দেওয়া হবে : ১. মৃত্যুর সময়, ২. কবর থেকে পুনরুত্থিত করার সময় এবং ৩. যখন তারা ভয় পাবে তখন।

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ "আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে।"[৩৫৭],

অর্থাৎ, তাঁরা তাদের সঙ্গে থাকবেন।"[৩৫৮]

কিয়ামাত-দিবসের সঙ্গী

৩১৫. আল্লাহ তাআলার বাণী,

نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

"আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে।"[৩৫৯]

মানসুর ইবনু মু'তামার থেকে বর্ণিত, মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "তাদের সঙ্গী (ফেরেশতাগণ) কিয়ামাতের দিন তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এবং বলবেন, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করার আগ পর্যন্ত আমরা তোমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হব না।"[৩৬০]

কারও সততার দ্বারা তার সন্তান ও পরবর্তী বংশধর সৎ হয়

৩১৬. মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলা বান্দার সততার দ্বারা তাদের সন্তান ও নাতি-নাতনিদেরও সৎ বানান। আল্লাহ তাকে তার ঘরে নিরাপদ রাখেন এবং তার আশেপাশে যত ঘর আছে, সে যতদিন ওখানে থাকে, সেগুলোকেও নিরাপদ রাখেন।"[৩৬১]

সৎ বান্দাদের ঘর থাকে শয়তানমুক্ত

৩১৭. তালহা ইবনু মুসাররাফ বলেন, আমি খাইসামা ইবনু আবদির রহমান রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি "আল্লাহ তাআলা সৎ বান্দার ওসিলায় ঘর

[৩৫৭] সূরা হা-মিম আস-সাজদা : ৩১।
[৩৫৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৩৫৯] সূরা হা-মিম আস-সাজদা : ৩১।
[৩৬০] এই হাদীসের সনদ দুর্বল।
[৩৬১] আহমাদ, ৪/২৮৬, ২৮৮; আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৩/১৪৮, সনদ সহীহ।

থেকে শয়তানকে বিতাড়িত করেন।"[৩৬২]

পিতার সততার কারণে বালকেরা নিরাপদ

৩১৮. আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا

"এবং তাদের পিতা ছিল সৎ।"[৩৬৩]

সাঈদ ইবনু যুবাইর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "ছেলে দুটিকে তাদের বাবার সততার কারণে নিরাপদ রাখা হয়েছে। কিন্তু তাদের নিজেদের কোনো সততার কোনো কথা বলা হয়নি।" [৩৬৪]

---

[৩৬২] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/১১৭, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৩৬৩] সূরা আল-কাহফ : ৮২।

[৩৬৪] আবূ দাউদ, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৩৪৬, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

ত্রয়োদশ অনুচ্ছেদ

মুমিনের জন্য জমিনের আবেগ

পাহাড় ও জমিন ভালো-মন্দ কথা শোনে

৩১৯. আউন ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "এক পাহাড় আরেক পাহাড়কে বলে, তোমার পাশ দিয়ে কি আজ আল্লাহর কোনো যিকরকারী গিয়েছে? ওই পাহাড় যদি জবাব দেয়, হ্যাঁ, গিয়েছে, তবে সে আনন্দিত হয়।" তারপর আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু তিলাওয়াত করলেন—

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَـٰنُ وَلَدًا ﴿٨٨﴾ لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ﴿٩٠﴾ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدًا ﴿٩١﴾

"তারা বলে, দয়াময় (আল্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন। তারা তো এমন-এক বিভৎস বিষয়ের অবতারণা করেছে, যাতে আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে, পৃথিবী খণ্ডবিখণ্ড হবে এবং পর্বতরাজি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে, কারণ তারা দয়াময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করে।"[৩৬৫]

তারপর তিনি বললেন, "তুমি কি ভেবেছ যে এগুলো (আকাশ, পৃথিবী, পাহাড়) শুধু

---

[৩৬৫] সূরা মারইয়াম : ৮৮-৯১।

মিথ্যা কথাই শোনে, সত্য ও ভালো কথা শোনে না?" [৩৬৬] (অর্থাৎ, এগুলো মিথ্যা কথা যেমন শোনে, তেমনি সত্য ও ভালো কথাও শোনে।)

সাজদার ব্যাপারে জমিনের সাক্ষ্য

৩২০. সাওর ইবনু ইয়াযীদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত হুযাইল গোত্রের একজন আযাদকৃত গোলাম বলেছেন, "বান্দা যে ভূখণ্ডে কপাল রেখে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে সাজদা দেয়, কিয়ামাতের দিন ওই ভূখণ্ড তার সাজদার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। শুধু তা-ই নয়, তার মৃত্যুর দিন সে ভূমি কান্নাও করবে।" তিনি বলেছেন, "একদল মানুষ কোনো স্থানে যাত্রাবিরতি করলে ওই স্থান হয় তাদের জন্য শান্তি ও বরকতের দুআ করে আর নয়তো অভিসম্পাত করে।"[৩৬৭] (যদি তারা নেক আমল করে তবে তাদের জন্য শান্তি ও বরকতের দুআ করে, আর যদি বদ আমল করে তা হলে তাদের অভিসম্পাত করে।)

মাটির কথোপকথন

৩২১. জাফর ইবনু যাইদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "প্রতি সকালে ও প্রতি সন্ধ্যায় ভূখণ্ডগুলো পরস্পর ডাকাডাকি করে : অ্যাই প্রতিবেশী, তোমার ওপর কি আজ কোনো বান্দা আল্লাহ তাআলার উদ্দেশে সালাত পড়েছে? অথবা তোমার ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় আল্লাহর যিকর করেছে?" কোনো ভূখণ্ড বলে, হ্যাঁ, কোনো ভূখণ্ড বলে, না। যদি কোনো ভূখণ্ড হ্যাঁ বলে, তবে প্রশ্নকারী ভূখণ্ড নিজের ওপর তাকে মর্যাদাবান মনে করে।"[৩৬৮]

সৎ বান্দার মৃত্যুতে জমিনের কান্না

৩২২. আলি ইবনু আবী তালিব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোনো সৎ বান্দা মারা গেলে যে জমিনের ওপর সে সালাত পড়ত ওই জমিনটুকু তার জন্য কাঁদে। আসমান ও জমিনের যে পথ দিয়ে তার আমলনামা ওঠানো হতো, সে পথটিও কাঁদে।" তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন—

---

[৩৬৬] সূরা মারইয়াম : ৮৮-৯১। হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/৭৯, মাওকুফ।

[৩৬৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩৬৮] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ

"আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্য কাঁদেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হয়নি।"[৩৬৯]-[৩৭০]

আল্লাহর সঙ্গে শিরক করার ফলে জমিনের অনুর্বরতা

৩২৩. গালিব ইবনু আজরাদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মাসজিদে মিনায় বসে সিরিয়ার এক লোক আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা পৃথিবী সৃষ্টি করলেন এবং পৃথিবীতে গাছপালা সৃষ্টি করলেন। তখন আদম-সন্তানেরা পৃথিবীর যে গাছের কাছেই যেত, তা থেকেই উপকৃত হতো। অথবা, ওই গাছে তাদের জন্য উপকারী বিষয় থাকত। পৃথিবী ও গাছপালার অবস্থাটা এমনই ছিল। কিন্তু একসময় আদম-সন্তানদের পাপাচারী লোকেরা ওই ভয়াবহ ও জঘন্য বাক্য উচ্চারণ করল, তারা বলল, 'আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন।' যখন তারা এই কথা বলল, তখন থেকেই জমিন শুকিয়ে অনুর্বর হয়ে পড়ল এবং গাছপালা হয়ে গেল কাঁটাযুক্ত।"[৩৭১]

জমিন চল্লিশ দিন কাঁদে

৩২৪. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "জমিন মুমিন বান্দার মৃত্যুতে চল্লিশ সকাল কাঁদে।"[৩৭২]

বান্দার যিকরে উদ্‌বেলিত জমিন

৩২৫. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন কোনো ভূখণ্ডে সালাতের দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা হয় অথবা আল্লাহর যিকর করা হয়, তখন ওই ভূখণ্ড আশপাশের ভূখণ্ডের ওপর গৌরববোধ করে। আল্লাহর যিকরের দ্বারা জমিন তার সাত স্তর পর্যন্ত আনন্দে উদ্‌বেলিত হয়ে ওঠে। বান্দা সালাতে দাঁড়ালে ওই ভূখণ্ড তার জন্য সজ্জিত হয়।"[৩৭৩]

---

[৩৬৯] সূরা দুখান : ২৯।

[৩৭০] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩৭১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩৭২] ওয়াকিহ ইবনুল জাররাহ, কিতাবুয় যুহদ, হাদীস নং ৮৩, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩৭৩] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

বান্দার মৃত্যু, জমিনের কান্না

৩২৬. আওযাঈ থেকে বর্ণিত, আতা খুরাসানি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "বান্দা জমিনের যে অংশে আল্লাহর উদ্দেশে সাজদাবনত হয়, ওই ভূখণ্ড কিয়ামাতের দিন তার সাজদার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে। এমনকি সে যেদিন মারা যাবে, সেদিন ওই ভূখণ্ড কাঁদবেও।"[৩৭৪]

ফেরেশতাদের ইমামতি

৩২৭. সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন কোনো ব্যক্তি নির্জন ভূমিতে থাকে এবং ওজু করে, ওজুর পানি না পেলে তায়াম্মুম করে, তারপর আযান দেয়, তারপর ইকামাত দিয়ে সালাত পড়ে, তা হলে সে—তার দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত—আল্লাহর সৈনিকদের (ফেরেশতাদের) একটি কাতারের ইমামতি করে।"[৩৭৫]

সালাতে বান্দার অনুকরণে ফেরেশতা

৩২৮. সালমান ফারিসি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহর সৈনিকেরা (অর্থাৎ ফেরেশতারা) তার রুকূ করার সঙ্গে সঙ্গে রুকূ করে, তার সাজদা করার সঙ্গে সঙ্গে সাজদা করে এবং তার দুআর সঙ্গে সঙ্গে আমীন বলে।"[৩৭৬]

নির্জন ভূমিতে সালাত

৩২৯. কাসামা ইবনু যুহাইর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উম্মতের কেউ যদি নির্জন ভূমিতে থাকাবস্থায় সালাত কায়েম করে, তা হলে যতদূর মাটি দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত ফেরেশতারা তার পেছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ায়।"[৩৭৭]

দিগন্ত পর্যন্ত ফেরেশতাদের সালাত

৩৩০. কা'ব আহবার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি সফর

---

[৩৭৪] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/১৯৫,সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৩৭৫] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/২০৪, ২০৫, সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৩৭৬] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৩৭৭] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

অবস্থায় আযান ও ইকামাত দিয়ে সালাত পড়ে, তার পেছনে সুদূর দিগন্ত পর্যন্ত ফেরেশতারা সালাত পড়ে। আর যে ব্যক্তি আযান না দিয়ে শুধু ইকামাত দেয়, তার সঙ্গে কেবল তার সঙ্গী দুই ফেরেশতা সালাত পড়ে।"[৩৭৮]

সালাত আদায়কারীর জন্য সজ্জিত জমিন

৩৩১. হারুন ইবনু রিয়াব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "নিশ্চয় জমিন সালাত আদায়কারীর জন্য সজ্জিত হয়। তোমাদের কেউ যেন সালাতের মধ্যে তা স্পর্শ না করে। যদি বাধ্য হয়ে স্পর্শ করতেই হয়, তবে একবারই। জমিনকে ওইভাবে রেখে দেওয়া তার জন্য এক শ উট মান্নত করা থেকেও উত্তম।"[৩৭৯]

---

[৩৭৮] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৬/৩২, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৩৭৯] হাদীসটির সনদ সহীহ,মাওকুফ ও মারফূরূপেও বর্ণিত।
অর্থাৎ জমিন থেকে কোনো কঙ্কর বা পাথর না সরানোটাই তার জন্য উত্তম। কারণ, হাদীসে এসেছে যে ব্যক্তি নামাযে কঙ্কর স্পর্শ করল সে অহেতুক কাজ করল।(বিস্তারিত ফাতহুল বারি, ইবনু রজব হাম্বলি, অধ্যায় : আস-সালাত)-অনুবাদক।

চতুর্দশ অনুচ্ছেদ

যুবকদের জন্য আল্লাহর ওয়াদা

সৎ যুবককে আল্লাহর স্বীকৃতি

৩৩২. ইয়াযীদ ইবনু মাইসারা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "ওহে যুবক, তুমি তো আমার জন্য কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করেছ, আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যৌবন বিলিয়ে দিয়েছ—তুমি আমার কাছে আমার একজন ফেরেশতার মতোই।"[৩৮০]

বাহাত্তর-জন সিদ্দীকের সমান প্রতিদান

৩৩৩. মুরিহ ইবনু মাসরুক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে যুবক দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদ ও হাসি-তামাশা পরিত্যাগ করবে এবং তার যৌবনকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করবে—তবে যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম—আল্লাহ তাআলা তাকে বাহাত্তর-জন সিদ্দীকের সমপরিমাণ প্রতিদান দেবেন।"[৩৮১]

আল্লাহ মুমিন যুবকের কসম পূর্ণ করেন

৩৩৪. উকবা ইবনু আমির সুলামি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "যদি মুমিন যুবক

---

[৩৮০] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/২৩৭, ইয়াযীদ পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৩৮১] মুরিহ ইবনু মাসরুক থেকে বর্ণিত আসার।

আল্লাহ তাআলার নামে কসম খায় তবে আল্লাহ সেই কসম পূর্ণ করেন।"[৩৮২]

যুবকের জন্য আল্লাহর বিস্ময়বোধ

৩৩৫. উকবা ইবনু আমির জুহানি রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা ওই যুবকের জন্য বিস্মিত বোধ করেন, যার আমোদ-প্রমোদের প্রতি কোনো ঝোঁক নেই।"[৩৮৩]

মুমিন মুমিনের জন্য কাঠামোর মতো

৩৩৬. আবূ মূসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا فِي بَعْضٍ

'মুমিন মুমিনের জন্য একটি কাঠামোর মতো, তারা পরস্পরকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখে।' তারপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক হাতের আঙুলগুলোকে অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখালেন।"[৩৮৪]

মূসা আলাইহিস সালাম-এর একটি ঘটনা

৩৩৭. আবদুল্লাহ ইবনু আবিল হুযাইল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আম্মার ইবনু ইয়াসির রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঙ্গীদের কাছে এলেন। তাঁরা তখন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাঁরা বললেন, হে আমাদের আমীর, আপনি তো আজ দেরি করে ফেলেছেন! তিনি বললেন, আজ তোমাদের একটি কাহিনি শোনাব। আগেকার জামানায় তোমাদের এক ভাই ছিলেন, তিনি হলেন মূসা আলাইহিস সালাম। তিনি একবার বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, এই দুনিয়ায় আপনার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ কে তা আমাকে জানান।" আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞেস করলেন, "কেন?" তিনি বললেন, "আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালোবাসতে চাই।" আল্লাহ বললেন, "জানাচ্ছি : দুনিয়ার এক

---

[৩৮২] সনদ হাসান, মাওকুফ।

[৩৮৩] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/২৭০, দুর্বল সনদে মাওকুফরূপে এবং হাসান সনদে মারফুরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

[৩৮৪] বুখারি, হাদীস নং ১৩৬৫, ২৩১৪, ৫৬৮০, ৫৬৮১, ৭০৩৮; মুসলিম, হাদীস নং ৬৭৫০।

প্রান্তে এক লোক ছিল, সে আমার ইবাদাত করত। দুনিয়ার অপর প্রান্তে তার এক ভাই তার কথা জানত; কিন্তু তাকে চিনত না। এই প্রান্তের বান্দাটির কোনো বিপদ হলে তা যেন অপর প্রান্তের বান্দাটির ওপরও আপতিত হতো। এ বান্দা কোনো দুঃখ পেলে সেই দুঃখ যেন ওকেও আক্রান্ত করত। ওই বান্দা এই বান্দাকে কেবল আমার জন্যই ভালোবাসত। দুনিয়াতে ওই বান্দাই হলো আমার সবচেয়ে প্রিয়।" তারপর মূসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, "হে আমার প্রতিপালক, আপনি নিজেই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অথচ আপনি নিজেই তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন!" তখন আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে ওহি প্রেরণ করলেন, "হে মূসা, তুমি ফসল ফলাও।" মূসা আলাইহিস সালাম ফসল রোপণ করলেন, ফসলে পানি দিলেন, দেখাশোনা করলেন, শেষে ফসল কেটে আনলেন এবং মাড়াই করলেন।" তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে মূসা, তোমার ফসলের কী অবস্থা?" তিনি বললেন, "ফসল তুলেছি।" আল্লাহ বললেন, "তার থেকে কিছু কি ফেলে দাওনি?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যাতে কোনো উপকার নেই (যা চিটা) তা ফেলে দিয়েছি।" আল্লাহ বললেন, "একইভাবে আমি কেবল ওই ধরনের লোকদেরকেই জাহান্নামে প্রবেশ করাব, যাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।"[৩৮৫]

তিনটি বিষয় পারস্পরিক ভালোবাসা অটুট রাখে

৩৩৮. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "কিছু বিষয় তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার ভালোবাসাকে পবিত্র ও সতেজ রাখে। তার মধ্যে তিনটি হলো : দেখা হওয়ামাত্র তাকে সালাম দেওয়া; তার প্রিয় নাম ধরে তাকে ডাকা এবং মজলিসে তার জন্য জায়গা করে দেওয়া।"[৩৮৬]

---

[৩৮৫] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৩৮৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং দুর্বল সনদের সঙ্গে মারফুরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

মুমিন হবে চলার সাথি

আল্লাহর জন্য মানুষকে ভালোবাসা

৩৩৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসো, আল্লাহ তাআলার জন্য অপছন্দ করো, আল্লাহর তাআলার জন্য শত্রুতা পোষণ করো, আল্লাহ তাআলরা জন্য বন্ধুত্ব করো। কারণ এগুলো ছাড়া আল্লাহ তাআলার বন্ধুত্ব অর্জন করা যাবে না। এগুলো না করে যত সালাত ও রোজাই রাখা হোক না কেন, ঈমানের স্বাদ পাবে না। কিন্তু বর্তমান সময়ে পার্থিব কারণে মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়। এ ধরনের বন্ধুত্বকারীরা কিয়ামাতের দিন এর জন্য কোনো প্রতিদান পাবে না।"[৩৮৭]

মানুষকে তার তাকওয়ার সমপরিমাণ ভালোবাসা

৩৪০. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, একজন আনসারি সাহাবি বলেছেন, "মানুষকে তাদের তাকওয়ার সমপরিমাণ ভালোবাসো। জেনে

[৩৮৭] ইবনু আবিদ্‌ দুনইয়া, আল-ইখওয়ান, ২২, এর সমার্থবোধক হাদীস শক্তিশালী সনদের সঙ্গে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে।

রেখো, দুনিয়াবিমুখতা অর্জন করতে না পারলে কুরআন তিলাওয়াত কখনও ইখলাসপূর্ণ হবে না। আল্লাহর আনুগত্যের সময় পরিপূর্ণ বিনীত হও। পাপাচারের সময় প্রচণ্ড কঠোর হও (তা যেন তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে)। যেসব কারণে তুমি মৃত ব্যক্তিদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হও সেসব কারণে জীবিত ব্যক্তিদের প্রতিও ঈর্ষান্বিত হও।"[৩৮৮]

আল্লাহর যিকরকারীদের সঙ্গে ওঠাবসার নির্দেশ

৩৪১. মালিক ইবনু মিগওয়াল রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম বললেন, "হে আমার সাথিগণ, পাপাচারীদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করার দ্বারা আল্লাহ তাআলরা কাছে প্রিয় হও। যে-সকল বিষয় তোমাদেরকে পাপাচারীদের থেকে দূরে রাখে সে-সকল (ভালো) কাজ দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করো। তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থেকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করো।" তাঁরা বললেন, হে রূহুল্লাহ, তা হলে কাদের সঙ্গে ওঠাবসা করব? তিনি বললেন, "যাদের দেখলে আল্লাহ তাআলার কথা স্মরণ হয়, যাদের কথা তোমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, যাদের আমল তোমাদেরকে আখিরাতের প্রতি আগ্রহী করে তোলে, তোমরা তাদের সাথে ওঠাবসা করো।"[৩৮৯]

দুনিয়ার আলোচনার বদলে আল্লাহর যিকর

৩৪২. আবূ উমর মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাস বলেন, গিফার গোত্রের লোকেরা দুনিয়াবি আলোচনায় ব্যস্ত ছিল। তখন তাদের একজন ব্যক্তি তাদের উদ্দেশে বললেন, "তোমরা আল্লাহ তাআলার যিকর দ্বারা দুনিয়াবি আলোচনা থেকে বিরত হও।"[৩৯০]

আল্লাহর যিকরকারীদের মর্যাদা

৩৪৩. আউন ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যুদ্ধ থেকে পালিয়ে যাওয়া লোকদের ওপর লড়াইকারীর মর্যাদা যেমন, উদাসীনদের ভিড়ে আল্লাহকে স্মরণকারীর মর্যাদা তেমনই।"[৩৯১]

---

[৩৮৮] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৫১১, মাওকুফ।

[৩৮৯] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৫৪।

[৩৯০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৩৯১] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৪২৮, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

অসৎ সঙ্গীর চেয়ে একাকী থাকা উত্তম

৩৪৪. আবূ মূসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একাকী থাকার চেয়ে সৎসঙ্গী উত্তম এবং অসৎ সঙ্গীর চেয়ে একাকী থাকা উত্তম। সৎসঙ্গী হলো আতরের মালিকের মতো; সে যদি তোমাকে আতর নাও দেয় তবু তার ঘ্রাণ পাবে। আর অসৎ সঙ্গী হলো কামারের মতো; সে যদি তোমাকে পোড়াতে নাও চায় তবু তার গন্ধ (আগুনের স্ফুলিঙ্গ) গায়ে লাগবে। অন্তরকে 'কলব' বলা হয় তার পরিবর্তনের কারণে। অন্তর হলো মরুভূমিতে পাখির একটি পালকের মতো, বাতাস যখন-তখন পালকটিকে উড়িয়ে নিয়ে গাছের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়, তাকে উলট-পালট করে দেয়।"[৩৯২]

সঙ্গীদেরকে গাফেল না বানানোর প্রার্থনা

৩৪৫. আবূ মুলাইকাহ রহিমাহুল্লাহ ও অন্যরা বলেছেন, লুকমান আলাইহিস সালাম বলতেন, "হে আল্লাহ, তুমি আমার সঙ্গীদেরকে এমন গাফেল বানিয়ো না : যখন আমি তোমাকে স্মরণ করি তারা আমাকে সাহায্য করবে না, যখন আমি তোমাকে ভুলে যাব তারা আমাকে তোমার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে না, যখন আমি তাদের কোনো নির্দেশ দেব তারা আমার কথা শুনবে না এবং যখন আমি চুপ থাকব তখন তারা আমাকে কষ্ট দেবে।"[৩৯৩]

অসৎ পরিবারে অসৎ মানুষ

৩৪৬. উবাইদ ইবনু উমাইর রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি জেনেছি যে, নবি দাঊদ আলাইহিস সালাম বলতেন, "হে আল্লাহ, তুমি আমাকে অসৎ পরিবার দিয়ো না, তা হলে আমিও অসৎ হয়ে পড়ব।"[৩৯৪]

মানুষে-মানুষে শত্রুতা

৩৪৭. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমাদের সময়ে একজন আরেকজনের সাথে দেখা করলে মনে হতো যেন আপন ভাইয়ের সাথে দেখা করছে। কিন্তু আজ তোমরা একজন আরেকজনের সাথে

---

[৩৯২] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/১৬৪, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩৯৩] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২০৮, হাদীসটির সনদ ইবনু আবী মুলাইকা পর্যন্ত সহীহ।

[৩৯৪] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৭১। উবাদাই ইবনু উমাইর পর্যন্ত সনদ সহীহ।

দেখা হলে এমন ভাব করো, মনে হয় যেন একজন অপরজনের শত্রু।"[৩৯৫]

পারস্পরিক বন্ধন ছিন্ন করা গর্হিত কাজ

৩৪৮. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "(মানুষ) ইদানীং আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, পারস্পরিক বন্ধন ছিন্ন করছে। অথচ আল্লাহ তাআলা পরস্পরের অন্তরের মধ্যে হৃদ্যতা সৃষ্টি করেছেন। মানুষদের হৃদয়ের মাঝে নৈকট্য সৃষ্টি হলে কোনো-কিছুই সেগুলোকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে না। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন—

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"এবং তিনি তাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের অন্তরে হৃদ্যতা সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে প্রীতি সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৩৯৬]

আল্লাহ তাআলার জন্যই ভালোবাসা

৩৪৯. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "(সাহাবিগণ) আল্লাহ তাআলার জন্যই পরস্পরকে ভালোবাসতেন।"[৩৯৭]

মুমিন ছাড়া অন্য-কারও সাহচর্যে না থাকার নির্দেশ

৩৫০. আবূ সাঈদ খুদরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছেন— لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ "মুমিন ছাড়া অন্য-কারও সাহচর্যে থেকো না এবং মুত্তাকি ছাড়া কেউ যেন তোমার খাবার না খায়।"[৩৯৮]

---

[৩৯৫] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৩৯৬] বুখারি, আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ২৬২, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৩৯৭] ইবনু আবিদ্ দুনইয়া, আল-ইখওয়ান, হাদীস নং ১৪, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৩৯৮] বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ১৩/৬৮-৬৯, সনদ হাসান।

অজুহাতের সঙ্গে মিশ্রিত মিথ্যাচার

৩৫১. আবদুল্লাহ ইবনু আউন মুযানি বলেন, আমি এবং শুআইব অজুহাত পেশ করলাম ইবরাহীম নাখঈ রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে। তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যিনি বলেছেন, “অজুহাত পেশ করা ছাড়াই আমি তোমার অজুহাত গ্রহণ করলাম। কারণ, অজুহাতের সঙ্গে মিথ্যাচারের মিশ্রণ থাকে।”[৩৯৯] (আমি চাই না যে, তোমরা মিথ্যাচারের আশ্রয় নাও।)

আল্লাহর জন্য ভালোবেসে আপ্যায়ন

৩৫২. দাহহাক রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَضِفْ بِطَعَامِكَ مَنْ تُحِبُّ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

“এমন ব্যক্তিকে আপ্যায়ন করাও যাকে তুমি আল্লাহ তাআলার জন্য ভালোবাসো।”[৪০০]

---

[৩৯৯] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/২২৪, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৪০০] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

জবানকে সংযত রাখা

আল্লাহকে ভয় করে কথা বলা

৩৫৩. উমর ইবনু যর রহিমাহুমুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ فَاتَّقَى اللَّهَ امْرُؤٌ عَلِمَ مَا يَقُولُ

“নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বক্তার জিহ্বার প্রতি দৃষ্টি রাখেন। তাই প্রত্যেকেই যেন আল্লাহকে ভয় করে চলে। কারণ, সে যা বলে আল্লাহ তাআলা তা সবই জানেন।”[৪০১]

ভালো কথা বলা অথবা চুপ থাকা

৩৫৪. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

“আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে যেন তার

---

[৪০১] বায়হাকি, শুআবুল ঈমান, ৯/২৮৭, হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছে সে যেন ভালো কথা বলে, অথবা চুপ থাকে।”[৪০২]

জিহ্বা ধরে অনুশোচনা

৩৫৫. যাইদ ইবনু আসলাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর জিহ্বা টেনে ধরে বলেছেন, “এটাই আমার সর্বনাশ করেছে।”[৪০৩]

জিহ্বার প্রতি বান্দার ক্রোধ

৩৫৬. সাঈদ ইবনু ইয়াস জুরাইরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে দেখলাম তিনি ঘরের খুঁটি ও দরজার মাঝখানে তাঁর জিহ্বার ডগা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। আর বলছেন, “আফসোস তোমার জন্য, সত্য ও ভালো কথা বলো, তা হলে লাভবান হবে। অথবা মিথ্যা ও খারাপ কথা বলা থেকে বিরত থাকো, তা হলে নিরাপদ থাকবে।” তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, “হে ইবনু আব্বাস, কী ব্যাপার? আপনি জিহ্বা ধরে আছেন যে?” তিনি বললেন, “আমি জানতে পেরেছি যে, কিয়ামাতের দিন বান্দা তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্রুদ্ধ হবে তার জিহ্বার ওপর।”[৪০৪]

খেলতে যেতে অনুমতি না দেওয়া

৩৫৭. বকর ইবনু মাঈয থেকে বর্ণিত, রবী' ইবনু খুসাইম রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে তাঁর মেয়ে এসে বলল, “আব্বু, খেলতে যাই?” তিনি কোনো জবাব দিলেন না। মেয়েটি বারবার একই কথা বলতে লাগল। তাঁর কোনো কোনো সঙ্গী বললেন, অনুমতি দিয়ে দিন না! খেলতে চলে যাক। তখন তিনি বললেন, “ওকে খেলতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া আমার ওপর এখন ফরয না।”[৪০৫]

---

[৪০২] বুখারি, ৫৬৭২, ৩১৫৩; মুসলিম, ১৮২, ৪৬১০।

[৪০৩] মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ২/৯৮৮, হাদীস নং ১৭৮৮, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪০৪] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ১৮৯, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৪০৫] হান্নাদ ইবনুস সারি, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ১১২৮, সনদ হাসান, মাওকুফ।

কল্যাণকর কথা বলা অথবা চুপ থাকা

৩৫৮. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও বিচার-দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও বিচার-দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ও বিচার-দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন কল্যাণকর কথা বলে, অথবা চুপ থাকে।"[৪০৬]

সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের কারণ জিহ্বা

৩৫৯. আদি ইবনু হাতিম রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মানুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য তার দুই চোয়ালের মাঝখানে রয়েছে। আর সেটা হলো তার জিহ্বা।"[৪০৭]

কবিতা লিখে রাখা অপছন্দ করা

৩৬০. আবুদ দুহা বলেন, মাসরূক রহিমাহুল্লাহ-কে একটি কবিতার লাইন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি ব্যাপারটি অপছন্দ করলেন। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "আমার পাণ্ডুলিপিতে কবিতা লেখা থাকুক, এমনটা আমার পছন্দ নয়।"[৪০৮]

বাচ্চাদের সাথেও মিথ্যে কথা না বলা

৩৬১. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "কেউ যদি তার বাচ্চাকে এভাবে লোভ দেখিয়ে ডাকে, "আসো, তোমাকে একটা মজার জিনিস দেব।" তারপর না দেয়, তা হলে তার নামে একটি মিথ্যাচার লেখা হয়।" [৪০৯]

---

[৪০৬] এই হাদীসের সনদ দুর্বল। তবে অনুরূপ হাদীস সহীহ সনদের সঙ্গে ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

[৪০৭] হাদীসটি দুর্বল সনদের সঙ্গে মাওকুফরূপে বর্ণিত। তবে ভিন্ন সনদে মারফুরূপেও বর্ণিত হয়েছে। সেই সনদের রাবীগণ সবাই সহীহ হাদীসের রাবী।

[৪০৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এই সনদের রাবীগণ সিকাহ (বিশ্বস্ত)।

[৪০৯] দারিমি, সুনান, ২/২৯৯; হাকিম, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

অহেতুক কথাবার্তা থেকে সতর্কতা

৩৬২. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, “অহেতুক কথা বোলো না, খবরদার। যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু বলাই যথেষ্ট।”[৪১০]

উদ্দেশ্য-সাধনের নিকৃষ্ট পন্থা

৩৬৩. আবূ কিলাবা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবূ মাসঊদ আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু-কে জিজ্ঞেস করা হলো, “মানুষের ধারণাভিত্তিক দাবির ব্যাপারে আপনি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কী বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, রাসূল বলেছেন, بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ “তা মানুষের উদ্দেশ্যসাধনের নিকৃষ্ট পন্থা।”[৪১১]

বেশি কথায় বেশি পাপ

৩৬৪. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, “কিয়ামাতের দিন ওইসব লোকের পাপ সবচেয়ে বেশি হবে, যারা অহেতুক কথাবার্তায় নিজেদেরকে ডুবিয়ে রাখে।”[৪১২]

যা শোনে তা-ই বলা মিথ্যাচারী হওয়ার জন্য যথেষ্ট

৩৬৫. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, “কারও মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, সে যা শোনে তা-ই অন্যদের কাছে বলে বেড়ায়।”[৪১৩]

যে চুপ থাকে সে বেঁচে যায়

৩৬৬. খালিদ ইবনু আবী ইমরান রহিমাহুল্লাহ বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেকক্ষণ তাঁর জিহ্বা ধরে রাখলেন। তারপর ছেড়ে দিয়ে বললেন,

أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ هَذَا، رَحِمَ اللهُ عَبْدًا قَالَ خَيْرًا وَغَنِمَ، أَوْ سَكَتَ عَنْ سُوءٍ فَسَلِمَ

“এটা নিয়ে তোমাদের জন্য দুশ্চিন্তা হয়। আল্লাহ তাআলা ওই বান্দার প্রতি

---

[৪১০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এই সনদের রাবীগণ সিকাহ (বিশ্বস্ত)।

[৪১১] বুখারি, আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৭৬২, সনদ সহীহ। আলবানি, আস-সিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস নং ৮৬৬।

[৪১২] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[৪১৩] মুসলিম, ৭, ৯,১০, ১১; আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ১৬২, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

রহম করেছেন যে ভালো কথা বলেছে ও লাভবান হয়েছে অথবা খারাপ কথা না বলে চুপ থেকেছে, ফলে বেঁচে গেছে।"[৪১৪]

কথার মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেললে করণীয়

৩৬৭. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ-এর কাছে একদল লোক এসে তাদের জন্য সুপারিশ করতে অনুরোধ জানাল। তাঁর সঙ্গে যে তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে সে কথাও উল্লেখ করল। উমর ইবনু আবদিল আযীয কেবল বললেন, হুঁ। তারপর তারা তাদের প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করল। তখন তিনি বললেন, 'দেখা যাক।' এই কথা শুনে তারা যেন মনে কষ্ট পেয়ে চলে গেল। পরে তিনি তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিলেন।"[৪১৫]

দ্বীন খুইয়ে ঘরে ফেরা

৩৬৮. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কেউ কেউ দ্বীনকে সাথে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়, তারপর এর পুরোটাই হারিয়ে ঘরে ফেরে। সে এমন লোকের কাছে যায়, যে তার জন্য বা তার নিজের জন্য কোনো উপকার করার বা কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখে না। তারই উদ্দেশে সে (কসম খেয়ে) বলে, "আপনি তো এটা পারেন, ওটা পারেন।" কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে, তার প্রয়োজনের কিছুই পূরণ করতে পারে না। এভাবে সে নিজের ওপর আল্লাহ তাআলাকে অসন্তুষ্ট করে।" [৪১৬] (ফলে সে তার দ্বীন খুইয়ে ফেলে।)

কথাকে কাজেরই অংশ মনে করা

৩৬৯. উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "কথাকে যে কাজের অংশ মনে করে, তার কথা কমে যায়।"[৪১৭]

---

[৪১৪] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪/২৮৬, ২৮৭, হাদীসটি মুরসাল বা মু'দালরূপে বর্ণিত। হাদীসটি বুখারি ও মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ, যদিও তাঁরা তা সংকলন করেননি। ইমাম যাহাবি তাঁকে সমর্থন করেছেন।

[৪১৫] সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ সরাসরি উমর ইবনু আবদিল আযীয রহিমাহুল্লাহ থেকে হাদীস শোনেননি।

[৪১৬] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৮/১১৮, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪১৭] ইবনু আবী আসিম, কিতাবুয্ যুহ্দ, হাদীস নং ৬১, দঈফ।

জিহ্বাকে অধিকাংশ সময় বন্দি করে রাখা দরকার

৩৭০. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে জিনিসটাকে সবচেয়ে বেশি সময় ধরে কারাবন্দি করে রাখা দরকার, তা হলো জিহ্বা।"[৪১৮]

চুপ থাকলে মুক্তি মেলে

৩৭১. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, مَنْ صَمَتَ نَجَا "যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়।"[৪১৯]

নিরাপত্তার দুআ

৩৭২. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমরা হাদীস থেকে জেনেছি যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দুআর একটি অংশ ছিল এরকম—اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ "হে আল্লাহ, নিরাপদ রাখুন, নিরাপদ রাখুন।"[৪২০]

মুমিনের হৃদয় কোমল

৩৭৩. মাকহুল ইবনু আবী মুসলিম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمُؤْمِنُونَ هَيِّنُونَ لَيِّنُونَ، كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، الَّذِي إِنْ قِيدَ انْقَادَ، وَإِذَا أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ

"মুমিনরা হলো সহজ-সরল ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী; শান্তশিষ্ট উটের মতো, যখন তাকে সামনে চালানো হয়, সে চলে। যখন তাকে পাথুরে ভূমির ওপর বসানো হয়, সে বসে।"[৪২১]

আল্লাহর বড়োত্ব ও মহিমা প্রকাশের কিছু পন্থা

৩৭৪. আবূ মূসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল

---

[৪১৮] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহ্দ, হাদীস নং ১৬২, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪১৯] তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৫০১, সনদ হাসান। আলবানি, আস-সিলসিলাতুস সহীহা, ৫৩৬।

[৪২০] অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

[৪২১] ইবনু মাজাহ, সুনান, হাদীস নং ৪৩, মুরসালরূপে বর্ণিত; তবে সহীহ সনদের সঙ্গে মুত্তাসিলরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامُ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالِي فِيهِ، وَلَا الْجَافِي عَنْهُ، وَذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

"আল্লাহ তাআলার বড়োত্ব ও মহিমা প্রকাশের কিছু উপায় হলো বৃদ্ধ মুসলমানকে সম্মান করা; কুরআনের যে বাহক কুরআনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে না এবং একে পরিত্যাগ করে না, তাকে সম্মান করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে শ্রদ্ধা করা।"[৪২২]

মূর্খ লোকের অন্তর থাকে তার জিভের ডগায়

৩৭৫. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "পূর্বসূরিরা বলতেন, বুদ্ধিমান ব্যক্তির জিহ্বা থাকে তার অন্তরের পেছেন। যখন সে কথা বলতে চায়, ভেবেচিন্তে বলে। কথায় (উপকার) থাকলে তা ব্যক্ত করে, (অপকার) থাকলে চুপ থাকে। আর মূর্খ ব্যক্তির অন্তর থাকে তার জিভের ডগায়। মুখে যা আসে তা-ই বলে ফেলে, একটুও ভাবনা-চিন্তা করে না।"[৪২৩]

আবুল আশহাব বলেন, পূর্বসূরিরা বলতেন, "জিহ্বাকে যে সংযত রাখতে পারে না, তার দ্বীনের বুঝ নেই।"

---

[৪২২] আবূ দাউদ, সুনান, হাদীস নং ৪৮৪৩, হাদীসটি হাসান।

[৪২৩] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৪/৩৮, ৩৯; সনদ সহীহ, মাওকুফ।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

রহমানের বান্দা যারা

চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

৩৭৬. মাকহুল ইবনু আবী মুসলিম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَكُونُوا عَيَّابِينَ، وَلَا مَدَّاحِينَ، وَلَا طَعَّانِينَ، وَلَا مُتَمَاوِتِينَ

"মানুষের দোষ ধরে বেড়িয়ো না; অতিরিক্ত প্রশংসাও কোরো না; অপবাদ দিয়ো না এবং মরে যাওয়ার ভান কোরো না।"[৪২৪]

মানুষের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ প্রদান

৩৭৭. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কেউ সাক্ষাৎ করতে এলে তিনি মুসাফাহা করতেন। তিনি কখনও নিজের হাত আগে ছাড়িয়ে নিতেন না; ওই লোক চেহারা ঘুরিয়ে নেবার আগে নিজের চেহারা ঘুরিয়ে নিতেন না। তাঁর সঙ্গে বসা লোকের দুই হাতের সামনে কখনও নিজের দুই হাঁটু বাড়িয়ে দেননি তিনি।"[৪২৫]

---

[৪২৪] সনদ হাসান, মুরসালরূপে বর্ণিত।

[৪২৫] তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৪৯০, গরীব হাদীস।

বিনয় ও নম্রতা শ্রেষ্ঠ ইবাদাত

৩৭৮. আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তোমরা বিনয় ও নম্রতা নামক শ্রেষ্ঠ ইবাদাতকে উপেক্ষা করছ।"[৪২৬]

যার পেছনে মানুষ হাঁটে

৩৭৯. হাইসাম ইবনু খালিদ বলেন, আমি আমার চাচা সুলাইম-এর পেছনে ছিলাম। বাহনে চড়ে তখন আমাদের পাশে এলেন কুরাইব ইবনু আবরাহা, তার পেছন পেছন আসছিল একটি উটের বাচ্চা। সুলাইম চাচা তাকে বললেন, আবূ রিশদিন, উটের বাচ্চাটিকে আপনার পেছনে বহন করে নিতে পারলেন না? তিনি বললেন, এটাকে আবার বহন করার কী আছে? চাচা বললেন, তা হলে উটের বাচ্চাটিকে মাসজিদের ফটক পর্যন্ত আপনার সামনে রাখুন। তিনি বললেন, কেন? চাচা বললেন, ছোটো একটি বাচ্চা দেখলে কি তাকে আপনার পেছনে বহন করতেন না? তিনি বললেন, তা কেন করব? সুলাইম চাচা বললেন, আমি আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছি, "বান্দার পেছনে যতক্ষণ কেউ হাঁটে, বান্দা ততক্ষণ আল্লাহ তাআলা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।"[৪২৭]

অন্যের আত্মা আপন আত্মার মতোই

৩৮০. আবূ মুহাযযিম তামীমি বলেন, "আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু দেখলেন একটি লোক বাহনে চড়ে আসছে এবং একটি বালক তার পেছনে দৌড়ে দৌড়ে আসছে। তিনি তখন লোকটিকে বললেন, এই যে আল্লাহর বান্দা! ছেলেটাকে বাহনে তুলে নাও, সে তো তোমার ভাই। তার আত্মা তোমার আত্মার মতোই। ফলে লোকটি ছেলেটিকে বাহনে উঠিয়ে নিল।"[৪২৮]

অশ্লীল কথা ও গালি পরিহার করা

৩৮১. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গালি-গালাজ করতেন না, অশ্লীল কথা বলতেন না।"[৪২৯]

---

[৪২৬] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ১৬৪, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪২৭] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/২২১, সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৪২৮] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৪২৯] বুখারি, হাদীস নং ৩৩৬৬, ৩৫৪৯, ৫৬৮২, ৫৬৮৮।

ইবনু হাইওয়াহ বলেছেন, فَحَّاشًا-এর জায়গায় فَاحِشًا বলেছেন। অর্থাৎ, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খারাপ কথা বলতেন না। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ কারও দোষারোপ করতে চাইলে বলতেন, "তার কপাল তো লাভবান হয়নি।"

রহমানের বান্দাগণের বৈশিষ্ট্য

৩৮২. ইয়াহইয়া ইবনু মুখতার থেকে বর্ণিত, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন—وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا "রহমানের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে বিচরণ করে বিনম্রভাবে।" তারপর বললেন, "মুসলিমরা হলো বিনয়ী জাতি। আল্লাহর কসম, তাদের কান, চোখ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে বিনয় প্রকাশ পায়। এমনকি মূর্খরা তাদের অসুস্থ ভাবে। আল্লাহর কসম, তাদের মধ্যে কোনো অসুস্থতা নেই। নিশ্চয় তারা সবচেয়ে পরিশুদ্ধ অন্তরের অধিকারী। তাদের মধ্যে আল্লাহভীতি রয়েছে, যা অন্যদের মধ্যে নেই। আখিরাতের জ্ঞান তাদেরকে দুনিয়া থেকে বিমুখ করে দিয়েছে। (রহমানের বান্দারা) বলেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের দুঃখ দূর করেছেন।' আল্লাহর কসম, এটা মানুষের সাধারণ দুঃখ নয়। যে-সকল (আমল) দিয়ে (আল্লাহর বান্দারা) দিয়ে তারা জান্নাত প্রত্যাশা করে তা তাদের কাছে কঠিন ও দুঃসাধ্য হয় না। জাহান্নামের ভয় তাদেরকে কাঁদায়।

যে ব্যক্তি আল্লাহর তাআলার পক্ষ থেকে সান্ত্বনা পায় না, দুনিয়ার ওপর আফসোসের কারণে তার অন্তর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। খাদ্য বা পানীয় ছাড়া আল্লাহ তাআলার আর কোনো নিয়ামাত সে দেখতে পায় না, তার জ্ঞান কমে যায় এবং তার কাছে শাস্তি উপস্থিত হয়।"[৪৩০]

আল্লাহ তাআলা সবাইকে লক্ষ করছেন

৩৮৩. আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি একটি নতুন চাদর পরে সেটা দেখতে লাগলাম। তখন আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তুমি কি জানো না যে আল্লাহ তাআলা তোমাকে দেখছেন?"[৪৩১]

---

[৪৩০] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ১৯/২২, সনদ দঈফ, মাওকুফ।
[৪৩১] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

পর্দা দেখে দুনিয়ার কথা মনে পড়া

৩৮৪. আযরা ইবনু আবদির রহমান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আয়িশা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর ঘরে ঢুকে দরজায় একটি পর্দা দেখতে পেলেন। তাতে বিভিন্ন ছবি আঁকা ছিল। তখন তিনি বলেন—

يَا عَائِشَةُ، أَخِّرِيهِ فَإِنِّي إِذَا رَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا

"আয়িশা, পর্দাটা নামিয়ে ফেলো। এটা দেখলেই দুনিয়ার কথা মনে পড়ে যায়।"[৪৩২]

জুতার ফিতার কারণে মনোযোগে ব্যঘাত

৩৮৫. আবুন নাদর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেল। কেউ একজন নতুন জুতার ফিতা নিয়ে এল। তিনি তখন সালাত পড়ছিলেন। সালাতে থেকেই তিনি নতুন ফিতাগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন। সালাত শেষ করে তিনি বললেন, انْزِعُوا هَذَا، وَاجْعَلُوا الأَوَّلَ مَكَانَهُ "এই নতুনগুলো নিয়ে যাও, তার জায়গায় আগের (ফিতাগুলোই) লাগিয়ে দাও।" জিজ্ঞেস করা হলো, তা কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ?" তিনি বললেন, إِنِّي كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا أُصَلِّي "সালাত পড়া অবস্থায় সেগুলোর দিকে দৃষ্টি চলে যাচ্ছিল। "[৪৩৩]

---

[৪৩২] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[৪৩৩] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

সালাতে যাওয়া ও মাসজিদে অবস্থান করার ফজিলত

সালাতের উদ্দেশে প্রতিটি পদক্ষেপ একটি সদাকা

৩৮৬. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ

"প্রতিটি ভালো কথা এক একটি সদাকা। সালাতের উদ্দেশে প্রতিটি পদক্ষেপ এক একটি সদাকা।"[৪৩৪]

আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মাসজিদে আসা

৩৮৭. হাবীব ইবনু আবী সাবিত রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আগেকার সময়ে) এই কথা বলা হতো, "তোমরা আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর ঘরে এসো। আল্লাহর ঘরে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করাটাই উত্তম। আসলে আল্লাহ তাআলাই সত্য সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন।"[৪৩৫]

---

[৪৩৪] বুখারি, ২৭৩৪, ২৮২৭; মুসলিম, ২৩৮২।

[৪৩৫] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ১/৬১, সনদ সহীহ, মাওকুফ।

মাসজিদে উঁচু আওয়াজে কথা বলা যাবে না

৩৮৮. সা'দ ইবনু ইবরাহীম তাঁর পিতা রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু মাসজিদে বসে থাকা এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন। তার উদ্দেশে তিনি বললেন, "তুমি কি জানো এখন তুমি কোথায় আছো?"[৪৩৬]

মাসজিদে অনর্থক কথা না বলা

৩৮৯. উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী জাফর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَجَابَ دَاعِيَ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ عِمَارَةَ مَسَاجِدِ اللَّهِ، كَانَتْ تُحْفَتُهُ بِذَلِكَ مِنَ اللَّهِ الْجَنَّةَ ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا حُسْنُ عِمَارَةِ مَسَاجِدِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا يُرْفَعُ فِيهَا صَوْتٌ، وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا بِالرَّفَثِ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেয়, আল্লাহ তাআলার মাসজিদগুলোর কাঠামো (পরিবেশ) সুন্দর রাখে, এর বিনিময়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপহার হলো জান্নাত।" জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাআলার মাসজিদসমূহের পরিবেশ সুন্দর রাখার অর্থ কী? তিনি বললেন : "মাসজিদে কণ্ঠস্বর উঁচু না করা এবং অশ্লীল কথাবার্তা না বলা।"[৪৩৭]

সালাতের অপেক্ষায় থাকার ফজিলত

৩৯০. সুহাইল ইবনু হাসসান কালবি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বান্দা যতক্ষণ মাসজিদে বসে থাকে ততক্ষণে একটি তেজি ঘোড়া পুরো পা ছড়িয়ে দৌড়ে জান্নাতে যতটুকু জায়গা অতিক্রম করতে পারবে, আল্লাহ তাকে (জান্নাতে) ততটুকু জায়গা দান করবেন। এবং ফেরেশতাগণ তার ওপর শান্তি ও রহমত বর্ষণের দুআ করতে থাকবে। আর তার নামে আল্লাহর পথে পাহারা দেওয়ার সাওয়াব লেখা হবে।"[৪৩৮]

---

[৪৩৬] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৩৭] সনদ সহীহ, মুরসাল।

[৪৩৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত। এই প্রসঙ্গে বহু সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

যুদ্ধের প্রস্তুতি

৩৯১. আল্লাহ তাআলার বাণী,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করো, ধৈর্য ধারণে প্রতিযোগিতা করো এবং সদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো।"[৪৩৯]

দাউদ ইবনু সালিহ বলেন, আবূ সালামা ইবনু আবদির রহমান রহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, "ভাতিজা, আয়াতটি কেন নাযিল হয়েছে, জানো?" আমি বললাম, "না।" তিনি বললেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে সারাক্ষণই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা লাগত। যেন এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করার মতো।"[৪৪০]

পাপ ঝরে পড়ে যেসব আমলের জন্য

৩৯২. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَفَّارَاتِ، وَذَلِكَ الرِّبَاطُ، وَذَلِكَ الرِّبَاطُ

"কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ভালোভাবে ওজু করলে পাপ মুছে যায়। বেশি বেশি মাসজিদে গেলে পাপ ঝরে পড়ে। এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্য অপেক্ষা করলেও পাপ ঝরে যায়। তা আল্লাহর পথে পাহারার সমতুল্য, তা আল্লাহর পথে পাহারার সমতুল্য।"[৪৪১]

প্রতিটি পদক্ষেপের বদলে দশটি নেকি

৩৯৩. উকবা ইবনু আমির জুহানি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[৪৩৯] সূরা আ ল ইমরান : ২০০।

[৪৪০] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ৪/১৪৮, মাওকুফ।

[৪৪১] মুসলিম, হাদীস নং ৬১০; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ১/৮৯, ৯০, হাদীস নং ১৩৯। হাদীসটির সনদ মুনকাতি; কিন্তু হাদীসের মতন সহীহ।

مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، كُتِبَ لَهُ كَاتِبَاهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَالْقَاعِدُ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ كَالْقَانِتِ، وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

"যে ব্যক্তি মাসজিদের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয়, তার সঙ্গের দুইজন লেখক ফেরেশতা মাসজিদের পথে প্রতিটি পদক্ষেপের বদলে তার জন্য দশটি নেকি লেখেন। আর যে ব্যক্তি মাসজিদে সালাতের অপেক্ষায় বসে আছে সে ইবাদাতকারীর মতোই; সে বাড়িতে ফিরে আসার আগ পর্যন্ত তাকে মুসল্লি হিসেবে গণ্য করা হয়।"[৪৪২]

সালাতের জন্য অপেক্ষাকারীও সালাতের মধ্যে রয়েছে

৩৯৪. মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মাসজিদে অবস্থানকারী ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে সালাতরত ব্যক্তির সমতুল্য যে মনে করে না, সে জ্ঞানী নয়।"[৪৪৩]

আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দা

৩৯৫. খালিদ ইবনু মা'দান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেন—

إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْمُتَحَابُّونَ بِحُبِّي، وَالْمُعَلَّقَةُ قُلُوبُهُمْ فِي الْمَسَاجِدِ، وَالْمُسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا أَرَدْتُ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعُقُوبَتِهِمْ ذَكَرْتُهُمْ، فَصَرَفْتُ الْعُقُوبَةَ عَنْهُمْ بِهِمْ

"আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা তারাই যারা আমার ভালোবাসার কারণেই পরস্পরকে ভালোবাসে, যাদের অন্তর মাসজিদের সঙ্গে লেগে থাকে, যারা ভোরবেলায় ক্ষমা প্রার্থনা করে। আমি জমিনের বাসিন্দাদেরকে শাস্তি দিতে চাইলে, ওই বান্দাদের কথা উল্লেখ করি, তারপর তাদের কারণে সবার থেকে শাস্তি ফিরিয়ে নিই।"[৪৪৪]

---

[৪৪২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১/২১১, সনদ হাসান।

[৪৪৩] সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৪৪] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৫/২১২, খালিদ ইবনু মা'দান পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।

পাঁচ জিনিস থেকে মাসজিদকে পবিত্র রাখতে হবে

৩৯৬. মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মাসজিদগুলোকে অবশ্যই পাঁচটি জিনিস থেকে পবিত্র রাখতে হবে : ১. মাসজিদে দণ্ডবিধি বাস্তবায়ন করা যাবে না; ২. খুন-জখমের কিসাস গ্রহণ করা যাবে না; ৩. কবিতা আবৃত্তি করা যাবে না; ৪. হারানো-বস্তুর ঘোষণা দেওয়া যাবে না এবং ৫. মাসজিদকে বাজারে পরিণত করা যাবে না।"[৪৪৫]

মাসজিদে পাশের-জনের সাথেও কথা না বলা

৩৯৭. মূসা ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কখনও কখনও আমি আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ ও আনসারি সাহাবি ইয়াযীদ ইবনু শুরাহবীল আমিরি রদিয়াল্লাহু আনহুমা-কে আসরের পর মাসজিদে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখেছি। কিন্তু সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত তাঁরা একে অন্যের সাথে কথা বলতেন না।"[৪৪৬]

তিন ব্যক্তির কথা বাদে সব কথাই অনর্থক

৩৯৮. আবদুল্লাহ ইবনু মুহাইরিয রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "তিন ব্যক্তির কথা ছাড়া মাসজিদে সব ধরনের কথাই অনর্থক : ১. সালাতরত ব্যক্তি (সালাতে যা কিছু বলে থাকে); ২. আল্লাহর যিকরকারী এবং ৩. অধিকার আদান-প্রদানকারী।"[৪৪৭]

মাসজিদে বান্দা আল্লাহর সঙ্গে ওঠাবসা করে

৩৯৯. আবদুল্লাহ মুআযযিন বলেন, আমি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি মাসজিদে বসল, সে যেন তার রবের সঙ্গেই বসল।"

মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম বলেন, "মাসজিদে অবস্থানকারী ব্যক্তির দায়িত্ব হলো শুধুই কল্যাণকর কথা বলা।"[৪৪৮]

---

[৪৪৫] সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৪৪৬] সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৪৪৭] সনদ হাসান, মাওকুফ।
[৪৪৮] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত।

উদাসীনভাবে মাসজিদে না যাওয়া

৪০০. আবদুর রহমান ইবনু জুবাইর রহিমাহুল্লাহ বলেন, আবূ বকর সিদ্দীক রদিয়াল্লাহু আনহু একটি সেনাবাহিনীকে শামে পাঠাতে প্রস্তুত করলেন। তাদের উদ্দেশে বললেন, "তোমরা শামে যাচ্ছ, তা এমন ভূমি যাতে অনেক কল্যাণ রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সেই ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করবেন, তোমরা ওখানে অনেক মাসজিদ নির্মাণ করবে। যদি অবহেলা-ভরে ও উদাসীনভাবে মাসজিদে যাও, তা হলে কিন্তু আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তা জানবেন। অহংকার ও ঔদ্ধত্য থেকে দূরে থেকো।"[৪৪৯]

কিয়ামাতের দিন পরিপূর্ণ আলোর ব্যবস্থা

৪০১. ইদরীস খাওলানি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "যারা অন্ধকারে মাসজিদে যায়, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের পেছনে পরিপূর্ণ আলোর ব্যবস্থা করবেন।"[৪৫০]

অসুস্থ অবস্থায় ও বৈরী আবহাওয়ায় মাসজিদে যাওয়া

৪০২. সা'দ ইবনু উবাইদা বলেন, "আবূ আবদুর রহমান সুলামি রহিমাহুল্লাহ অসুস্থ থাকা অবস্থায় বৃষ্টি ও কাদার মধ্যেও তাঁকে মাসজিদে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতেন।"[৪৫১]

সালাতের জন্য অপেক্ষার ফজিলত

৪০৩. আতা ইবনু সায়িব বলেন, আমরা আবূ আবদুর রহমান সুলামি-র কাছে গেলাম। তিনি তখন মাসজিদে ছিলেন। তাঁকে বললাম, বিছানায় গিয়ে বিশ্রাম নিলেই তো পারতেন, ক্লান্তিও দূর হতো। তিনি তখন বললেন, জনৈক ব্যক্তি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ

"যতক্ষণ কেউ সালাতের স্থানে সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ সে

---

[৪৪৯] সনদ দঈফ, মাওকুফ।

[৪৫০] হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত; এটির সমার্থবোধক হাদীস সহীহ সনদের সঙ্গে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে। আবূ দাউদ, সুনান, হাদীস নং ৫৫৭; ইবনু মাজাহ, সুনান, হাদীস নং ৭৭৯।

[৪৫১] হাদীসটির সনদ সহীহ।

সালাতরত বলেই গণ্য হয়।"[৪৫২]

অন্ধকার রাতে মাসজিদে যাওয়ার প্রতিদান

৪০৪. ইবরাহীম নাখঈ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "পূর্বসূরিরা বলতেন, অন্ধকার রাতে (মাসজিদে) গেলে (জান্নাত) আবশ্যক হয়ে যায়।"[৪৫৩]

মানুষ জানে না কোনটাতে রয়েছে কল্যাণ

৪০৫. উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আমি কি আমার পছন্দনীয় নাকি অপছন্দনীয় অবস্থায় সকালে উপনীত হলাম, তা নিয়ে কোনো পরোয়া করি না। কারণ, আমার পছন্দনীয় বিষয়ে কল্যাণ আছে নাকি অপছন্দনীয় বিষয়ে, তা তো আমি জানি না।"[৪৫৪]

প্রাপ্তি বড়ো নাকি অপ্রাপ্তি?

৪০৬. মা'মার থেকে বর্ণিত। সালিহ ইবনু মিসমারকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা আমাকে যেসব নিয়ামাত দিয়েছেন, সেগুলো বড়ো? নাকি যা আমার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছেন, সেগুলো বড়ো?—তা আমি জানি না।"[৪৫৫]

---

[৪৫২] হাদীসটির সনদ সালিহ।

[৪৫৩] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৪/২২৫, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৪৫৪] হাদীসটির সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[৪৫৫] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

অন্তিম মুহূর্তের উপদেশ

আল্লাহর ওপর ভরসাই সবকিছু

৪০৭. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহিমাহুল্লাহ বলেন, "সালমান ফারিসি ও আবদুল্লাহ ইবনু সালাম রদিয়াল্লাহু আনহুমা একত্র হলেন। তাঁদের একজন অপরজনকে বললেন, "আপনি যদি আমার আগেই আপনার রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তা হলে (স্বপ্নযোগে) আমার সাথে দেখা করে জানাবেন কেমন আছেন। আর আমি যদি আপনার আগে আমার রবের সাক্ষাতে চলে যাই, তা হলে আমি স্বপ্নযোগে আপনার সাথে দেখা করে জানাব।" তাঁদের একজন মারা যাওয়ার পর অপরজনের সাথে স্বপ্নযোগে সাক্ষাৎ করে বললেন, "তাওয়াক্কুল করুন, আর সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমি তাওয়াক্কুলের মতো আর কিছু দেখিনি।" কথাটি তিনি তিনবার বললেন।"[৪৫৬]

একটি গুরুত্বপূর্ণ দুআ

৪০৮. মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযিদ রহিমাহুল্লাহ হাদীসটি মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন,

---

[৪৫৬] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২০৫, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَا يَنْفَعُنِي حُبُّهُ عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ مَا رَزَقْتَنِي مِمَّا أُحِبُّ، فَاجْعَلْهُ لِي قُوَّةً فِيمَا تُحِبُّ، وَمَا زَوَيْتَ عَنِّي مَا أُحِبُّ، فَاجْعَلْهُ لِي فَرَاغًا فِيمَا تُحِبُّ

"হে আল্লাহ, আমাকে আপনার ভালোবাসা দান করুন। যা কিছুর ভালোবাসা আমার উপকারে আসবে, সে-সবকিছুর ভালোবাসা দান করুন। হে আল্লাহ, আমার পছন্দের যা কিছু আপনি আমাকে দিয়েছেন, আপনার পছন্দের কাজ করার ক্ষেত্রে সেসবকে আমার জন্য শক্তিতে পরিণত করুন। আমার পছন্দের যা কিছু আপনি দূরে সরিয়ে নিয়েছেন সেসব শূন্য জায়গায় আপনার পছন্দের সবকিছু বসিয়ে দিন।"[৪৫৭]

মজলিস থেকে ওঠার দুআ

৪০৯. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার সময় এই দুআগুলো পাঠ করতেন—

اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ رَحْمَتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا

"হে আল্লাহ! আমাদেরকে তোমার এমন ভয় দান করো, যা আমাদের ও তোমার অবাধ্যতার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে; তোমার এমন আনুগত্য করার সামর্থ্য দাও, যা আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছে দেবে; এমন সন্দেহমুক্ত ঈমান দাও, যা দুনিয়ার মুসিবতগুলোকে আমাদের কাছে তুচ্ছ করে দেবে! আমাদের শ্রবণশক্তি দিয়ে উপকৃত হতে দাও, দৃষ্টিশক্তি ও শারীরিক শক্তি থেকে উপকৃত হতে দাও, যতদিন তুমি আমাদের বাঁচিয়ে রাখো! এসব শক্তিকে আমাদের ওয়ারিশ বানিয়ে দাও! আমাদের জালিমদের বিরুদ্ধে আমাদের ক্রুদ্ধ করে তোলো! আমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করো; আমাদের দ্বীন-পালনে কোনো মুসিবত রেখো না; দুনিয়া যেন আমাদের সবচেয়ে বড়ো

[৪৫৭] হাদীসটির সনদ হাসান। তিরমিযি, সুনান, ৩৪৯০। তিনি বলেছেন, এটা হাসান গরীব হাদীস।

ভাবনার বস্তু না হয়; আমাদের জ্ঞানের লক্ষ্য যেন দুনিয়া না হয়; আমাদের ওপর এমন কাউকে চাপিয়ে দিয়ো না, যে আমাদের ওপর দয়া করবে না!"[৪৫৮]

মৃত্যুর আগে বান্দার শাস্তি প্রত্যক্ষ করা

৪১০. কাসীর ইবনু সুওয়াইদ রহিমাহুল্লাহ জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন, তিনি আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বলতে শুনেছেন, "বান্দাকে যে শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে, সেই শাস্তি প্রত্যক্ষ না করা পর্যন্ত কোনো বান্দাই দুনিয়া থেকে বেরিয়ে যাবে না (বা মৃত্যুবরণ করবে না)।"[৪৫৯]

মৃত্যুসংবাদ প্রচার না করার অনুরোধ

৪১১. রবী' ইবনু খুসাইম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমার (মৃত্যুর) ব্যাপারে কাউকে টের পেতে দিয়ো না। আমাকে আমার রবের কাছে গোপনে রেখে এসো।"[৪৬০]

কবরের ভীতি

৪১২. শা'বী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু যখন আহত হলেন, তখন তাঁর জন্য দুধ পাঠানো হলো। তিনি দুধ পান করলেন, কিন্তু জখম দিয়ে বেরিয়ে গেল। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তাঁর পাশে যাঁরা বসে ছিলেন, তারা তাঁর প্রশংসা করতে শুরু করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি দুনিয়াতে যেভাবে এসেছি সেভাবেই খালি হাতে বেরিয়ে যেতে চাই। বিশ্বের সবকিছুই যদি আজ আমার মালিকানায় থাকত, তবে কবরের ভীতি থেকে বাঁচার জন্য আমি তা সদাকা করে দিতাম।[৪৬১]

মৃত্যুর পর দ্রুত দাফন করার নির্দেশ

৪১৩. আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। আমি তাঁর মাথা উঠিয়ে কোলের ওপর রাখলাম। এরপর তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি বললেন, আমার

---

[৪৫৮] হাদীসটির সনদ হাসান। তিরমিযি, সুনান, ৩৫০২। তিনি বলেছেন, এটা হাসান গরীব হাদীস।

[৪৫৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৪৬০] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্দ, ৩৪০, হাদীসটির সনদ হাসান, মাওকুফ।

[৪৬১] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাত, ৩/৫, হাদীসটির সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

মাথাটা মাটিতে রাখো। এই বলে আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন। আমি তাঁর মাথা কোলে নিলাম। আবার তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। বললেন, যা করতে বলেছি, তা-ই করো। আমার মাথা জমিনে রাখো। তখন আমি বললাম, আব্বু, আমার কোল ও জমিন তো একই কথা! তিনি বললেন, "হারিয়ে যাক তোমার মা, যা করতে বলেছি, তা-ই করো। আমার মাথা জমিনে রাখো। আর শোনো, আমি মারা গেলে খুব দ্রুত আমাকে কবরে রেখে আসবে। যেখানে আমাকে রেখে আসছ সেটা হয়তো কল্যাণকর হবে; অথবা হবে অকল্যাণকর—যে অকল্যাণ তোমরা তোমাদের ঘাড় থেকে (কবরে) নামিয়ে রাখছ।"[৪৬২]

ক্ষমা না করা হলে ধ্বংস অনিবার্য

৪১৪. উসামা ইবনু যাইদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর ছেলেকে বললেন, "ছেলে আমার, আমার মুখমণ্ডল মাটির ওপর রেখে দাও। হয়তো আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি রহম করবেন।" আবদুল্লাহ ইবনু উমর মাটি দিয়ে তাঁর দুই গাল মুছে দিলেন। তারপর তিনি একেবারে হুঁশ হারিয়ে ফেললেন। ইবনু উমর বলেন, "আমি তাঁর মাথা কোলের ওপর রাখলাম। তখন তিনি হুঁশ ফিরে পেয়ে বললেন, আমার মুখমণ্ডল মাটির ওপর রেখে দাও, হয়তো আল্লাহ তাআলা আমাকে রহম করবেন। তারপর বললেন, ধ্বংস হোক উমর, ধ্বংস হোক তার মা, যদি তাকে ক্ষমা না করা হয়।"[৪৬৩]

আল্লাহর পক্ষ থেকে দূতের অপেক্ষায়

৪১৫. মা'মার বলেন, ইবরাহীম নাখঈ রহিমাহুল্লাহ মৃত্যুর সময় কাঁদতে শুরু করলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, কাঁদছেন কেন? তিনি বলেন, "আমি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একজন দূতের অপেক্ষা করছি, যিনি আমাকে হয়তো জান্নাতের সংবাদ দেবেন নয়তো জাহান্নামের।"[৪৬৪]

---

[৪৬২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত; অন্য সনদে এর সমার্থবোধক হাদীস মুত্তাসিলরূপে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাত, ৩/৩৬০ ও ৩/৩৫৯।

[৪৬৩] হাদীসটির সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[৪৬৪] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/২২৪, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

মানুষের মৃত্যুই কিয়ামাত

৪১৬. হাম্মাদ ইবনু সাঈদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন আবূ আতিয়্যার মৃত্যু উপস্থিত হলো, তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছেন? তিনি বললেন, পাব না কেন? মৃত্যুই তো কিয়ামাত। এরপর আমার অবস্থা কী হবে, তা তো আমি জানি না।"[৪৬৫]

আল্লাহর ক্ষমা ছাড়া আর কিছু যথেষ্ট নয়

৪১৭. আবূ নাওফাল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমর ইবনুল আস রদিয়াল্লাহু আনহু মৃত্যুশয্যায় গালে হাত রেখে বললেন, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের যা কিছুর নির্দেশ দিয়েছেন তা আমরা ছেড়ে দিয়েছি এবং যা কিছু থেকে নিষেধ করেছেন তা আমরা করে ফেলেছি। তাই আপনার ক্ষমা ছাড়া কোনো-কিছুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তিনি কথাগুলো বারবার বলছিলেন আর এই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করলেন।"[৪৬৬]

মৃত্যুর আগে আমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কথা

৪১৮. আবদুর রহমান ইবনু শিমাসা বলেন, আমর ইবনুল আস রদিয়াল্লাহু আনহু-এর মৃত্যু উপস্থিত হলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। তখন আবদুল্লাহ তাঁকে বললেন, কাঁদছেন কেন? মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছেন নাকি? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছি না; কিন্তু মৃত্যুর পরে (কী ঘটবে তার জন্য ভয় পাচ্ছি)। আবদুল্লাহ তাঁকে বললেন, আপনি তো ভালো কাজ করতেন ও সত্যপথের ওপর (অটল) ছিলেন। তিনি তাঁকে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহচর্য ও শামদেশ বিজয়ের কথা মনে করিয়ে দিলেন। তখন আমর ইবনুল আস রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি তো (একসময়) এর চেয়েও বড়ো জিনিস ছেড়ে দিয়েছি। তা হলো 'লা ইলাহা ইল্লালাহ'র সাক্ষ্য। ভালো করেই জানি যে, আমি তিনটি অবস্থায় ছিলাম। প্রথমে ছিলাম কাফির। তখন আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সবচেয়ে কঠোর ছিলাম। সে সময় মারা গেলে জাহান্নাম আমার জন্য অবধারিত হয়ে যেত। তারপর যখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে বাইআত নিলাম, তখন আমি তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল ছিলাম। লজ্জার কারণে দুচোখ-ভরে

---

[৪৬৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/১৪, হাদীসটির সনদ দুর্বল, মাওকুফ।

[৪৬৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতে পারিনি। সে সময় আমি মারা গেলে মানুষ বলত, 'আমরের কল্যাণ হোক। সে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং সত্যের ওপর (অটল) থেকেছে। সে উত্তম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে। আশা করা যায় যে সে জান্নাত পাবে।' কিন্তু তারপর আমি এমন সব বিষয়ে জড়িয়ে গেছি যে, আমি জানি না সেগুলো আমার পক্ষে গেছে নাকি বিপক্ষে। তাই আমি মারা গেলে (তোমরা) আমার জন্য বিলাপ করবে না। আমাকে জাহান্নামের অনুগামী বানিয়ো না। গায়ের ওপর আমার চাদর ভালো করে বেঁধে দেবে। আমি অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হব। আমার ওপর হালকাভাবে মাটি ছড়িয়ে দেবে। আমার ডান পাশ বাম পাশের চেয়ে বেশি মাটির হকদার নয়। আমার কবরে তোমরা কাঠ বা পাথর কিছুই দিয়ো না। উট জবাই করে তার গোশত কাটতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় শুধু আমার কবরের পাশে বসবে। আমি তোমাদের থেকে ভালোবাসা কামনা করি।"[৪৬৭]

[৪৬৭] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাত, ৪/২৫৮, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

মুমিনের শেষ পরিণতি

মৃত্যুশয্যায় মানুষকে সুসংবাদ জানানো

৪১৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, "মানুষকে জীবদ্দশায় তার রবের ভয় দেখিয়ো। কিন্তু মৃত্যুশয্যায় তাকে সুসংবাদ জানাবে, যাতে সে আল্লাহর প্রতি সুধারণা নিয়ে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারে।"[৪৬৮]

মুমিন বান্দার জন্য মৃত্যুর সময় সুসংবাদ

৪২০. মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যখন কোনো বান্দার আত্মা তার কণ্ঠনালীতে চলে আসে তখন ফেরেশতারা তার কাছে এসে বলে, হে আল্লাহর ওলি, আস-সালামু আলাইকুম। আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি সালাম প্রেরণ করেছেন। তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করেন—

الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"পবিত্র থাকা অবস্থায়[৪৬৯] ফেরেশতাগণ যাদেরকে (মৃত্যুর মাধ্যমে) গ্রহণ করবেন তাদেরকে বলবেন, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমাদের আমলের

---

[৪৬৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[৪৬৯] অর্থাৎ, শিরকের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র থাকা অবস্থায়।

বদৌলতে জান্নাতে প্রবেশ করো।" [৪৭০]-[৪৭১]

মৃত্যুর পর রহমতপ্রাপ্ত বান্দাদের সাক্ষাৎ ও আলোচনা

৪২১. আবূ আইয়ূব আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কোনো বান্দা মারা গেলে আল্লাহ তাআলার রহমত-প্রাপ্ত বান্দারা তাঁর সাথে দেখা করে, ঠিক যেভাবে তারা দুনিয়াতে সুসংবাদ-প্রদানকারীর সাথে দেখা করত। তারা তার কাছে এসে নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করে। একজন আরেকজনকে বলে, ভাইটিকে বিশ্রাম নিতে দাও। সে অনেক বিপদের মধ্যে ছিল। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে, অমুক পুরুষ কী করেছে? অমুক মহিলা কী করেছে? সে মহিলা কি বিয়ে করেছে? তার আগে মারা গেছে, এমন কারও ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, সে তো আমার আগেই মারা গেছে। তখন তারা বলে ওঠে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। সে তো হাবিয়া[৪৭২] নামক বাসস্থানে চলে গেছে। তা কতই না নিকৃষ্ট বাসস্থান, কতই না নিকৃষ্ট আশ্রয়স্থল। তারপর তাদের সামনে ওই বান্দার আমলনামা পেশ করা হয়। আমলনামা ভালো দেখলে তারা আনন্দিত ও উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বলে, হে আমাদের প্রতিপালক, এটা আপনার বান্দার প্রতি আপনার নিয়ামাত। সুতরাং তা পূর্ণ করে দিন। যদি তা খারাপ দেখে তবে বলে, হে আল্লাহ, আপনি আপনার বান্দার (আমলনামা)-কে পুনরায় বিবেচনা করুন।"[৪৭৩]

জমিন মানুষের জন্য কাঁদে

৪২২. দাউদ ইবনু কাইস বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব কুরাযি রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "নিশ্চয় এই জমিন *কারও কারণে* কাঁদে আর *কারও জন্যে* কাঁদে। যে ব্যক্তি জমিনের ওপর আল্লাহর আনুগত্য করে জমিন তার জন্য কাঁদে। যে ব্যক্তি জমিনের ওপর নাফরমানি করে জমিন তার কারণে কাঁদে।" তারপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন,

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ

[৪৭০] সূরা নাহল : আয়াত ৩২।
[৪৭১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।
[৪৭২] হাবিয়া অর্থ গভীর গর্ত। এখানে জাহান্নামের নিম্নস্তর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
[৪৭৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ। আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এর সমার্থবোধক হাদীস সহীহ সনদের সঙ্গে মারফূরূপে বর্ণিত হয়েছে।

"আকাশ এবং পৃথিবী কেউই তাদের জন্য কাঁদেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেওয়া হয়নি।"[৪৭৪]-[৪৭৫]

মুমিন বান্দাদের আত্মাগুলো পাখির আকৃতিতে থাকবে

৪২৩. খালিদ ইবনু মা'দান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস বলেছেন, "মুমিন বান্দাদের আত্মাগুলো যুরযুর[৪৭৬] পাখির মতো থাকে, তারা পরস্পরকে চিনতে পারে। জান্নাতের ফল থেকে তারা রিযক পায়।"[৪৭৭]

জীবিত ব্যক্তিদের সংবাদ মৃতদের কাছে পৌঁছায়

৪২৪. উসমান ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত, সাঈদ ইবনু জুবাইর রহিমাহুল্লাহ তাঁকে বললেন, "আমার ভাতিজির সাথে একটু দেখা করতে চাই।" তিনি উসমানের স্ত্রী এবং আমর ইবনু আওসের মেয়ে। উসমান বলেন, "আমি অনুমতি দিলাম। এরপর তিনি আমার স্ত্রীর কাছে এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার স্বামী তোমার সাথে কেমন আচরণ করে?" আমার স্ত্রী জবাব দিলেন, "সাধ্যমতো আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে।"এটুকু বলে স্ত্রী আমার দিকে তাকাল। তারপর সাঈদ ইবনু জুবাইর রহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, "হে উসমান, তোমার স্ত্রীর সাথে সদাচার কোরো। তার সাথে যা-ই করো না কেন তার সংবাদ (তোমার মৃত-শ্বশুর) আমর ইবনু আওসের কাছে পৌঁছে যাবে।" আমি বললাম, "জীবিতদের সংবাদ কি মৃতদের কাছে পৌঁছায়?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, পৌঁছায়। মৃতব্যক্তির কাছে তার নিকটাত্মীয়দের সংবাদ পৌঁছানো হয়। সংবাদ যদি ভালো হয় তবে সে আনন্দিত হয়, উৎফুল্ল হয়, উচ্ছ্বসিত হয়। আর সংবাদ যদি খারাপ হয় তবে সে হতাশ হয়ে পড়ে, কষ্ট পায়। এমনকি সদ্য-মৃত্য-ব্যক্তি সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞেস করা হয়। বলা হয়, সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? তারা বলে, তাকে হাবিয়া নামক বাসস্থানে নিক্ষেপ করা হয়েছে।"[৪৭৮]

---

[৪৭৪] সূরা দুখান : আয়াত ২৯।

[৪৭৫] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ৩/২৪২। হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

[৪৭৬] স্টারলিং বা শালিক-জাতীয় পাখি।

[৪৭৭] মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ১/২৪০, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

[৪৭৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে

আত্মতৃপ্তির চেয়ে অনুশোচনা উত্তম

৪২৫. জাফর ইবনু হাইয়ান তাঁর কিছু সঙ্গী থেকে বর্ণনা করেন, মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু শিখখির রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "রাত জেগে ইবাদাত করার পর আত্মতৃপ্তি নিয়ে ভোরে জেগে ওঠার চেয়ে রাতের বেলা ঘুমানো এবং অনুতপ্ত হয়ে ভোরে জেগে ওঠা আমার কাছে উত্তম।"[৪৭৯]

দান করে প্রশংসা চাওয়া ঘৃণ্য কাজ

৪২৬. আবুস সালীল থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহিমাহুল্লাহ-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, "একজন মানুষ দান করে, ভালো কাজ করে; কিন্তু প্রতিদান ও প্রশংসা পেতে পছন্দ করে, তার ব্যাপারে আপনার কী মত?" জবাবে তিনি বললেন, "তুমি কি ঘৃণিত হতে পছন্দ করো?"[৪৮০]

জাহান্নামের জ্বালানি যারা

৪২৭. আব্বাস ইবনু আবদিল মুত্তালিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

---

[৪৭৯] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/২০০। হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

[৪৮০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

يَظْهَرُ هَذَا الدِّينُ حَتَّى يُجَاوِزَ الْبِحَارَ، وَحَتَّى يُخَاضَ بِالْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ يَأْتِي أَقْوَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا قَرَءُوهُ، قَالُوا: قَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ، فَمَنْ أَقْرَأُ مِنَّا؟ مَنْ أَعْلَمُ مِنَّا؟ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ فِي أُولَئِكَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ، وَأُولَئِكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

"এই দ্বীন বিজয়ী হবে, এমনকি সাগর-সমুদ্র পেরিয়ে যাবে এবং আল্লাহর পথে (মুজাহিদগণ) ঘোড়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর এমন জাতির আগমন ঘটবে যারা কুরআন পাঠ করবে। তারা যখন কুরআন পাঠ করবে, বলবে, আমাদের চেয়ে ভালো কুরআনপাঠক (ক্বারী) আর কে আছে? আমাদের চেয়ে জ্ঞানী আর কে আছে?" তারপর তিনি তাঁর সাহাবিগণের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কি ওইসব লোকের মধ্যে কোনো কল্যাণ দেখতে পাও?" তাঁরা বললেন, "না।" তিনি বললেন, "তারা তোমাদের মতোই; তারা এই উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তারাই হবে জাহান্নামের লাকড়ি।"[৪৮১]

ক্বারীদের মধ্যে অধিকাংশ মুনাফিক

৪২৮. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا

"আমার উম্মতের অধিকাংশ মুনাফিক হলো ক্বারীরা।"[৪৮২]

আমল-ইবাদাত নিয়তের ওপর নির্ভরশীল

৪২৯. দামরাতা ইবনু হাবীব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَرْفَعُونَ أَعْمَالَ الْعَبْدِ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ، يَسْتَكْثِرُونَهُ، وَيُزَكُّونَهُ حَتَّى يَبْلُغُوا بِهِ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنْ سُلْطَانِهِ، فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِمْ أَنَّكُمْ حَفَظَةٌ عَلَى عَمَلِ عَبْدِي، وَأَنَا رَقِيبٌ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ، إِنَّ عَبْدِي هَذَا لَمْ يُخْلِصْ لِي، وَلَمْ

---

[৪৮১] হাদীসটির সনদ দুর্বল।

[৪৮২] হাদীসটির সনদ সহীহ। বেশ কয়েকজন সাহাবি থেকে হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২২৮; মুসনাদ আহমাদ, ২/১৭৫।

يُخْلِصْ عَمَلَهُ فَاجْعَلُهُ فِي سِجِّينٍ، وَيَصْعَدُونَ بِعَمَلِ الْعَبْدِ يَسْتَقِلُّونَهُ، وَيَحْقِرُونَهُ حَتَّى يَنْتَهُوا بِهِ إِلَى حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ مِنْ سُلْطَانِهِ، فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِمْ أَنَّكُمْ حَفَظَةٌ عَلَى عَمَلِ عَبْدِي، وَأَنَا رَقِيبٌ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ، إِنَّ عَبْدِي هَذَا أَخْلَصَ عَمَلَهُ فَاكْتُبُوهُ فِي عِلِّيِّينَ

"আল্লাহ তাআলার কোনো-এক বান্দার আমল ওপরে ওঠানোর সময় ফেরেশতাগণ তা ভারী এবং পবিত্র মনে করতে থাকেন। অবশেষে তাঁরা তার আমলকে আল্লাহ তাআলার দরবারে পৌঁছিয়ে দেন। আল্লাহ তাআলা তখন ফেরেশতাদের প্রতি ওহি পাঠান : তোমরা আমার বান্দার আমলের হেফাজতকারী ছিলে আর আমি তার অন্তরের ব্যাপারে সম্যক অবগত। আমার এই বান্দা আমার প্রতি একনিষ্ঠ ছিল না। তার ইবাদাতও ইখলাসপূর্ণ ছিল না। সুতরাং তাকে সিজ্জিনে[৪৮৩] রাখো। ফেরেশতাগণ আল্লাহর অপর-এক বান্দার আমল নিয়ে ওপরে ওঠার সময় তার আমলকে হালকা ও তুচ্ছ মনে করেন। কিন্তু আল্লাহর দরবারে নেওয়ার পর আল্লাহ তাআলা তাঁদের প্রতি ওহি পাঠান : তোমরা আমার বান্দার আমলের হেফাজতকারী ছিলে আর আমি তার অন্তরের ব্যাপারে সম্যক অবগত। আমার এই বান্দার ইবাদাত ইখলাসপূর্ণ ছিল। সুতরাং তার নাম ইল্লিয়িনে[৪৮৪] লিখে দাও।"[৪৮৫]

কোনো বান্দার জন্য মানুষের প্রশংসা স্থিতিশীল নয়

৪৩০. রবী' ইবনু যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কা'ব আহবার রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর কসম, পৃথিবীর বুকে কোনো বান্দার প্রশংসা ততক্ষণ স্থায়ী হয় না, যতক্ষণ না তার প্রশংসা আসমানের অধিবাসীদের কাছে স্থায়ী হয়।" [৪৮৬]

আল্লাহর সন্তুষ্টির সংবাদ দুনিয়াবাসীর কাছে পৌঁছে যায়

৪৩১. মুত্তালিব ইবনু হানতাব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হলে জিবরাঈলকে ডাকেন। জিবরাঈল তখন অজ্ঞান

---

[৪৮৩] সিজ্জিন : সপ্ত জমিনের নিচে অবস্থিত একটি স্থান।

[৪৮৪] ইল্লিয়িন : সপ্তম আকাশের নাম অথবা সৎ বান্দাদের আমল সংরক্ষণকারী ফেরেশতাদের দফতর।

[৪৮৫] হাদীসটি দুর্বল সনদে বর্ণিত।

[৪৮৬] আবূ দাউদ, কিতাবুয যুহদ, ৪৭৫। হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

হয়ে পড়েন, আল্লাহ যতক্ষণ চান, ততক্ষণ (তিনি ওই অবস্থাতেই থাকেন)। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর বলেন, হে রাব্বুল আলামিন, আমি উপস্থিত। আল্লাহ বলেন, আমি অমুক বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তার প্রতি রহমত বর্ষণ করেছি। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আল্লাহ তাআলা অমুক বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ করেছেন। এই সংবাদ দুনিয়াতে পৌঁছে যায়।

ইমাম আওযাঈ বলেন, আমার ধারণা, মুত্তালিব ইবনু হানতাব আরও বলেছেন, "যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট হন তখনও অনুরূপ ঘটনা ঘটে।"[৪৮৭]

জান্নাতী ও জাহান্নামীর পরিচয়

৪৩২. আবুল জাওযা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَهْلِ النَّارِ؟ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْ مُلِئَتْ مَسَامِعُهُ مِنَ الثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَهُوَ يَسْمَعُ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنْ مُلِئَتْ مَسَامِعُهُ مِنَ الثَّنَاءِ السَّيِّئِ وَهُوَ يَسْمَعُ

"জান্নাত আর জাহান্নামের অধিবাসীদের কথা আমি কি তোমাদের জানাব না? সুন্দর প্রশংসা শুনতে শুনতে যাদের কান পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং তারা তা শোনার উপযুক্ত, তারাই জান্নাতী। আর যাদের কান নিন্দনীয় কথা (শুনতে শুনতে) পরিপূর্ণ হয় এবং তারা তা শোনার উপযুক্ত, তারাই জাহান্নামী।"[৪৮৮]

রাসূলগণের প্রতি ও মুমিনগণের প্রতি নির্দেশ

৪৩৩. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা মুমিনদের ওই নির্দেশই দিয়েছেন, যা তিনি দিয়েছিলেন নবিদেরকে। আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

---

[৪৮৭] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

[৪৮৮] আবূ দাঊদ, কিতাবুয যুহ্দ, ৫০৭। হাদীসটির মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।

"ওহে রাসূলগণ! পাক-পবিত্র জিনিস খাও এবং সৎকাজ করো।"[৪৮৯]

তিনি (আরও) বলেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদের যে-সমস্ত পাক-পবিত্র জিনিস দিয়েছি, সেগুলো খাও।"[৪৯০]

এরপর তিনি এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, দীর্ঘ সফরের দরুন যার চুল উশকোখুশকো, চেহারা ধুলামলিন; সে হাত দুটি আকাশের দিকে তুলে ধরে বলছে 'রব আমার, রব আমার!' কিন্তু তার খাবার হারাম, পোশাক হারাম, তা হলে, কীভাবে তার ডাকে সাড়া দেওয়া হবে?'[৪৯১]

উদাসীন মন নিয়ে দুআ করলে তা কবুল হয় না

৪৩৪. সালিহ ইবনু মিসমার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন,[৪৯২]

تَدْعُونِي وَقُلُوبُكُمْ مُعْرِضَةٌ، فَبَاطِلٌ مَا تَرْهَبُونَ

"তোমরা যদি গাফেল অন্তর নিয়ে আমাকে ডাকো তা হলে তোমাদের (আল্লাহ)-ভীতির কোনো মূল্যই নেই।"[৪৯৩]

বিশেষ দলের জন্য দুআ কবুল হবে না

৪৩৫. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এমন-এক যুগ আসবে যখন মুমিন বান্দা একটি গোষ্ঠীর জন্য দুআ করবে। ফলে তার দুআ কবুল করা হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তুমি নিজের বিশেষ পরিস্থিতির জন্য দুআ করো, আমি তোমার দুআ কবুল করব।' আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, 'কারণ তারা আমাকে অসন্তুষ্ট করেছে।'"[৪৯৪]

[৪৮৯] সূরা আল-মু'মিনূন : আয়াত ৫১।

[৪৯০] সূরা বাকারাহ : আয়াত ১৭২।

[৪৯১] মুসলিম, হাদীস নং ২৩৯৩; তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৯৮৯।

[৪৯২] একটি হাদীসে কুদসী।

[৪৯৩] সালিহ পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৪৯৪] হাদীসটির মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ অত্যন্ত দুর্বল।

মুনাফিকের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকে না

৪৩৬. মুহাম্মাদ ইবনু হামযা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

خَصْلَتَانِ لَا تَكُونَانِ فِي مُنَافِقٍ، حُسْنُ سَمْتٍ، وَلَا فِقْهٌ فِي الدِّينِ

"মুনাফিকের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য থাকে না : সুন্দর আচরণ এবং দ্বীনের গভীর জ্ঞান।"[৪৯৫]

রোজাদারের বৈশিষ্ট্য

৪৩৭. ইবনু জুরাইজ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলাইমান ইবনু মূসা রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "রোজা রাখলে নিজের কান, চোখ ও জিহ্বাকেও মিথ্যা থেকে বিরত রেখো। খাদেমকে কোনোরূপ কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থেকো। শান্ত ও ধীরস্থির থেকো। রোজা রাখার দিন ও রোজা না-রাখার দিনগুলোকে সমান পর্যায়ের কোরো না।" [৪৯৬]

প্রশ্নহীনভাবে তাকদীরকে মেনে নেওয়া

৪৩৮. মুতাররিফ ইবনু আবদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি একদিন ইমরান ইবনু হুসাইন রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলাম। তাঁকে বললাম, আমি আপনাকে যে অবস্থায় দেখছি, তার কারণে আপনার কাছে আর আসব না। তিনি বললেন, তা করো না। আল্লাহ তাআলা আমাকে যে অবস্থায় রাখতে চেয়েছেন, তা-ই আমার কাছে প্রিয়। জারীর বলেন, ইমরান ইবনু হুসাইন রদিয়াল্লাহু আনহু-এর পেটে পানি জমে ফুলে গিয়েছিল। (এ কারণে তার ঘনঘন প্রস্রাব হতো।) ফলে ফুটোযুক্ত খাটে তিনি তিরিশ বছর অবস্থান করেছিলেন।[৪৯৭]

আল্লাহর কাছে যা প্রিয়, তা-ই প্রিয় করে নেওয়া

৪৩৯. জাফর ইবনু হাইয়ান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইমরান ইবনু হুসাইন রদিয়াল্লাহু আনহু এর একটি কঠিন রোগ হয়। তাঁকে দেখতে আসা

---

[৪৯৫] হাদীসটি মু'দালরূপে বর্ণিত; অন্যান্য সনদে বর্ণিত হওয়ার কারণে এটি সহীহ। তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৬৪৮; আলবানি, আস-সিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস নং ১৫০৬।

[৪৯৬] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৪৯৭] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ১৪৮। হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

লোকেরা কেউ কেউ বলতেন, আপনার এখানে যা দেখি তা আপনার কাছে আসতে আমাদের বাধা দেয়। তিনি তখন বলতেন, “তোমরা তা কোরো না। আল্লাহ তাআলার কাছে যা কিছু প্রিয় তা-ই আমার কাছে প্রিয়।”[৪৯৮]

আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টি

৪৪০. আবূ হাইয়ান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি শামে এসে জিজ্ঞেস করলাম, সৈনিকদের মধ্যে কেউ কি অসুস্থ আছেন যাকে আমি দেখতে যেতে পারি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, একজন আছেন। তিনি হলেন সুওয়াইদ হানযালি। আমি তাঁর কাছে গেলাম। তাঁর স্ত্রী (স্বামীর উদ্দেশে) বলছিলেন, “আপনার জন্য আমার পরিবার কুরবান হোক। আপনি কী খেতে চান? কী পান করতে চান?”

তাঁর স্ত্রীকে যদি এই কথা বলতে না শুনতাম, তবে ওখানে কাপড় ছাড়া যে অন্যকিছু আছে, তা টেরই পারতাম না। আমি ভয়ই পেয়ে গেলাম। সুওয়াইদ টের পেয়ে তাঁর চেহারা থেকে কাপড় সরালেন। সুওয়াইদ আমাকে বললেন, “আমাকে এ অবস্থায় দেখে কষ্ট পেলেন নাকি?” আমি বললাম, “হ্যাঁ, অবশ্যই, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই তাঁর কসম।” তিনি বললেন, “কষ্ট পাবেন না। আমার নিতম্বের ওপরিভাগের হাড় দুটো সরে গেছে। দীর্ঘদিন ধরে আমি উপুড় হওয়া ছাড়া শুতে পারি না। যার হাতে সুওয়াইদের প্রাণ তার কসম, নখের কাটা অংশ পরিমাণ যন্ত্রণা কমে গেলেও আমি আনন্দিত হব না।”[৪৯৯]

আল্লাহ বিপদ-আপদে ফেলে পরীক্ষা করেন

৪৪১. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

“আল্লাহ তাআলা যার কল্যাণ চান, সে বিপদ-আপদে আক্রান্ত হয়।”[৫০০]

---

[৪৯৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ মুনকাতি।

[৪৯৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

[৫০০] হাদীসটি সহীহ। বুখারি, ৫৩২১; মালিক, আল-মুওয়াত্তা, ২/৯৪১।

মৃত-সন্তান প্রতিদান-প্রাপ্তির মাধ্যম

৪৪২. ইয়াদ ইবনু উকবা রহিমাহুল্লাহ এর এক ছেলে মারা গেল। যখন তিনি তার কবরে নামলেন, একজন ব্যক্তি তাকে বললেন, "আল্লাহর কসম, সে তো ছিল সেনাদলের নেতা। তাকে আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার ওসিলা মনে করুন।" তখন তিনি বললেন, "অবশ্যই আমি তাকে ওসিলা মনে করি। গতকাল পর্যন্ত সে ছিল পার্থিব সৌন্দর্য, আর আজ সে (ওসিলা পাওয়ার) স্থায়ী সৎকর্ম।"[৫০১]

কষ্টের সময় আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা

৪৪৩. উমাইর ইবনু সাইফ খাওলানি থেকে বর্ণিত, তিনি আবূ মুসলিম খাওলানিকে বলতে শুনেছেন, "আমার কোনো সন্তানের জন্ম হওয়া, আল্লাহর মেহেরবানিতে তার ভালোভাবে বেড়ে ওঠা, তারপর যৌবনে উপনীত হওয়া এবং আমার কাছে বিস্ময়কর বস্তুতে পরিণত হওয়া, অতঃপর আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাকে উঠিয়ে নেওয়া আমার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার থেকে উত্তম।"[৫০২]

বিপদ-আপদে সান্ত্বনা দেওয়া কর্তব্য

৪৪৪. আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لِيُعَزِّى الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَصَائِبِهِمْ، الْمُصِيبَةُ بِي

"মুসলমানদেরকে যেন তাদের বিপদ-আপদে সান্ত্বনা দেওয়া হয়। আর আমার মৃত্যু হলো সবচেয়ে বড়ো বিপদ।"[৫০৩]

ধৈর্যের বহিঃপ্রকাশ যেমন

৪৪৫. আল্লাহ তাআলার বাণী,

وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

---

[৫০১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।

[৫০২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।

[৫০৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

"শোকে তার চোখ দুটি সাদা (নিষ্প্রভ) হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ছিলেন দুঃখভারাক্রান্ত।"[৫০৪]

মা'মার আযদি বলেন, এই আয়াতটির ব্যাখ্যায় কাতাদা রহিমাহুল্লাহ বলেন, "(ইউসুফ আলাইহিস সালাম) দুঃখ-যাতনা চেপে রেখেছিলেন এবং ভালো কথা ছাড়া কোনো কথা বলেননি।" [৫০৫]

প্রথম তিন জাহান্নামী

৪৪৬. শুফাইয়া ইবনু মাতি' রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার মদীনায় গেলাম। মাসজিদে ঢুকে দেখলাম যে লোকজন এক ব্যক্তিকে ঘিরে সমবেত হয়েছে। জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি আবূ হুরায়রা। লোকেরা চলে যাওয়ার পর তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আবূ হুরায়রা, আপনি আমাকে এমন-একটি হাদীস বর্ণনা করুন যা আপনি সরাসরি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছেন, যা আর কেউ শোনেনি। আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "হ্যাঁ, বলছি। অবশ্যই এমন-একটি হাদীস বর্ণনা করব যা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন এবং তা আর কেউ শোনেনি।"এ কথা বলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন, "হ্যাঁ, বলছি। অবশ্যই এমন-একটি হাদীস বর্ণনা করব যা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকেই বলেছেন এবং তা আর কোনো মানুষ শোনেনি।" দ্বিতীয়বার তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন, "অবশ্যই এমন-একটি হাদীস বর্ণনা করব যা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকেই বলেছেন এবং তা আর কোনো মানুষ শোনেনি।" তারপর তিনি তৃতীয়বার ও চতুর্থবারের মতো অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এরপর জ্ঞান ফিরে পেয়ে বললেন, "বলছি। অবশ্যই তোমাকে এমন-একটি হাদীস বলব যা এই ঘরে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন। তখন আমার সঙ্গে আর কেউই ছিল না। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের মধ্যে অবতীর্ণ হবেন তাদের বিচার-ফয়সালা করার জন্য। সেদিন প্রত্যেক উম্মতই থাকবে নতজানু। প্রথম যে ব্যক্তিকে ডাকা হবে সে হলো

[৫০৪] সূরা ইউসুফ : আয়াত ৮৪।
[৫০৫] হাদীসটি মাকতু।

কুরআনের হাফিজ (কুরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী)। আল্লাহ বলবেন, আমি আমার রাসূলের ওপর যা নাযিল করেছিলাম তোমাকে কি তার জ্ঞান দান করিনি?

সে বলবে, রব আমার, জি, অবশ্যই দিয়েছিলেন।

আল্লাহ বলবেন, তুমি যে জ্ঞান লাভ করেছিলে সে অনুসারে কী আমল করেছিলে?

কুরআনের হাফিজ বলবে, রব আমার, আমি তো রাতদিন কুরআন নিয়েই ব্যস্ত থেকেছি।

তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। ফেরেশতাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ।

আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, বরং তুমি চেয়েছিলে লোকেরা যেন তোমাকে বলে, অমুক লোক বড়ো ক্বারী। তোমাকে তা বলাও হয়েছে। তুমি যেতে পারো, আজ তোমার জন্য আমার কাছে কোনো প্রতিদান নেই।

তারপর ধনাঢ্য ব্যক্তিকে ডাকা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা, আমি কি তোমাকে নিয়ামাত দান করিনি? ধন-সম্পদ দান করিনি? তোমাকে প্রাচুর্য দিইনি?

সে বলবে, রব আমার, জি, অবশ্যই দিয়েছেন।

আল্লাহ বলবেন, আমি তোমাকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছি তা তুমি কোন কাজে ব্যয় করেছ?

ধনাঢ্য লোকটি বলবে, আমি তা দিয়ে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রেখেছি। দান-সদকা করেছি। অমুক অমুক কাজ করেছি।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। ফেরেশতাগণও বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ।

আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, বরং তুমি চেয়েছিল লোকেরা যেন তোমাকে বলে, অমুক লোক বড়ো দানবীর। তোমাকে তা বলাও হয়ে গেছে। সুতরাং তুমি যেতে পারো, আজ আমার কাছে তোমার জন্য কোনো প্রতিদান নেই।

তারপর আল্লাহর পথে নিহত ব্যক্তিকে ডাকা হবে। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, কীভাবে তুমি নিহত হয়েছ?

সে বলবে, রব আমার, তোমার জন্য শহীদ হয়েছি। তোমার পথে নিহত হয়েছি।

তখন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। ফেরেশতাগণও বলবেন,

তুমি মিথ্যা বলেছ।

আল্লাহ তাআলা তাকে বলবেন, বরং তুমি চেয়েছিলে যে, লোকেরা যেন তোমাকে বলে, অমুক লোক বিরাট বাহাদুর। তোমাকে তা বলাও হয়ে গেছে। সুতরাং তুমি যেতে পারো, আজ তোমার জন্য আমার কাছে কোনো প্রতিদান নেই।

আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তারপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাঁটুতে তাঁর হাত চাপড়ালেন এবং বললেন, "আবূ হুরায়রা, এই তিনজন হলো আল্লাহ তাআলার ওইসব সৃষ্টি যাদেরকে কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম সর্বপ্রথম দগ্ধ করবে।"

মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু-এর তরবারি-বাহক আলা ইবনু হাকীম রহিমাহুল্লাহ বলেন, এক ব্যক্তি মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর বরাতে এ হাদীসটি বর্ণনা করলেন। উকবা রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীসটির বর্ণনাকারী শুফাইয়া-ই মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আসেন এবং হাদীসটি বর্ণনা করেন। তখন মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু কেঁদে ফেলেন এবং তাঁর কান্না তীব্র হয়ে ওঠে। তারপর শান্ত হয়ে বলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন,

مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝١٥ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٦

"যে-কেউ পার্থিব জীবন ও তার শোভা কামনা করে, দুনিয়াতে আমি তাদের কর্মের পূর্ণফল দান করি এবং এখানে তাদেরকে কম দেওয়া হয় না। তাদের জন্য আখিরাতে আগুন ব্যতীত আর কিছু নেই এবং তারা যা করে আখিরাতে তা নিষ্ফল হবে এবং তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক।"[৫০৬]-[৫০৭]

বানী ইসরাঈলের উদ্দেশে আল্লাহ যা বলেছেন

৪৪৭. বাক্কার ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, আমি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা বানী ইসরাঈলের ধর্মগুরুদের দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, তোমরা দ্বীনি উদ্দেশ্য ছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করো, আমল ছাড়া ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্যে ইলম অর্জন করো,

[৫০৬] সূরা হুদ : আয়াত ১৫-১৬।
[৫০৭] হাদীসটির সনদ দুর্বল। অন্য কিতাবে হাসান সনদে সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত হয়েছে।

আখিরাতের আমলের বিনিময়ে দুনিয়া ক্রয় করো। তোমরা মানুষকে প্রতারিত করার জন্য গায়ের ওপর ভেড়ার চামড়া জড়াও, কিন্তু বুকের মধ্যে নেকড়ের স্বভাব লুকিয়ে রাখো। তোমরা তোমাদের পানীয় থেকে ফুঁ দিয়ে ময়লা সরাও, অথচ পাহাড় পরিমাণ হারাম খেয়ে থাকো। তোমরা দ্বীনকে মানুষের ওপর পাহাড়ের মতো চাপিয়ে দাও, অথচ তাদেরকে কনিষ্ঠ আঙুল দিয়েও সাহায্য করো না। তোমরা সালাতকে দীর্ঘ করো, সাদা পোশাক পরিধান করো আর এগুলো দিয়ে ইয়াতীম ও বিধবাদের মাল আত্মসাৎ করো। আমার ইজ্জতের কসম, আমি তোমাদেরকে এমন-এক ফিতনায় নিমজ্জিত করব, যার ফলে তোমাদের জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান লোকেরাও পথভ্রষ্ট হবে।"[৫০৮]

[৫০৮] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ পর্যন্ত হাদীসটির সনদ সহীহ।

অষ্টম অনুচ্ছেদ

নবিগণের তাওবা-ইস্তিগফার

দাউদ আলাইহিস সালাম-এর দুআ

৪৪৮. ফাদালাহ ইবনু উবাইদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দাউদ আলাইহিস সালাম তাঁর প্রতিপালকের কাছে প্রার্থনা করলেন : "রব আমার, আমাকে আপনার প্রিয় আমল সম্পর্কে জানান।" তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, "হে দাউদ, দশটি আমল—যদি করতে পারো :

১. আমার সৃষ্টির কারও সম্পর্কে ভালো ছাড়া কোনো কথা বলবে না।

২. আমার সৃষ্টির কারও সম্পর্কে গীবত করবে না।

৩. আমার সৃষ্টির কারও প্রতি হিংসা পোষণ করবে না।"

দাউদ আলাইহিস সালাম বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, এই তিনটির কোনোটিই আমি করতে পারব না। তাই অবশিষ্ট সাতটি আমার জন্য তুলে রাখুন। কিন্তু, হে আমার প্রতিপালক, আপনার প্রিয় বান্দাদের সম্পর্কে আমাকে জানান। আপনার জন্যই আমি তাদেরকে ভালোবাসব।

আল্লাহ তাআলা বললেন (তারা হলো) :

১. যে শাসক মানুষের প্রতি দয়া করে। মানুষের প্রতি সেভাবেই ফয়সালা করে যেভাবে নিজের প্রতি ফয়সালা করে।

২. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, আর সে ওই সম্পদ থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে।

৩. এমন ব্যক্তি যে তার যৌবনকাল ও শক্তি-সামর্থ্য আল্লাহর আনুগত্যে নিঃশেষ করে।

৪. মাসজিদের প্রতি ভালোবাসার কারণে যার অন্তর মাসজিদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

৫. এমন ব্যক্তি, যাকে কোনো সুন্দরী নারী নিজের ব্যাপারে ফুসলিয়েছে; কিন্তু সে ওই নারীকে আল্লাহর ভয়ে ত্যাগ করেছে।

৬. এমন ব্যক্তি, যে মনে করে আল্লাহ তাআলা সর্বদাই তার সঙ্গে রয়েছেন। এই ধরনের লোকদের অন্তর পবিত্র। তাদের উপার্জন হালাল। তারা আমার উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে। আমি তাদের কথা স্মরণ করি, তারাও আমাকে স্মরণ করে।

৭. এমন ব্যক্তি যার দুচোখ থেকে আল্লাহর ভয়ে অশ্রু প্রবাহিত হয়।"[৫০৯]

চল্লিশ দিন-ব্যাপী সাজদা

৪৪৯. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, দাউদ আলাইহিস সালাম এর একটি ভুল হয়ে যাওয়ায় তিনি চল্লিশ রাত পর্যন্ত সাজদাবনত হয়ে থাকলেন। তারপর তাঁকে বলা হলো, "দাউদ, মাথা ওঠাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।" তিনি বললেন, "হে আমার প্রতিপালক, আপনি ন্যায়বিচারক। আপনি কারও প্রতি জুলুম করেন না। আমি তো একজন মানুষকে হত্যা করেছি।"[৫১০] আল্লাহ তাআলা বললেন, "আমি তার কাছ থেকে উপহার হিসেবে তোমাকে চাইব, তখন সে তোমাকে আমার জন্য উপহার দেবে। বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দান করব।"

আবদুল্লাহ ইবনু উমাইর রহিমাহুল্লাহ বলেন, "দাউদ আলাইহিস সালাম চল্লিশ দিন পর্যন্ত সাজদাবনত হয়ে ক্রন্দন করলেন। তারপর যখন মাথা তুললেন, তাঁর কপালে এক টুকরো গোশতও ছিল না।"[৫১১]

---

[৫০৯] ফাযালাতা ইবনু উবাইদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ঘটনা।

[৫১০] ইসরাইলি রেওয়ায়েতের ওপর ভিত্তি করে এ কথা বলা হয়েছে। এমন ঘটনা নবিগণের নিষ্পাপ হওয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। কারণ এটা মারাত্মক ধরনের অপরাধ, যা থেকে সাধারণ মুসলমানেরই বিরত থাকা আবশ্যক। নবিগণের ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ভাবা যেতে পারে না। (অনুবাদক)

[৫১১] এই আসারটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।

গোটা জীবন কান্না

৪৫০. বাক্কার ইবনু আবদিল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ-কে বলতে শুনেছি, "(দাঊদ আলাইহিস সালাম) সাজদা থেকে মাথাই ওঠাচ্ছিলেন না। অবশেষে ফেরেশতা এসে তাঁকে বলেছেন, আপনার প্রথম কাজটি হলো পাপ, শেষ কাজটি হলো নাফরমানি। আপনি মাথা তুলুন। তখন তিনি মাথা তুললেন। তারপর থেকে তিনি জীবদ্দশায় এমন কোনো পানি পান করেননি, যাতে চোখের জল মিশ্রিত ছিল না। এমন কোনো খাবার খাননি যাকে চোখের পানি সিক্ত করেনি। এমন কোনো শয্যায় শয়ন করেননি যা তার অশ্রুতে ভিজে যায়নি। তাই কম্বল কিংবা চাদর তাঁকে উষ্ণ করতে পারত না।"[৫১২]

চির অবনত শির

৪৫১. আবূ আবদুল্লাহ জাদালি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "দাঊদ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাআলার প্রতি লজ্জার কারণে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আসমানের দিকে মাথা তোলেননি।"[৫১৩]

হাতের তালুতে খোদিত অপরাধ

৪৫২. মুজাহিদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর অপরাধ তাঁর হাতের তালুতে খোদাই করা ছিল।[৫১৪]

আল্লাহর সঙ্গে দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর কথাবার্তা

৪৫৩. আবুল জালদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রতিপালকের কাছে দাঊদ আলাইহিস সালাম-এর প্রার্থনার ব্যাপারে আমি যা পড়েছি তা এই : তিনি বললেন, রব আমার, যে ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে বিপদগ্রস্ত দুঃখভারাক্রান্ত মানুষকে সান্ত্বনা দেয় তার জন্য কী প্রতিদান রয়েছে? আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি তাকে ঈমানের চাদরে শোভিত করব। তার ও জাহান্নামের মাঝে পর্দা দিয়ে দেব। তিনি বললেন, রব আমার, যে ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জানাযায় শরিক হয় তার জন্য কী প্রতিদান? আল্লাহ

---

[৫১২] ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ থেকে বর্ণিত আসার এবং এর সনদ সহীহ। কিন্তু এটি ইসরাইলি বর্ণনা, যা বিশ্বাসও করা যায় না, মিথ্যাও প্রতিপন্ন করা যায় না।

[৫১৩] মাওকুফরূপে বর্ণিত ইসরাইলি বর্ণনা।

[৫১৪] মাওকুফরূপে বর্ণিত ইসরাইলি বর্ণনা।

তাআলা বললেন, তার প্রতিদান এই যে, তার মৃত্যুর দিন ফেরেশতারা তাকে বিদায় জানাবে। আর রূহের জগতে তাঁর রূহের ওপর আমি রহমত বর্ষণ করব। তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক, আর যে ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ইয়াতীম ও বিধবাদের পরিতৃপ্ত করবে, তার জন্য কী রয়েছে? আল্লাহ তাআলা বললেন, তার প্রতিদান এই যে, যেদিন আমার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন আমি তাকে আমার ছায়ায় আশ্রয় দেব। দাউদ আলাইহিস সালাম বললেন, আর যে ব্যক্তি তোমার ভয়ে কাঁদে এবং তার চেহারার ওপর চোখের পানি ঝরে পড়ে, তাকে কী প্রতিদান দেওয়া হবে? আল্লাহ তাআলা বললেন, তার প্রতিদান এই যে, আমি তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেব এবং বিভীষিকাময় (কিয়ামাতের দিনে) তাকে আমি আগুনে পোড়ানো থেকে নিরাপদ রাখব।[৫১৫]

পাপ স্বীকার করে সিদ্দীকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া

৪৫৪. কা'ব আহবার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বানী ইসরাঈলের লোকেরা বাইতুল মাকদিসে সালাত পড়ছিল। সে সময় দুইজন লোক এল। তাদের একজন মাসজিদে প্রবেশ করল এবং অন্যজন প্রবেশ করল না। সে মাসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। বলল, আমি কীভাবে আল্লাহর ঘরে প্রবশে করব? আমার মতো (পাপী) লোক তো আল্লাহর ঘরে প্রবেশ করে না। আমি আমার পাপ ও অপরাধের কথা জানি। এই কথা বলে সে কাঁদতে থাকল, ঢুকলোই না মাসজিদে। কা'ব আহবার রহিমাহুল্লাহ বলেন, পরের দিন লিখে দেওয়া হলো যে, সে সিদ্দীক (সত্যবাদী)।[৫১৬]

পঙ্গপাল ও গাছের শাঁস খেয়ে জীবনধারণ

৪৫৫. ইয়াযীদ ইবনু মাইসারা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ইয়াহইয়া আলাইহিস সালাম-এর খাদ্য ছিল পঙ্গপাল, গাছের শাঁস (ভেতরের অংশ)। তিনি নিজেকে বলতেন, ইয়াহইয়া, তোমার চেয়ে বেশি নিয়ামাতপ্রাপ্ত আর কে আছে? তোমার খাদ্য হলো পঙ্গপাল আর গাছের শাঁস।"[৫১৭]

---

[৫১৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৪৬, ৪৭; আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ৭০। মাওকুফরূপে বর্ণিত। ইসরাইলি বর্ণনা, যা বিশ্বাসও করা যায় না, মিথ্যাও প্রতিপন্ন করা যায় না।

[৫১৬] ইসরাইলি বর্ণনা।

[৫১৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৫/২৩৭, ২৩৮। ইসরাইলি বর্ণনা।

সালাতের সময় খাবার উপস্থিত হলে

৪৫৬. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ

"যখন রাতের খাবার সামনে চলে আসে এবং সালাতের ইকামাতও দিয়ে দেওয়া হয়, তখন খাবার খেয়ে নাও।"[৫১৮]

দুর্গন্ধময় আবর্জনায় পরিণত হওয়া

৪৫৭. আবূ উসমান নাহদী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এসে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, খাবার খাও তো? লোকটি বলল, হ্যাঁ, খাই। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খাবার রান্নার সময় তার সাথে মশলা মিশিয়ে সুবাসিত করো? লোকটি বলল, জি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পানীয় পান করো? লোকটি বলল, হ্যাঁ, করি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সেই পানীয় পরিবেশন করো? পানিকে শীতল রাখো, পরিচ্ছন্ন রাখো এবং তাতে সুগন্ধি মেশাও? লোকটি বলল, জি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এই দুটি জিনিসকে তুমি কি তোমার পেটে একত্র করেছ? লোকটি বলল, জি হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তাদের পরিণতি কী, জানো? লোকটি বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। কথাটি সে তিনবার বলল। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দুনিয়ার স্বাভাবিক পরিণতিই তাদের পরিণতি (অর্থাৎ, শেষমেশ তারা দুর্গন্ধময় আবর্জনায় পরিণত হয়)। বাড়ির পেছনে দাঁড়ালেই ওসবের দুর্গন্ধে নাকের ওপর হাত চেপে ধরতে হয়।"[৫১৯]

আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া

৪৫৮. মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا كَمَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ هَذِهِ فِي الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ تَرْجِعُ

---

[৫১৮] বুখারি, ৫১৪৭, ৬৪২; মুসলিম, ১২৬৯। হাদীসটি সহীহ ও মুত্তাফাকুন আলাইহি।
[৫১৯] হাদীসটির মুরসালরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ হাসান।

"তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙুল ডুবিয়ে তুলে আনলে আঙুলে যতটুকু পানি লেগে থাকে, আখিরাতের তুলনায় দুনিয়া ততটুকুই।"[৫২০]

মাত্র তিনভাবে সম্পদ উপভোগ

৪৫৯. মুতাররিফ রহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে এলাম। তখন তিনি সূরা তাকাসুর তিলাওয়াত করছিলেন—

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখে যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও।" তিনি বললেন,

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي، فَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ؟ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ؟ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟

"আদম-সন্তান বলে, আমার মাল, আমার মাল। হে আদম-সন্তান, তোমার মাল তো তা-ই যা তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছ বা পরিধান করে নষ্ট করেছ অথবা দান করে সঞ্চয় করেছ।"[৫২১]

যারা মারা গেছে তারা উত্তম

৪৬০. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকীউল গারকাদ গোরস্থানে তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশে বের হলেন এবং বললেন, "হে কবরের বাসিন্দারা, তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আহ! যদি তোমরা জানতে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কী অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়েছেন! তোমাদের অনুপস্থিতিতে যে কতকিছু ঘটবে!" তারপর তিনি তাঁর সাহাবিদের দিকে ফিরে বললেন, "আমার কাছে তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম।" সাহাবিগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল, তারা তো আমাদেরই ভাই। তারা যেভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছে আমরাও সেভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছি। তারা যেভাবে হিজরত করেছে আমরাও সেভাবে হিজরত করেছি। যেভাবে জিহাদ করেছে আমরাও সেভাবে জিহাদ করেছি। তাদের হায়াত শেষ, আর আমরা জীবিত আছি। তা হলে তারা

---

[৫২০] হাদীসটি সহীহ। মুসলিম, ৭৩৭৬; ইবনু মাজাহ, ৪১০৮।

[৫২১] হাদীসটি সহীহ। মুসলিম, ৭৬০৯; তিরমিযি, ২৩৪২, ৩৩৫৪।

আমাদের চেয়ে উত্তম হলো কীভাবে?" রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "প্রতিদানের কোনো অংশ ভোগ করা ছাড়াই তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। আমি উপস্থিত থাকা অবস্থায় তারা দুনিয়া থেকে চলে গিয়েছে। আর তোমরা তোমাদের প্রতিদানের কিছু অংশ ভোগ করেছ। তা ছাড়া আমার মৃত্যুর পর তোমাদের কী হবে, সেটা তো আমি জানি না।"

বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর কসম, সাহাবিগণ কথাগুলো উপলব্ধি করলেন এবং উপকৃত হলেন। তাঁরা বললেন, আমরা দুনিয়ার যতটুকু অংশ অর্জন করেছি তার জন্য আমাদেরকে হিসেবের মুখোমুখি হতে হবে। তার জন্য আমাদের প্রতিদানও কমে যাবে। আল্লাহর কসম, (যারা গত হয়ে গেছে) তারা উত্তম বস্তু আহার করেছে, মধ্যম-পন্থায় ব্যয় করেছে আর সাওয়াব সঞ্চয় করেছে।[৫২২]

মৃত্যু অনিবার্য

৪৬১. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তাদের বিজয় দান করার পর এক ব্যক্তি তার ভাইকে বলল, (পরাজয় বা মৃত্যু) যা আমাদের কাছে পৌঁছবে বলে আমরা ভয় পাচ্ছি, তা কি আসলেই আসবে? অপরজন বলল, তা থেকে কে তোমাকে আশ্বস্ত করল?[৫২৩]

---

[৫২২] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত হয়েছে। হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত মুরসাল হাদীসগুলোতে দুর্বলতা রয়েছে।

[৫২৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম অনুচ্ছেদ

দুনিয়ার হাকীকত

প্রশাসকের স্বেচ্ছায় পদত্যাগ

৪৬২. সালিম ইবনু আবিল জা'দ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "উমর রদিয়াল্লাহু আনহু নুমান ইবনু মুকরিন রদিয়াল্লাহু আনহু-কে কাসকারে প্রশাসক নিযুক্ত করলেন। কিছুদিন পর তিনি উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে আল্লাহ তাআলার কসম দিয়ে চিঠি পাঠালেন, যেন তাঁকে কাসকার[৫২৪] থেকে সরিয়ে নিয়ে কোনো সেনাবাহিনীর সঙ্গে জিহাদে পাঠানো হয়। তিনি লেখেন, 'কাসকারের অবস্থা হলো রূপসি নারীর মতো, প্রতিদিন তা নতুন করে সাজগোজ করে আমার সামনে আসে।' ফলে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে কাসকার থেকে সরিয়ে নেন এবং নাহাওয়ান্দে যে বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন তাদের সঙ্গে পাঠিয়ে দেন।"[৫২৫]

---

[৫২৪] দক্ষিণ ইরাকের একটি শহর।

[৫২৫] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

দুনিয়াবিমুখতা ও আখিরাতে আগ্রহ

৪৬৩. আবদুর রহমান ইবনু ইয়াযীদ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "আজ তোমরা ইবাদাতে সাহাবিদের থেকেও অনেক বেশি পরিশ্রম করো, অনেক দীর্ঘ সালাত আদায় করো, কিন্তু তবুও তারা তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।" জিজ্ঞেস করা হলো, তা কীভাবে? তিনি বললেন, "তাঁরা তোমাদের চেয়ে বেশি দুনিয়াবিমুখ ছিলেন এবং আখিরাতের প্রতি বেশি আগ্রহী ছিলেন।"[৫২৬]

দুনিয়া উপার্জনের কুফল

৪৬৪. মিসওয়ার ইবনু মাখরামা রহিমাহুল্লাহ হাদীসটি আবদুর রহমান ইবনু আউফ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বনু আমির ইবনু লুওয়াই-এর সঙ্গে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন এবং বদর-যুদ্ধে নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে শরিক ছিলেন। তিনি বলেন, নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বাহরাইনে জিযিয়া আদায় করার জন্য পাঠালেন। তিনি বাহরাইন থেকে জিযিয়ার মাল-সম্পদ নিয়ে ফিরে এলেন। আনসারগণ আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর আগমনের সংবাদ শুনতে পেলেন। ফলে তাঁরা সবাই ফজরের সালাতে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে শরিক হলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শেষ করলেন, তখন সবাই তাঁর সামনে সমবেত হলেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের দেখে হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, মনে হয়, তোমরা শুনেছ যে আবূ উবাইদা কিছু নিয়ে ফিরেছেন। তাঁরা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন,

فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ

"তবে তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং তোমাদের যা আনন্দিত করবে তার আশা রাখো। আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের ব্যাপারে দরিদ্রতার

[৫২৬] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ৪/৩১৫, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফরূপে বর্ণিত।

আশঙ্কা করি না। কিন্তু আশঙ্কা করি যে, দুনিয়া তোমাদের জন্য প্রসারিত হয়ে যাবে যেভাবে পূর্ববর্তীদের জন্য প্রসারিত হয়ে গিয়েছিল। তারপর ঠিক তাদেরই মতো করেই তোমরা দুনিয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। ফলে দুনিয়া তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবে, ঠিক যেভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেছিল।"[৫২৭]

কারও কাছে কিছু না চাওয়ার প্রতিজ্ঞা

৪৬৫. উরওয়া ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব বর্ণনা করেন, হাকীম ইবনু হিযাম রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে কিছু চাইলাম, তিনি আমাকে দিলেন। আমি আবার চাইলাম, তিনি দিলেন। তারপর আবারও চাইলাম, এবারও দিলেন। তারপর বললেন,

يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

"হাকীম, এই সম্পদ শ্যামল ও সুস্বাদু। অন্তরের সচ্ছলতার সঙ্গে (লোভ-লালসা ছাড়া) যে তা গ্রহণ করবে তার জন্য তা বরকতময় হবে। আর যে অন্তরে লোভ-লালসাসহ গ্রহণ করবে তার জন্য তা বরকতময় হবে না। সে যেন এমন ব্যক্তির মতো যে খায় কিন্তু তার ক্ষুধা মেটে না। ওপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।"

হাকীম ইবনু হিযাম রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন তার কসম, আপনার পর দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়া পর্যন্ত (সম্পদ চেয়ে) আমি কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করব না।"

পরবর্তী সময়ে আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু যখন হাকীম ইবনু হিযাম রদিয়াল্লাহু আনহু-কে অনুদান গ্রহণের জন্য ডাকতেন; তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাতেন। তারপর উমর রদিয়াল্লাহু আনহু এর শাসনামলেও একই ঘটনা ঘটে। তখন উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "ওহে মুসলিমগণ, তোমরা হাকীম ইবনু হিযামের ব্যাপারে সাক্ষী থেকো। আমি এই গনীমাতের মাল থেকে তার কাছে তার অংশ পেশ করেছি, কিন্তু সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।"

বর্ণনাকারী বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পর হাকীম রদিয়াল্লাহু

---

[৫২৭] বুখারি, ২৯৮৮; মুসলিম, ৭৬১৪। হাদীসটি সহীহ ও মুত্তাফাকুন আলাইহি।

আনহু কারও কাছে (সম্পদ চেয়ে) তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেননি।"[৫২৮]

দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা

৪৬৬. উকবা ইবনু আমির রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদ-যুদ্ধে নিহত শহীদদের ওপর আট বছর পর (জানাযার) সালাত পড়লেন। সেই দিনের সালাতে মনে হলো, যেন তিনি জীবিত এবং মৃতদেরকে বিদায় জানাচ্ছেন। তারপর তিনি মিম্বরে উঠে বললেন,

إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْضُ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأَنَا فِي مَقَامِي هَذَا، وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا

"(হাশরের ময়দানে) আমি তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী হব। আমি হব তোমাদের পক্ষে সাক্ষী এবং তোমাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের স্থান হলো হাউযে কাউসার। আমি এখন এই জায়গায় দাঁড়িয়ে হাউযে কাউসার দেখতে পাচ্ছি। আমার পরে তোমরা সবাই শিরকে লিপ্ত হবে, এরকম কোনো আশঙ্কা নেই; কিন্তু ভয় হয় যে, তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।"

উকবা ইবনু আমির রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "এটাই ছিল রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে আমার শেষ সাক্ষাৎ।"[৫২৯]

---

[৫২৮] বুখারি, ২৯৭৪, ৫০৪০, ৬০৭৬; মুসলিম, ২৪৩৫। হাদীসটি সহীহ ও মুত্তাফাকুন আলাইহি।
[৫২৯] বুখারি, ৩৮১৬।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

দুনিয়া থেকে অল্প গ্রহণ

আগ্রহের সঙ্গে ধন-সম্পদ গ্রহণ না করা

৪৬৭. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ؛ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا

"তোমরা বাগ-বাগিচা ও খেত-খামার আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ কোরো না, তা হলে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।"[৫৩০]

দুনিয়ার চাকচিক্যে মনোযোগ না দেওয়া

৪৬৮. ইমাম যুহরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু কুদামা রদিয়াল্লাহু আনহু হাদীস বর্ণনা করতেন। তিনি বনু আমির ইবনু লুওয়াই-এর লোক এবং আল্লাহর রাসূলের একজন সাহাবি। তিনি বলেন, "একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে দেখলাম, আমি একটি পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। তখন এই উম্মতের একটি দল আমার সামনে আত্মপ্রকাশ করল। দলটির লোক দ্বারা পুরো দিগন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। তারা আমার নিকটবর্তী হতেই তাদের সামনে দুনিয়ার প্রতিটি চাকচিক্যময় বস্তু প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে গেল।

---

[৫৩০] মুসনাদ আহমাদ, ১/৩৭৭; হাসান সনদে বর্ণিত। অন্যান্য সূত্রে বর্ণিত হওয়ার কারণে তা সহীহ।

তারা (সেটিকে পাশ কাটিয়ে) এগিয়ে গেল, একজনও সে দিকে ফিরে তাকাল না। তারা অতিক্রম করে যেতে-না-যেতেই প্রাচীর সংকুচিত হয়ে পড়ল। আল্লাহ তাআলা যতক্ষণ চাইলেন, ততক্ষণ আমি পাহাড়ের ওপর অবস্থান করলাম। তারপর এই উম্মতের আরেকটি দল আবির্ভূত হলো। একই জায়গায় তাদের সামনেও দুনিয়ার প্রতিটি চাকচিক্যময় বস্তুর প্রাচীর দাঁড়িয়ে গেল। তারা অতিক্রম করে যেতে-না-যেতেই প্রাচীর সংকুচিত হয়ে পড়ল। আবারও আল্লাহর ইচ্ছে মোতাবেক কিছুক্ষণ আমি পাহাড়ের ওপর থাকলাম। এবার এল উম্মতের তৃতীয় দলটি। তাদের সামনেও একই জায়গায় একইরকম প্রাচীর দাঁড়িয়ে গেল। প্রথম আরোহী এসে তার বাহনটি থামাল। অন্যান্য আরোহীদের কেউই তাকে অতিক্রম করে যায়নি। এরপর কিছু লোক দুনিয়ার চাকচিক্যে আতঙ্কিত হয়ে (কৌতূহলবশত) বাহন থেকে নেমে এল। এরপর দেখতে পাই, এ লোকগুলো (কৌতূহলে) মগ্ন থাকতে থাকতেই, যারা বাহন থেকে নামেনি তারা চলে গিয়েছে।"[৫৩১]

দুনিয়ার বাগ-বাগিচা ক্ষণস্থায়ী ও ঝুঁকিপূর্ণ

৪৬৯. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দুনিয়া এবং আমাদের দৃষ্টান্ত এরকম : একটি সম্প্রদায় ধুলোয় আচ্ছন্ন নির্জন প্রান্তর অতিক্রম করছে; প্রান্তরটির কতটুকু অংশ অতিক্রম করেছে, তাও জানে না তারা। ইতিমধ্যে তারা ক্লান্ত, পাথেয়ও শেষ। নির্জন প্রান্তরেই তারা মুমূর্ষু হয়ে পড়ল, মৃত্যুর ব্যাপারে তাদের দৃঢ়-বিশ্বাস জন্ম নিল। এ অবস্থায় হঠাৎ তাদের সামনে একজন লোক বিশেষ পোশাকে উপস্থিত হলেন। তার মাথা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি পড়ছিল। কাফেলার লোকেরা বলল, নির্জন ভূমিতে আজব ঘটনা ঘটল তো! লোকটি তাদের কাছে এসে বললেন, অবস্থা কী তোমাদের? তারা বলল, যা দেখছেন তা-ই : আমরা ক্লান্ত, পাথেয়ও শেষ, আমরা এই নির্জন প্রান্তরে মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়েছি। এই প্রান্তরের বেশিরভাগ অংশ অতিক্রম করেছি নাকি বাকি আছে, তাও আমরা জানি না। লোকটি বললেন, যদি আমি তোমাদেরকে সুমিষ্ট জল ও সবুজ বাগ-বাগিচার সন্ধান দিই, তা হলে আমাকে কী দেবে? তারা বলল, আমরা আপনার কর্তৃত্ব মেনে নেব। তিনি বললেন, আমাকে প্রতিশ্রুতি

---

[৫৩১] আবদুল্লাহ ইবনু সা'দী থেকে বর্ণিত ঘটনা।

দাও যে কখনও আমার অবাধ্য হবে না। তখন তারা তাকে প্রতিশ্রুতি দিল যে তারা অবাধ্য হবে না। তখন তিনি তাদের নিয়ে সামনে এগোলেন। তাদেরকে সবুজ বাগ-বাগিচা ও সুমিষ্ট পানির কাছে নিয়ে গেলেন। ওখানে কিছুক্ষণ থাকার পর বললেন, আমার সঙ্গে এসো, তোমাদেরকে এর চেয়েও সবুজ-শ্যামল উদ্যানে নিয়ে যাব। এই পানির চেয়েও সুমিষ্ট পানি খুঁজে পাবে। তখন কাফেলার কিছু লোক বলল, এটাই তো উপভোগ করে শেষ করতে পারলাম না; আর ওটা তো আরও পারব না। কাফেলার অন্য লোকেরা বলল, তোমরা না অঙ্গীকার করেছিলে যে, তার অবাধ্য হবে না?

তার প্রথম কথা যেহেতু সত্য প্রমাণিত হয়েছে; তা হলে নিশ্চয়ই পরেরটিও সত্য হবে। এবারও তিনি এই লোকগুলোকে আগের চেয়েও সবুজ-শ্যামল উদ্যান ও সুমিষ্ট জলের কাছে নিয়ে গেলেন। আর যারা তার কথা বিশ্বাস না করে থেকে গিয়েছিল, রাতের বেলা শত্রুদল তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে। ফলে তাদের কেউ নিহত হয়, কেউ বন্দি হয়।"[৫৩২]

[৫৩২] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

দুনিয়ার তুচ্ছতা

দুনিয়ার তুচ্ছতা

৪৭০. ফিহ্‌র গোত্রের লোক মুসতাওরিদ ইবনু শাদ্দাদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন সাহাবিকে সাথে নিয়ে (রাস্তার ধারে) পড়ে-থাকা একটি মরা বকরির বাচ্চার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাদের মাঝে আমিও ছিলাম। (তা দেখিয়ে) তিনি বললেন,

أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حَتَّى أَلْقَوْهَا؟ قَالُوا: مِنْ هَوَانِهَا أَلْقَوْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَالدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا

"নিকৃষ্ট বলেই তো এটিকে তার মালিক ফেলে দিয়েছে, তাই না? তাঁরা বললেন : (জি,) হে আল্লাহর রাসূল, নিকৃষ্ট হওয়ার কারণেই এটিকে তার মালিক ফেলে দিয়েছে। তখন রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : এটি তার মালিকের কাছে যতটা তুচ্ছ, আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুনিয়া তার চেয়েও বেশি তুচ্ছ।"[৫৩৩]

---

[৫৩৩] ইবনু মাজাহ, সুনান, হাদীস নং ৪১১১, হাদীসটি সহীহ। এ কথাই বলেছেন আলবানি।

দুনিয়া মশার ডানার সমতুল্যও নয়

৪৭১. উসমান ইবনু উবাইদিল্লাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন, কয়েকজন সাহাবি বর্ণনা করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ فِي الْخَيْرِ مَا أَعْطَى مِنْهَا الْكَافِرَ شَيْئًا

"এই দুনিয়া যদি আল্লাহ তাআলার কাছে মশার একটি পাখার সমানও মূল্য রাখত তবে তিনি কোনো কাফিরকে কিছুই দিতেন না।"[৫৩৪]-[৫৩৫]

সম্পদ সামনে পেয়েও গ্রহণ না করা

৪৭২. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি এমন-এক সম্প্রদায়কে পেয়েছি, যাঁদের সামনে দুনিয়ার যাবতীয় হালাল বস্তু পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা গ্রহণ করেননি। তাঁরা বলেছেন, আল্লাহর কসম, এসব সম্পদ হাতে পেলে কোথায় না কোথায় ব্যয় করে বসব, তা তো জানি না।"[৫৩৬]

সমস্ত দীনার বণ্টন করে দেওয়া

৪৭৩. মালিক আদ-দার বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু চার শ দীনার নিয়ে একটি থলেতে রাখলেন। তারপর একজন গোলামকে বললেন, তুমি এগুলো নিয়ে আবূ উবাইদা-র কাছে যাও। তারপর তার বাড়িতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখো সে কী করে। গোলাম দীনারগুলো নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনাকে এই দীনারগুলো আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করতে বলেছেন। আবূ উবাইদা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন, রহম করুন। তারপর দাসীকে ডেকে বললেন, এ সাতটি দীনার অমুককে দিয়ে আসো, এ পাঁচটি দীনার অমুককে দিয়ে আসো। এভাবে তিনি সবগুলো দীনার বণ্টন করে দিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ফিরে এসে গোলাম তাঁকে বিস্তারিত জানাল। গোলাম দেখল, উমর রদিয়াল্লাহু আনহু মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু-এর জন্য সমপরিমাণ দীনার একটি থলেতে প্রস্তুত করেছেন। তাকে বললেন, এগুলো মুআয ইবনু

---

[৫৩৪] অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে, কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।

[৫৩৫] তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৩২০। আলবানি বলেছেন, হাদীসটির সনদে কোনো সমস্যা নেই। আস-সিলসিলাতুস সহীহা, হাদীস নং ৯৪৩।

[৫৩৬] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

জাবালের কাছে নিয়ে যাও। তারপর তার বাড়িতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দেখো সে কী করে। গোলাম দীনারগুলো নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বলল, আমীরুল মুমিনীন আপনাকে এই দীনারগুলো আপনার প্রয়োজনে ব্যয় করতে বলেছেন। মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করুন, রহম করুন। তারপর দাসীকে ডেকে বললেন, এ দীনারগুলো অমুককে দিয়ে আসো আর এ দীনারগুলো অমুককে দিয়ে আসো এবং এ দীনারগুলো অমুকের বাড়িতে দিয়ে আসো। এ সময় মুআয ইবনু জাবাল রদিয়াল্লাহু আনহু-এর স্ত্রী বেরিয়ে এসে বললেন, আল্লাহর কসম, আমরাও তো গরিব। আমাদেরকে কিছু দিন। কিন্তু ততক্ষণে থলিতে মাত্র দুটি দীনার বাকি আছে। তিনি দীনার দুটি স্ত্রীর দিকে ছুড়ে দিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে ফিরে এসে গোলাম তাঁকে বিস্তারিত জানাল। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু খুব খুশি হলেন এবং বললেন, তারা পরস্পর ভাই, অভিন্ন হৃদয়ের অধিকারী।"[৫৩৭]

স্পষ্টভাষী মিত্র

৪৭৪. মূসা ইবনু আবী ঈসা রহিমাহুল্লাহ বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বনি হারিসার পানশালার কাছে এসে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা রদিয়াল্লাহু আনহু-কে পেয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মাদ, আমি মানুষটা কেমন, বলুন তো? মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এবং আপনার শুভাকাঙ্ক্ষীরা আপনাকে যেমন দেখতে চাই, আপনি তেমনই। আপনি (যাকাতের) সম্পদ সংগ্রহে শক্তিমান; কিন্তু নিজে তা থেকে পবিত্র এবং সম্পদ বণ্টনে ন্যায়পরায়ণ। আপনি যদি কোনো দিকে ঝুঁকে পড়েন তবে আমরা আপনাকে সোজা করে ফেলি যেভাবে ধনুকে তির সোজা রাখা হয়। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তাই নাকি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। তখন উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এমন সম্প্রদায়ের মধ্যে রেখেছেন—যখন আমি বাঁকাপথে ঝুঁকে পড়ি তারা আমাকে সোজা পথে নিয়ে আসে।"[৫৩৮]

মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সফর

৪৭৫. আবায়া ইবনু রিফাআ রহিমাহুল্লাহ বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু

[৫৩৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/২৩৭,হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৫৩৮] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

আনহু জানতে পারলেন যে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস রদিয়াল্লাহু আনহু একটি প্রাসাদের মালিক হয়েছেন এবং এর সামনে একটি ফটকও লাগিয়েছেন। উমর বললেন, এতে করে ভেতরে আওয়াজ প্রবেশ করবে না। এরপর উমর রদিয়াল্লাহু আনহু সা'দ-এর কাছে কাছে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা-কে পাঠালেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে চাইলে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামাকে পাঠাতেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, "সা'দ যে ফটক বানিয়েছে তা জ্বালিয়ে দিয়ে এসো।" তিনি কুফায় গেলেন। এবং ওই ফটকের কাছে গিয়ে আগুন ধরানোর কাঠি বের করে জ্বালিয়ে দিলেন। এক ব্যক্তি এই সংবাদ নিয়ে সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাসের কাছে গিয়ে মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার চেহারার বর্ণনা দিলেন। সা'দ রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে চিনতে পেরে তাঁর কাছে এলেন। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমীরুল মুমিনীনের কাছে খবর পৌঁছেছে যে, আপনি বলেছেন, ফটক থাকলে নাকি কোনো আওয়াজ ভেতরে প্রবেশ করবে না। সা'দ রদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর নামে কসম করে বললেন যে তিনি তা বলেননি। তখন মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যা-ই হোক, আমাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা-ই করেছি। আর আপনি যা বলেছেন আমি তা আমীরুল মুমিনীনের কাছে পৌঁছে দেব। তিনি তাঁর বাহনে চড়ে রওনা দিলেন। রুম্মা উপত্যকায় পৌঁছে তাঁর প্রচণ্ড তৃষ্ণা ও ক্ষুধা পেল। আল্লাহ তাআলা সে ব্যাপারে সমধিক অবগত। তিনি একটি ছাগলের পাল দেখতে পেলেন। তাই তাঁর গোলামকে তাঁর পাগড়িটি দিয়ে বললেন, এর বিনিময়ে একটি ছাগল কিনে নিয়ে আসো। কিছুক্ষণ পর গোলাম একটি ছাগল নিয়ে এল। তিনি তখন সালাত পড়ছিলেন। গোলাম ছাগলটিকে জবাই করতে চাইল। কিন্তু তিনি ইশারায় জবাই করতে নিষেধ করলেন। সালাত শেষ করে বললেন, ছাগলটি নিয়ে যাও, এটির মালিক মুসলিম দাস হলে ছাগলটি ফিরিয়ে দিয়ে পাগড়িটি নিয়ে আসো। আর সে স্বাধীন মানুষ হলে ছাগলটিই নিয়ে এসো। গোলাম ওখানে গিয়ে জানতে পারল ছাগলটির মালিক একজন দাস। ফলে সে ছাগলটি ফিরিয়ে দিয়ে পাগড়িটি নিয়ে এল। এরপর সে বাহনের লাগাম ধরে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকল। যেখানেই সে তৃণ বা সবজি-জাতীয় কিছু পাচ্ছিল তা উপড়ে নিচ্ছিল। (মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামার খাওয়ার জন্য।) অবেশেষে রাত নেমে এলে তাঁরা একটি গোত্রে পৌঁছলেন। তারা তাঁর জন্য রুটি ও দুধ নিয়ে এল। তারা বলল, আমাদের কাছে এর চেয়ে ভালো কিছু থাকলে আপনার জন্য পরিবেশন করতাম। তিনি

বললেন, বিসমিল্লাহ, যে হালাল খাদ্য ক্ষুধা দূর করে তা নিকৃষ্ট খাদ্য থেকে অনেক উত্তম। তিনি মদীনায় পৌঁছে পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তারপর পানির চেয়েও দ্রুতবেগে চললেন। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেল। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে দেখতে পেয়ে বললেন, এত তাড়াতাড়ি চলে এলে! তোমার প্রতি সুধারণা না থাকলে ধরেই নিতাম তুমি আমার আদেশ মানোনি। মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা বললেন, আপনি যা নির্দেশ দিয়েছিলেন তা পালন করেছি। কিন্তু (সা'দ) কৈফিয়ত দিয়েছেন এবং আল্লাহর নামে কসম খেয়ে বলেছেন যে তিনি ওই কথাটি বলেননি। তখন উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সে কি তোমাকে কিছু দেওয়ার জন্য বলেছে? মুহাম্মাদ ইবনু মাসলামা বললেন, আমার একটি জায়গা পছন্দ হয়েছে, আমাকে ওখান থেকে কিছু দেবেন? উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, ইরাকের ভূমি উঁচু আর মদীনার লোকেরা আমার চারপাশে ক্ষুধায়-অনাহারে মারা যাচ্ছে। তাই তোমাকে কোনো জমি দিতে আমার ইতস্তত বোধ হয়। কারণ তা তোমার জন্য হবে সহজ কিন্তু আমার জন্য হবে কঠিন। তুমি কি শোনোনি যে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মুমিন তাঁর প্রতিবেশীকে ছাড়া তৃপ্ত হতে পারে না।" অথবা তিনি বলেছেন, "মানুষ তার প্রতিবেশীকে ছাড়া তৃপ্ত হতে পারে না।"[৫৩৯]

সচ্ছলতার দ্বারা পরীক্ষার মুখোমুখি

৪৭৬. ইবরাহীম ইবনু আবদির রহমান রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতকালে প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর দরবারে গেলাম। তাঁর খাসকামরায় ঢুকে উপস্থিত লোকদের সালাম দিয়ে বসলাম। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে, যুবক? বললাম, আমি ইবরাহীম ইবনু আবদির রহমান ইবনু আওফ। তিনি একজন লোকের নাম উচ্চারণ করে বললেন, অমুককে আল্লাহর কসম করে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই আমি আল্লাহর রাসূলের সাহাবিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। করে তাঁদের থেকে একটি প্রতিশ্রুতি নেব, আর কোনো কথাই বলব না। তাই সে উসমান ইবনু আফফান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর খিলাফাতকালে মদীনায় যায়। আবদুর রহমান ইবনু আউফ বাদে সকল সাহাবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সে। পরে জানতে পারল যে, তিনি জুরুফে তাঁর একটি জমিনে আছেন। বাহনে চড়ে সেখানে

[৫৩৯] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৯/২৭; মুসনাদ আহমাদ, ১/৫৫, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত। শেষের অংশটি মারফুরূপে বর্ণিত।

গিয়ে দেখল, তিনি গায়ের চাদর রেখে দিয়ে একটি কোদাল দিয়ে পানির প্রবাহ ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। তাকে দেখে তিনি লজ্জা পেয়ে গেলেন। কোদাল ফেলে দিয়ে চাদরটা নিয়ে গায়ে দিলেন। সে সালাম দিয়ে বলল, আপনার কাছে একটি বিষয় জানার জন্য এসেছি। আবদুর রহমান কেন যেন খুব অবাক হলেন। সে জিজ্ঞেস করল, আমাদের কাছে যা এসেছে তার চেয়ে বেশি কিছু কি আপনাদের কাছে এসেছে? আমরা যা জেনেছি তার চেয়ে বেশি কিছু কি আপনারা জেনেছেন? তখন ইবনু আউফ রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, তোমাদের কাছে যা এসেছে আমাদের কাছেও তা-ই এসেছে। আমরা যা জেনেছি তোমরাও তা-ই জেনেছ। সে বলল, তা হলে কী ব্যাপার, আমরা দুনিয়াবিমুখ হচ্ছি আর আপনারা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন; আমরা জিহাদ সহজ মনে করছি আর আপনারা তা কঠিন মনে করছেন! অথচ আপনারা আমাদের পূর্বসূরি, আমাদের চেয়ে উত্তম, এবং আপনারা আল্লাহর রাসূলের সাহাবি। তখন আবদুর রহমান ইবনু আউফ বললেন, তোমাদের কাছে যা এসেছে আমাদের কাছেও তা-ই এসেছে। আমরা যা জেনেছি তোমরাও তা-ই জেনেছ। কিন্তু আমরা রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে দুঃখ-দারিদ্র্য-দুর্দশায় আক্রান্ত হয়েছি এবং ধৈর্যধারণ করেছি। তারপর এখন আমরা সচ্ছলতার দ্বারা পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছি; কিন্তু ধৈর্যধারণ করতে পারিনি।"[৫৪০]

বিপুল পরিমাণ সম্পদ দান

৪৭৭. ইমাম যুহরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুগে আবদুর রহমান ইবনু আউফ রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর অর্ধেক সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দিলেন। তা ছিল চার হাজার দীনার। পরে আবার চল্লিশ হাজার দীনার দান করেন, তারপর আবারও চল্লিশ হাজার দীনার, তারপর তৃতীয়বার আরও চল্লিশ হাজার। এরও পরে আরও পাঁচ শ ঘোড়া-বোঝাই সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। এরপর আরও এক হাজার পাঁচ শ বাহন-বোঝাই সম্পদ দান করেন। তাঁর সমস্ত সম্পদ ছিল ব্যবসার মুনাফা।"[৫৪১]

অপর্যাপ্ত চাদর

৪৭৮. সা'দ ইবনু ইবরাহীম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আবদুর

---

[৫৪০] হান্নাদ ইবনুস সারি, কিতাবুয্ যুহ্দ, ৭৮৫, হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৪১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৯৯। হাদীসটির সনদ দুর্বল।

রহমান ইবনু আউফ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো। তিনি রোজা রেখেছিলেন। তখন তিনি বললেন, "মুসআব ইবনু উমাইর আমার চেয়ে উত্তম। তিনি শাহাদাতবরণ করলে তাঁকে তাঁর পরনের চাদরে কাফন পরানো হলো। চাদরটি দিয়ে মাথা ঢেকে দিলে পা বেরিয়ে যাচ্ছিল, আবার পা ঢেকে দিলে মাথা বেরিয়ে যাচ্ছিল।" বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি আরও বলেছেন, "হামযাও শাহাদাতবরণ করেছেন। তিনিও আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তারপর আমরা দুনিয়ার সব ধরনের প্রাচুর্য পেয়ে গেলাম। (অথবা তিনি বলেন, দুনিয়ার সবকিছুই আমাদের দিয়ে দেওয়া হলো।) আমরা আশঙ্কা করলাম যে, আমাদের সৎকর্মের প্রতিদান হয়তো আগেভাগেই দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।" এ কথা বলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন, খাবার তো খেলেনই না।[৫৪২]

পার্থিব-জীবনেই আখিরাতের সঞ্চয় ফুরিয়ে ফেলার আশঙ্কা

৪৭৯. তারিক ইবনু শিহাব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে সকল সাহাবি জীবিত ছিলেন তাঁরা খাব্বাব রদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখতে গেলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, হে আবূ আবদুল্লাহ! সুসংবাদ গ্রহণ করুন। শীঘ্রই আপনার (মৃত) ভাইদের সঙ্গে মিলিত হবেন। এ কথা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন। তখন তাঁরা বললেন, তাঁদের অবস্থা আপনার মতোই ছিল। তিনি বললেন, মৃত্যুর ব্যাপারে আমার কোনো ভয়-ভীতি নেই। কিন্তু ব্যাপার হলো, তোমরা আমাকে একদল মানুষের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছ এবং আমার যে ভাইদের কথা মনে করিয়ে দিলে, তাঁরা নিশ্চয় তাঁদের কর্মের যথার্থ প্রতিদান সঙ্গে নিয়েই পৃথিবী ছেড়ে গেছেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয় যে, আমরা আমাদের সৎকর্মের প্রতিদান (আগেভাগেই) পেয়ে গেছি।"[৫৪৩]

সাহাবিগণের সাদাসিধে জীবনযাপন

৪৮০. উমাল মুরাদি থেকে বর্ণিত। আবুল উবাইদাইন রহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূলের সাহাবি, আপনারা নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য করবেন না। তা হলে আমাদের জন্য আমল করতে কষ্ট হয়ে যায়।" জবাবে তিনি বললেন, "হে আবুল উবাইদাইন,

[৫৪২] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৯৯, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।
[৫৪৩] আবূ দাউদ, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ২৭৪, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি রহম করুন। মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাহাবি তো তাঁরাই, যারা তাঁর সাথে নিজেদের পরনের চাদরে সমাহিত হয়েছেন।”[৫৪৪]

সাহাবিগণ মহামারিকে ভয় পেতেন না

৪৮১. মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ ইনাবা খাওলানি রদিয়াল্লাহু আনহু[৫৪৫] খাওলান গোত্রের লোকদের সাথে মসিজদে বসে ছিলেন। এ সময় (উমাইয়া খলিফা) আবদুল্লাহ ইবনু আবদিল মালিক মহামারির ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে (ইয়ামান থেকে) বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, তিনি মহামারির ভয়ে পালিয়ে গেছেন। এ কথা শুনে আবূ ইনাবা খাওলানি রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, “ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আমি জীবিত থাকতে এমন ঘটনা শুনতে হবে তা কখনও ভাবিনি। আমি কি তোমাদের জানাব না, তোমাদের (সাহাবি) ভাইদের স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল? প্রথমত, আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা তাঁদের কাছে মধুর চেয়েও বেশি প্রিয় ছিল। দ্বিতীয়ত, তাঁরা শত্রুকে ভয় পেতেন না, শত্রু সংখ্যায় কম হোক বা বেশি হোক। তৃতীয়ত, তাঁরা দুনিয়াবি প্রয়োজন ও অভাবে ভীত হয়ে পড়তেন না। আল্লাহ তাআলার প্রতি তাঁদের দৃঢ়-বিশ্বাস ছিল যে তিনি তাঁদের রিযক দান করবেন। চতুর্থত, মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটলে তাঁরা পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁদের ব্যাপারে যে ফয়সালা করতেন সেই ফয়সালাই মেনে নিতেন।”[৫৪৬]

সহযোদ্ধার জন্য মৃত্যুপূর্ব ত্যাগ স্বীকার

৪৮২. আবূ জাহম ইবনু হুজায়ফা বলেন, “আমি ইয়ারমুক যুদ্ধের দিন রণাঙ্গনে বেরোলাম। আমার সঙ্গে ছিল এক মশক পানি এবং একটি পাত্র। খুঁজছিলাম আমার চাচাতো ভাইকে। (মনে মনে) বললাম, যদি তার তৃষ্ণা থাকে তবে পানি পান করাব এবং পানি দিয়ে তার চেহারা মুছে দেব। ভাইকে পেয়ে গেলাম, সে তখন কাতরাচ্ছিল। বললাম, পানি খাবে? সে ইঙ্গিতে বলল, দাও। তখন তার পাশেই একজন লোক ‘আহ’ বলে কাতরে উঠল। চাচাতো

[৫৪৪] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৫৪৫] তবে বলা হয়ে থাকে যে, নবিজির যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তবে তাঁকে দেখেননি।

[৫৪৬] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

ভাই ইঙ্গিতে বলল, লোকটির কাছে গিয়ে তাকে পানি পান করাও। লোকটি ছিলেন আমর ইবনুল আস রদিয়াল্লাহু আনহু-এর ভাই হিশাম ইবনুল আস রদিয়াল্লাহু আনহু। আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি পানি পান করবেন? তিনি তখন শুনতে পেলেন, আরেকজন লোক 'আহ' বলে কাতরে উঠেছেন। হিশাম আমাকে ইশারায় ওই লোকটির কাছে যেতে বললেন। আমি লোকটির কাছে গেলাম, দেখি তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তৎক্ষণাৎ হিশামের কাছে ফিরে এলাম, দেখি তিনিও মৃত্যুবরণ করেছেন। তারপর আমার চাচাতো ভাইয়ের কাছে এলাম। দেখি সেও ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে।"[৫৪৭]

সম্পদকে পরীক্ষা মনে করা

৪৮৩. আবদুল্লাহ ইবনু আবী বকর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "আবূ তালহা আনসারি রদিয়াল্লাহু আনহু একবার তাঁর এক বাগানে সালাত পড়ছিলেন। তখন একটি ছোটো পাখি উড়তে শুরু করল, (বাগান এত ঘন ছিল যে এ ক্ষুদ্র পাখিটি পথ খুঁজে পাচ্ছিল না) এবং বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এদিক-সেদিক পথ খুঁজতে লাগল। এই দৃশ্য তাঁর খুব ভালো লাগল। ফলে তিনি সেদিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। তারপর সালাতের প্রতি মনোযোগী হলেন। কিন্তু তখন মনে করতে পারলেন না যে সালাত কত রাকআত পড়েছেন। তিনি বললেন, এই সম্পদ আমাকে পরীক্ষায় ফেলেছে। তারপর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গিয়ে পুরো ঘটনা জানালেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই সম্পদ আল্লাহ তাআলার জন্য উৎসর্গ করছি। আপনি তা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই ব্যয় করুন।"[৫৪৮]

সালাতে বিঘ্ন ঘটার কারণে বাগান বিক্রি

৪৮৪. আবদুল্লাহ ইবনু আবী বকর রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "একজন আনসারি লোক খেজুর ফলনের মৌসুমে কুফ এলাকায় অবস্থিত তাঁর বাগানে সালাত পড়ছিলেন। খেজুর গাছগুলো থোকায় থোকায় ফলভারে নুয়ে ছিল। লোকটি সেদিকে তাকালেন এবং বিপুল ফলরাশি দেখে খুবই খুশি হলেন। তারপর

---

[৫৪৭] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৪৮] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। তবে এই ঘটনা সহীহ সনদে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে। মালিক, আল-মুআত্তা, হাদীস নং ২২৩; বায়হাকি, আস-সুনানুল কুবরা, হাদীস নং ৩৬৮৯।

আবার সালাত শুরু করলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে ভুলে গেছেন তিনি কত রাকআত সালাত পড়েছেন। তখন বললেন, আমার এই সম্পদ আমার জন্য ফিতনায় পরিণত হয়েছে। তিনি উসমান ইবনু আফফান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এসে ঘটনাটি উল্লেখ করলেন। বললেন, আমার এই বাগান সদাকা করতে চাই। আপনি তা কল্যাণের পথে ব্যয় করে দিন। তিনি উসমান রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে তাঁর বাগান পঞ্চাশ হাজার দিরহামে বিক্রি করে দিলেন। এ কারণে এই সম্পদের নাম হয়ে ছিল 'খামসিনা' বা 'পঞ্চাশ'।"[৫৪৯]

ফজরের দুই রাকআত সুন্নত ছুটে যাওয়ার কারণে গোলাম আজাদ

৪৮৫. উবাইদুল্লাহ ইবনুল কিবতিয়্যাহ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু আবী রবীআ রদিয়াল্লাহু আনহু-এর একবার ফজরের দুই রাকআত (সুন্নত) সালাত ছুটে গেল। তাই তিনি একটি গোলাম আজাদ করে দেন।"[৫৫০]

মাগরিবের সালাত দেরি হওয়ায় দুটি গোলাম আজাদ

৪৮৬. মুহাম্মাদ ইবনু আবদির রহমান তাঁর দাদা আবূ মুসলিম থেকে বর্ণনা করেন, "তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। অথবা, যিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করেছেন তিনি বর্ণনা করেছেন। মাগরিবের সালাত পড়তে সন্ধ্যা একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল অথবা তিনি কোনো কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলেন, ফলে দেরি হয়ে গিয়েছিল, এমনকি আকাশে নক্ষত্র দুটিও উদিত হয়ে পড়েছিল। এ কারণে তিনি সালাত শেষ করে দুটি গোলাম আজাদ করে দিলেন।"[৫৫১]

এক ঢোক পানির বিনিময়ে গোটা দুনিয়া দান

৪৮৭. আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "বসরার একজন লোক আমাকে জানিয়েছেন, মুতাররিফ ইবনু শিখখিরের স্ত্রী বা তার কোনো-এক আত্মীয় মৃত্যুবরণ করলেন। তখন তার কিছু বন্ধু বললেন, তোমাদের ভাই মুতাররিফের কাছে আমাদেরকে নিয়ে চলো। শয়তান যেন তাকে নিভৃতে না

---

[৫৪৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৫০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৫১] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

পায়। পেলে কিন্তু (শয়তান) তার প্রয়োজন পূরণ করে নেবে। (ধোঁকা দেবে ও প্রতারিত করবে।)

তারা মুতাররিফের কাছে এলেন। তিনি সুসজ্জিত ও সুবাসিত হয়ে তাদের সামনে উপস্থিত হলেন। তারা বললেন, আমরা একটি ব্যাপারে আশঙ্কা করেছি এবং আশা করেছি যে, আল্লাহ তাআলা আপনাকে তা থেকে রক্ষা করবেন। তারা যা বলাবলি করেছেন তা তাঁকে জানালেন। (অর্থাৎ, আত্মীয় মৃত্যুশোকে অস্থির হয়ে হয়তো তিনি কোনো কাণ্ড ঘটিয়ে বসবেন।) তদের কথা শুনে মুতাররিফ বললেন, আখিরাতে এক ঢোক পানির বিনিময়ে গোটা দুনিয়াও যদি আমাকে দান করে দিতে বলা হয়, তবে তা-ই দেব (সুতরাং আত্মীয়ের মৃত্যুশোক আমার জন্য কঠিন ব্যাপার নয়, আমি ধৈর্যধারণ করব।)"[৫৫২]

জাহান্নামের ভয়ে কান্না

৪৮৮. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "(পূর্বসূরিরা) যা কিছুর বিনিময়ে জান্নাত চেয়েছেন তা কখনোই তাঁদের কাছে কঠিন মনে হয়নি। জাহান্নামের ভয় তাঁদেরকে কাঁদিয়েছে।"[৫৫৩]

মুমিন বান্দার কিছু বৈশিষ্ট্য

৪৮৯. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "প্রকৃত মুমিন তো সে-ই, যে আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ যথার্থভাবে জানে। মুমিন ব্যক্তির কাজকর্ম সবার চেয়ে সুন্দর। সে আল্লাহ তাআলাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে। পাহাড়সম সম্পদ দান করে দিলেও (তার দান কবুল হলো কি না, তা) চাক্ষুষ না দেখে নিশ্চিন্ত হয় না। তার আত্মশুদ্ধি, সততা ও ইবাদাত যতই বাড়ে, আল্লাহভীতিও তত বাড়ে। সে বলে, আমি তো আখিরাতে মুক্তি পাব না, আমি তো আখিরাতে মুক্তি পাব না। আর যারা মুনাফিক তারা বলে, মানুষ তো কত পাপই করে। আমি এমনিই মাফ পেয়ে যাব। কোনো চিন্তা নেই। তাই মুনাফিকেরা খারাপ কাজ করে আর আশা করে যে, আল্লাহ তাআলা তাদের ক্ষমা করে দেবেন।"[৫৫৪]

---

[৫৫২] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/২০০। মুতাররিফ থেকে বর্ণিত ঘটনা এবং এর সনদ দুর্বল।
[৫৫৩] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/১৫৩। হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৫৪] আবূ নুআইম, হিলইয়া, ২/১৫৩। হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

নির্ধারিত রিযকে সন্তুষ্টিই সচ্ছলতা

৪৯০. আতা ইবনু আবী রাবাহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,"মূসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রতিপালক, আপনার কোন বান্দা সবচেয়ে ন্যায়বিচারক? আল্লাহ তাআলা বললেন, যারা মানুষের জন্য সেভাবেই বিচার করে যেভাবে নিজেদের জন্য বিচার করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আর সবচেয়ে সচ্ছল কারা? আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি যা রিযক দিয়েছি তাতেই যারা সন্তুষ্ট থাকে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আর সবচেয়ে তাকওয়াবান? আল্লাহ তাআলা বললেন, যাঁরা আমার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি জানে।"[৫৫৫]

দুনিয়াবিমুখতা ও আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয়

৪৯১. খালিদ ইবনু উমাইর রহিমাহুল্লাহ বলেন, "উতবা ইবনু গাযওয়ান রদিয়াল্লাহু আনহু একবার খুতবা দিলেন। প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও মহিমা প্রকাশ করলেন। তারপর বললেন, দুনিয়া তো ধ্বংস হয়ে যাবার সংবাদ দিয়েছে ও দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। দুনিয়ার (সামান্য) তলানি অবশিষ্ট রয়েছে, যেমন খানা খাওয়ার পর বাসনে তলানি থাকে, যা খাদ্য গ্রহণকারী অল্প অল্প করে খায়। একদিন এই দুনিয়া ছেড়ে তোমরা অবিনশ্বর জগতের দিকে রওনা করবে। তাই ভবিষ্যতের জন্য কিছু নেকি নিয়ে রওনা করো। কেননা, আমাকে বলা হয়েছে যে, যদি জাহান্নামের প্রান্ত থেকে একটি পাথর নিক্ষেপ করা হয় এবং তা সত্তর বছর পর্যন্ত ক্রমাগত যেতে থাকে, তারপরও তা তার তলদেশে পৌঁছাবে না। আল্লাহর শপথ! জাহান্নাম পূর্ণ হয়ে যাবে। কী? অবাক লাগছে? আমার কাছে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরজার দুই পাল্লার দূরত্ব হলো চল্লিশ বছর সফরের পথ। অচিরেই এমন-একদিন আসবে যখন তা মানুষের ভিড়ে পরিপূর্ণ থাকবে। আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে থাকা সাত ব্যক্তির শেষ-জন। তখন আমাদের কাছে গাছের পাতা ছাড়া আর কোনো খাদ্যই ছিল না। ফলে আমাদের চোয়ালে ঘা হয়ে গেল। এ সময় আমি একটি চাদর পেয়েছিলাম, আমার ও সা'দ ইবনু মালিকের জন্য আমি তা দু-টুকরো করে নিই। এক টুকরো দিয়ে আমি লুঙ্গি বানিয়েছি, আরেক টুকরো দিয়ে লুঙ্গি বানিয়েছে সা'দ ইবনু মালিক। আজ আমরা সকলেই কোনো-না-কোনো

---

[৫৫৫] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৩/২৯৩, হাদীসটির সনদ সহীহ।

নগরের আমীর। তারপর তিনি বললেন, নিজের কাছে বড়ো ও আল্লাহর কাছে ছোটো হওয়া—এমন অবস্থা থেকে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। নুবুওয়াতের শিক্ষা বিকৃত হয়ে একপর্যায়ে তা রাজতন্ত্রে পরিণত হয়। আমাদের পরের আমীররা কেমন হবে, তা শিগগিরই যাচাই করতে পারবে।"[৫৫৬]

দুনিয়া হলো ব্যস্ততার আখড়া

৪৯২. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন—

فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ

"সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং সেই (দুনিয়াবি জীবন) যেন কিছুতে তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করে।"[৫৫৭]

হাসান বসরি বলতেন : কে তা বলেছেন, (জানো)? তিনি নিজেই জবাব দিতেন, যিনি পার্থিব জীবন সৃষ্টি করেছেন এবং দুনিয়া সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানেন, তিনিই এ কথা বলেছেন। হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ আরও বলেন, "তোমরা পার্থিব জীবনের ব্যস্ততা থেকে দূরে থাকো। দুনিয়া হলো ব্যস্ততার আখড়া। কেউ যখন ব্যস্ততার একটি দরজা খোলে, তা তার জন্য আরও দশটি দরজা খুলে দেয়।"[৫৫৮]

উপকারী গাধা বিক্রি

৪৯৩. উহাইব ইবনু ওয়ারদ রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা একটি গাধা বিক্রি করে দিলেন। কেউ তাকে বলল, আপনি গাধাটি রেখে দিলে ভালো হতো। তিনি বললেন, গাধাটি আমাদের বেশ উপযোগী ছিল। আর সে আমার অন্তরের একটি অংশ দখল করে নিয়েছিল। কিন্তু অন্তরকে কোনো বস্তু দিয়ে ব্যস্ত করা আমার পছন্দ নয়।"[৫৫৯]

পুত্রের উদ্দেশে উপদেশ

৪৯৪. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, লুকমান আলাইহিস সালাম তাঁর

---

[৫৫৬] হাদীসটির সনদ সহীহ।
[৫৫৭] সূরা লুকমান : আয়াত ৩৩।
[৫৫৮] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/১৫৩। হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত।
[৫৫৯] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ছেলেকে বললেন, "ছেলে আমার, দুনিয়া এক গভীর সমুদ্র। এই সমুদ্রে অসংখ্য মানুষ ডুবে আছে। এখানে তোমার জাহাজ যেন হয় আল্লাহর প্রতি তাকওয়া; জাহাজের মাস্তুল যেন হয় আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং জাহাজের পাল যেন হয় আল্লাহর ওপর ভরসা। তা হলেই আশা করা যায় তুমি মুক্তি পাবে। অন্যথায় নয়।"[৫৬০]

ইবাদাতে অগ্রগামী হয়ে আবার দুনিয়াদারদের সঙ্গে মিশে যাওয়া

৪৯৫. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "একজন আবিদ বান্দা আরেকজন লোকের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে দুশ্চিন্তায় মাথা নিচু করে বসে থাকতে দেখলেন। আবিদ বললেন, কী ব্যাপার, এভাবে বসে আছেন যে? তিনি বললেন, অমুকের কথা ভেবে অবাক লাগছে। তিনি ইবাদাতের কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন তা আপনি জানেন; কিন্তু এখন আবার দুনিয়াদার লোকদের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন। তখন আবিদ বান্দা বললেন, যে লোক দুনিয়াদারদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে তার ব্যাপারে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। বরং যিনি ইবাদাতের ওপর অটল রয়েছেন তার ব্যাপারে বিস্মিত হোন।"[৫৬১]

দুনিয়াটা তেতো

৪৯৬. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলতেন, "(হে দুনিয়া,) তুমি কতই না নিকৃষ্ট! তোমার প্রতিটি কাঠিই আমরা চুষেছি। দেখলাম সবকটাই শেষপ্রান্তে গিয়ে তেতো।"

ঐশ্বর্য ও মিতব্যয়ীতা

৪৯৭. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "যাকে প্রাচুর্য দেওয়া হয়েছে, সে-ই প্রতারিত হয়েছে।" তিনি আরও বলেছেন, "মিতব্যয়ীরা কখনও অভাবের শিকার হয় না।"[৫৬২]

দুনিয়ার কল্যাণকর অংশ

৪৯৮. সুফইয়ান সাওরি রহিমাহুল্লাহ বলেন, "বলা হতো, দুনিয়ার কল্যাণকর অংশ

---

[৫৬০] সুফইয়ান সাওরি থেকে বর্ণিত আসার। আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয যুহদ, ১০৪।

[৫৬১] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৫১। ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ পর্যন্ত সনদ সহীহ।

[৫৬২] হাদীসটির মাকতুরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

সেটাই যার দ্বারা তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হওনি; আর দুনিয়ার যে অংশ দ্বারা তোমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছ, তার মধ্যে কল্যাণকর অংশ ওইটাই, যা তোমার হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

লোভের কারণে আলিমদের পদস্খলন

৪৯৯. সাহল ইবনু হাসসান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الصَّفَا الزَّلَّالَ الَّذِي لَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ أَقْدَامُ الْعُلَمَاءِ: الطَّمَعُ

"যে পিচ্ছিল পাথরের ওপর আলিমগণের পা-ও স্থির থাকে না, তা হলো লোভ।"[৫৬৩]

ইলম শিক্ষাদানকারী ও ইলম অর্জনকারী

৫০০. খালিদ ইবনু মা'দান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "দুনিয়া অভিশপ্ত। দুনিয়াতে যা কিছু আছে তা-ও অভিশপ্ত, তবে আল্লাহর যিকর এবং যা কিছু আল্লাহর যিকরের প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করে তা ব্যতীত। ইলম শিক্ষাদানকারী এবং ইলম অর্জনকারী উভয়ই কল্যাণের ক্ষেত্রে সমান। বাকি সব মানুষ অর্থহীন; তাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।"[৫৬৪]

জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত দুনিয়া

৫০১. উবাদা ইবনু সামিত রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "কিয়ামাতের দিন দুনিয়াকে উপস্থিত করা হবে, তখন দুনিয়ার যা কিছু আল্লাহর জন্য ছিল তা পৃথক করা হবে; তারপর অবশিষ্ট দুনিয়াকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"[৫৬৫]

দুনিয়ার একটি উপমা

৫০২. উবাই ইবনু কা'ব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "মানুষের খাদ্য যেন দুনিয়ার মতো। তাতে মশলা ও লবণ মিশিয়ে সুস্বাদু-সুগন্ধী করা হয়। (অথচ শেষমেশ তা দুর্গন্ধময় মলমূত্রে পরিণত হয়।)"[৫৬৬]

---

[৫৬৩] আলবানি বলেছেন, হাদীসটি দুর্বল, আস-সিলসিলাতুদ দয়িফা, ৩০২৩।

[৫৬৪] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং প্রথম অংশটি হাসান সনদের সঙ্গে মারফুরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

[৫৬৫] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসনাদ, ১৩/৩৮২ হাদীসটি মাওকুফ; তবে মারফুরূপেও বর্ণিত হয়েছে।

[৫৬৬] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ধনী লোকের তিন বিপদ

৫০৩. সালামা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "শয়তান বলে—সম্পদশালী ব্যক্তি আমার কাছ থেকে বাঁচতে পারবে না; তাকে তিনটি অবস্থার যে-কোনো একটির মুখোমুখি হতেই হবে : (১) হয় আমি তার চোখের সামনে সম্পদকে সুশোভিত করে দেখাব, ফলে সে তা যথাযথভাবে (অর্থাৎ আল্লাহর পথে ব্যয়) করবে না; অথবা (২) সম্পদকে আমি তার চোখে তুচ্ছ করে দেখাব, ফলে সে তা অবৈধ পথে খরচ করবে; নতুবা (৩) সম্পদকে আমি তার কাছে প্রিয় করে তুলব, সে অনৈতিক ও অবৈধ উপায়ে তা অর্জন করে।"[৫৬৭]

সম্পদ ও শয়তানের কাছে পরাজয়

৫০৪. সালিম ইবনু আবিল জা'দ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : "নিশ্চয় শয়তান মানুষকে প্রতিটি উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে পরাভূত করার চেষ্টা করে; কিন্তু পেরে ওঠে না। কিন্তু সম্পদের ক্ষেত্রে (শয়তান) মানুষের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং তার ঘাড় ধরে (নিজের পথে) নিয়ে যায়।"[৫৬৮]

দুনিয়াবি উদ্দেশ্যের কারণে আখিরাতে প্রতিদান মেলে না

৫০৫. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ اللّٰهَ يُعْطِي الدُّنْيَا عَلَى نِيَّةِ الْآخِرَةِ، وَأَبَى أَنْ يُعْطِيَ الْآخِرَةَ عَلَى نِيَّةِ الدُّنْيَا

"আখিরাতমুখী নিয়তের কারণে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া দিয়ে থাকেন; কিন্তু নিয়ত যদি দুনিয়ামুখী হয়, তবে আখিরাতে (কোনো প্রতিদান) দেন না।"[৫৬৯]

দুনিয়াবিমুখ ব্যক্তিই উত্তম

৫০৬. আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, "কারও ব্যাপারে যদি হলফ করে বলতে পারো যে, সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে দুনিয়াবিমুখ,

---

[৫৬৭] মুরসালরূপে বর্ণিত। তাবারানি মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন। মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/২৪৫।

[৫৬৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৬৯] হাদীসটি দুর্বল। কিন্তু মর্মগত দিক থেকে হাদীসটি সহীহ। কুরআনে এ হাদীসের সমার্থক আয়াত রয়েছে।

তা হলে আমিও কসম করে বলতে পারি, সে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লোক।”[৫৭০]

দুনিয়া থেকে পালিয়ে বেড়ানো

৫০৭. ইবরাহীম তাইমি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, “তোমাদের ও পূর্ববর্তীদের মধ্যে কতই না পার্থক্য! দুনিয়া তাদের হাতে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে, কিন্তু তারা দুনিয়া থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। অথচ তোমাদের থেকে দুনিয়া পিছু হটে যায় আর তোমরা এর পেছনে পেছনে ছোটো।”[৫৭১]

উত্তম পন্থা অবলম্বন

৫০৮. সালিম ইবনু আবিল জা‘দ রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أُوتِيتُ بِمَفَاتِيحِ الأَرْضِ، فَوُضِعَتْ فِي يَدَيَّ، فَذَهَبَ نَبِيُّكُمْ بِخَيْرِ مَذْهَبٍ، وَتُرِكْتُمْ فِي الدُّنْيَا تَأْكُلُونَ مِنْ خَبِيصِهَا، مِنْ أَصْفَرِهِ، وَأَحْمَرِهِ، وَأَخْضَرِهِ، وَأَبْيَضِهِ، وَإِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ وَاحِدٌ، لَوَّثْتُمُوهُ؛ الْتِمَاسَ الشَّهَوَاتِ.

“দুনিয়ার সমস্ত চাবি আমাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলো আমার হাতে রাখা হয়েছে। তোমাদের নবি উত্তম পন্থা অবলম্বন করেছেন। তোমরা (দুনিয়ার) মিষ্টান্ন[৫৭২] থেকে হলুদ, লাল, সবুজ ও সাদা—সব রঙেরই খাও। দুনিয়া এমন-একটি বস্তু, কুপ্রবৃত্তির সংস্পর্শে তোমরা যাকে কলঙ্কিত করেছ।”[৫৭৩]

---

[৫৭০] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৭১] হিলইয়াতুল আওলিয়া, ৪/২১২। হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৫৭২] খাবিস (خبيص) : খেজুর, মধু ও ঘি দ্বারা প্রস্তুতকৃত মিষ্টান্ন।
[৫৭৩] হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

কম সম্পদ, কম হিসাব

অল্পে তুষ্টির কল্যাণ

৫০৯. ফুদালা ইবনু উবাইদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلْإِسْلَامِ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا، وَقَنَعَ

"যে ইসলামের হিদায়াত পেয়েছে, যার জীবনজীবিকা পরিমিত এবং যে অল্পে সন্তুষ্ট, তার জন্যে সুসংবাদ।"[৫৭৪]

একটি আয়াতের প্রেক্ষাপট

৫১০. আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ

"আল্লাহ তাআলা তাঁর (সকল) বান্দাদেরকে জীবনোপকরণের প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই সীমালঙ্ঘন করত।"[৫৭৫]

আবু হানি খাওলানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, আমি আমর ইবনু হুরাইস ও অন্য একজনকে

---

[৫৭৪] তিরমিযি, সুনান, হাদীস নং ২৩৪৯, হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৫৭৫] সূরা শুরা : আয়াত ২৭।

বলতে শুনেছি : এই আয়াতটি আসহাবুস সুফফার ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। কারণ তাঁরা একবার বলেছিলেন, "ইশ! আমাদের যদি দুনিয়ার প্রাচুর্য থাকত!" এভাবে দুনিয়া আকাঙ্ক্ষা করার কারণে এ আয়াত নাযিল হয়।[৫৭৬]

বেশি সম্পদের হিসাব কঠিন

৫১১. আবূ যর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এক দিরহামের মালিকের চেয়ে দুই দিরহামের মালিককে কঠিন হিসেবের মুখোমুখি হতে হবে।" (যার সম্পদ যত বেশি তার হিসাব তত কঠিন।)[৫৭৭]

কিয়ামাতের দিন দুই ধরনের বান্দার ঘটনা

৫১২. দামরাতা ইবনু হাবীব, মুহাসির ইবনু হাবীব ও হাকীম ইবনু উমাইর রহিমাহুমুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَبْعَثُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِهِ كَانَا عَلَى سِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، أَحَدُهُمَا مَقْتُورٌ عَلَيْهِ، وَالْآخَرُ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ، فَيُقْبِلُ الْمَقْتُورُ فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنْثَنِي عَنْهَا حِينَ يَنْتَهِي إِلَى أَبْوَابِهَا، فَيَقُولُ لَهُ حَجَبَتُهَا إِلَيْكَ، فَيَقُولُ: إِذًا لَا أَرْجِعُ، وَإِنَّ سَيْفَهُ فِي عُنُقِهِ، فَيَقُولُ: إِنِّي أُعْطِيتُ هَذَا السَّيْفَ فِي الدُّنْيَا أُجَاهِدُ بِهِ، فَلَمْ أَزَلْ مُجَاهِدًا بِهِ حَتَّى قُبِضْتُ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ، فَيَرْمِي بِسَيْفِهِ إِلَى الْخَزَنَةِ، وَيَنْطَلِقُ لَا يَثْنُونَهُ، وَلَا يَحْبِسُونَهُ عَنِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا، فَيَمْكُثُ فِيهَا دَهْرًا، قَالَ: ثُمَّ يَمُرُّ بِهِ أَخُوهُ الْمُوَسَّعُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ لَهُ: يَا فُلَانُ، مَا حَبَسَكَ؟ فَيَقُولُ: مَا خُلِّيَ سَبِيلِي إِلَّا الْآنَ، وَلَقَدْ حُبِسْتُ مَا لَوْ أَنَّ ثَلَاثَ مِائَةِ بَعِيرٍ أَكَلَتْ حَمْضًا، لَا يَرِدْنَ الْمَاءَ إِلَّا خِمْسًا، وَرَدْنَ عَلَى عَرَقِي لَصَدَرْنَ مِنْهُ رِيًّا.

"আল্লাহ তাআলা কিয়ামাতের দিন তাঁর দুই বান্দাকে ওঠাবেন যাদের স্বভাব-চরিত্র ছিল একই রকম; কিন্তু তাদের একজন ছিল অভাবগ্রস্ত, আরেকজন ধনাঢ্য। অভাবগ্রস্ত লোকটি এগিয়ে যেতে যেতে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছে যাবে। তখন জান্নাতের পাহারাদার তাকে বলবে, দূর হও! দূর হও! সে বলবে, এখানে যখন এসেই পড়েছি আমি আর ফেরত যাব না। ওই সময়

[৫৭৬] আবূ জাফর তাবারি, জামিউল বায়ান, ২৫/১৯। মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ সহীহ।
[৫৭৭] ইবনে আবি শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/৩৪২, হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

তার তরবারিটি তার কাঁধের ওপর থাকবে। সে বলবে, দুনিয়াতে আমাকে এই তরবারি দেওয়া হয়েছিল; আমি এটা দিয়ে জিহাদ করতে করতে মৃত্যুবরণ করেছি। এ কথা বলে সে সামনে এগোবে; ফেরেশেতারা তার প্রশংসাও করবে না এবং তাকে জান্নাত থেকে বাধাও দেবে না। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতে সে বহুকাল অবস্থান করবে। তারপর একদিন দেখা যাবে, তার ওই সচ্ছল ভাইটি তার পাশ দিয়ে যাচ্ছে। সে তাকে জিজ্ঞেস করবে, অমুক, কে তোমাকে এতদিন জান্নাতে আসতে বাধা দিল? সে বলল, এইমাত্র আমার জন্য জান্নাতের পথ খুলে দেওয়া হলো। আমি এমনভাবে আটক ছিলাম যে, তিন শ উট যদি টক খাদ্য খাওয়ার পর পাঁচদিন পানি পান না করে আমার ঘামের মধ্যে নামত (এবং ঘাম পান করত) তা হলে সব কটি উটের পিপাসা মিটে যেত।"[৫৭৮]

দুর্বল ঈমানের আশঙ্কা

৫১৩. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّمَا أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي ضَعْفَ الْيَقِينِ

"আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে দুর্বল ঈমানের আশঙ্কা করি।"[৫৭৯]

ঈমান ও সুস্থতার শ্রেষ্ঠত্ব

৫১৪. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِلَّا إِنَّ النَّاسَ لَمْ يُؤْتَوْا فِي الدُّنْيَا شَيْئًا خَيْرًا مِنَ الْيَقِينِ، وَالْعَافِيَةِ، فَسَلُوهُمَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

"দুনিয়াতে মানুষকে দৃঢ়-ঈমান ও সুস্থতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো নিয়ামাত দেওয়া হয়নি। তাই তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে এই দুটি জিনিস চাও।"

---

[৫৭৮] হাদীসটি দুর্বল। হাইসামি অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/২৬৩।

[৫৭৯] হাদীসটি দুর্বল। হাইসামি আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সূত্রে হাদীসটি মারফুরূপে বর্ণনা করেছেন। মাজমাউয যাওয়াইদ, ১/১০৭। তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত, ৮৮৬৯। তাঁর বর্ণিত সনদের রাবীগণ বিশ্বস্ত (সিকাহ)।

আল্লাহর ওপর সত্যিকার অর্থে নির্ভর করা

৫১৫. উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ؛ لَرَزَقَكُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ، تَغْدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا

"তোমরা যদি আল্লাহর ওপর সত্যিকার অর্থে তাওয়াক্কুল করতে, তা হলে তিনি তোমাদের সেভাবেই রিযক দান করতেন যেভাবে পাখিদেরকে রিযক দান করা হয়। পাখিরা ভোরে খালি পেটে বেরিয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।"[৫৮০]

[৫৮০] তিরমিযি, ৩৬২৯, হাদীসটির সনদ সহীহ।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ
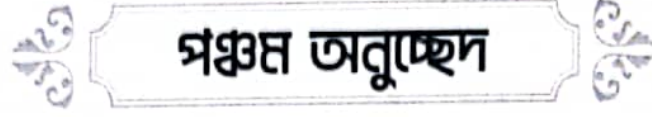
ঈমানের মাঝেই নিরাপত্তা

ঈমানের ওপর অবিচলতার ফজিলত

৫১৬. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "যে বান্দা ইসলামের ওপর অবিচল থেকেই সকাল-সন্ধ্যা কাটায়, দুনিয়ার বিপদ তাকে আক্রান্ত করলেও তার কোনো ক্ষতি করবে না।"[৫৮১]

মুআমালা সংশোধন করে নেওয়ার নির্দেশ

৫১৭. রবীআ ইবনু লাকিত বর্ণনা করেছেন যে, জামাআতের বছর[৫৮২] (একদিন) তিনি আমর ইবনুল আস রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলেন। তারা তখন একটি ঘর থেকে ফিরছিলেন। এমন সময় তাদের ওপর টাটকা রক্তবৃষ্টি হলো। রবীআ বলেন আমি দেখতে পেলাম, পাত্র খালি করছি, আর তা আবারও রক্তে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। মানুষ ভাবল, কিয়ামাত চলে এসেছে। সবাই তখন ঢেউয়ের মতো কাঁপছিল। তখন আমর ইবনুল আস রদিয়াল্লাহু আনহু সকলের উদ্দেশে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহ তাআলার যথাসাধ্য প্রশংসা করে বললেন,

---

[৫৮১] আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাবুয্ যুহ্‌দ, ১৫৯। হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৮২] আ-মুল জামাআতি বা জামাআতের বছর : এই বছর হাসান ইবনু আলি রদিয়াল্লাহু আনহুমা খিলাফাত ত্যাগ করেন এবং তাঁর পদত্যাগেরে মধ্য দিয়ে মুআবিয়া ইবনু আবী সুফইয়ান রদিয়াল্লাহু আনহুমা খলিফা হন। এ সময় থেকে বনু উমাইয়ার শাসনামল শুরু হয়।

হে লোকসকল, তোমাদের ও আল্লাহ তাআলার মধ্যে (ঈমান ও ইবাদাত-সংক্রান্ত) যে-সকল কর্মকাণ্ড রয়েছে তা সংশোধন করে নাও। এই যে দুটি পাহাড়, (এগুলোও) যদি (তাদের স্থান থেকে সরে) এসে তোমাদের ধাক্কা দেয়, তবুও তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।"[৫৮৩]

টাকা-পয়সার দাসকে তিরস্কার

৫১৮. সাঈদ মাকবুরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "দীনারের দাসেরা ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক দিরহামের দাসেরা! দুনিয়ার ওপর উপুড়-হয়ে-বসা নির্বোধদের এড়িয়ে চলো।"[৫৮৪]

দুনিয়া থেকে নিরাপদে বিদায়

৫১৯. আবূ হুরায়রা রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিমাস সালাম তাঁর অনুসারীদের বলতেন, "মাসজিদগুলোকে বাসস্থান বানিয়ে নাও, আর বাড়িঘরকে বানাও যাত্রাবিরতির স্থান। জমিনের শাক-সবজি খাও। তা হলে দুনিয়া থেকে শান্তিতে মুক্তি লাভ করতে পারবে।"[৫৮৫]

দুনিয়াকে এড়িয়ে যাওয়া

৫২০. ফদল ইবনু সাওর দুশ্চিন্তায় ভুগছিলেন। তিনি বলেন, তখন আমি হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ-কে বললাম, "আচ্ছা আবূ সাঈদ, ধরুন এক ব্যক্তি দুনিয়া চাইল এবং হালাল উপায়ে তা অর্জন করল; আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে বন্ধনও অটুট রাখল এবং নিজের জন্যও খরচ করল। আরেক ব্যক্তি দুনিয়াকে এড়িয়ে গেল। এ দু-ব্যক্তির মধ্যে কে আপনার কাছে বেশি প্রিয়?" তিনি বলেন, "যে দুনিয়াকে এড়িয়ে গেছে, সে।" ফদল ইবনু সাওর বলেন, "আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, তিনি একই জবাব দিলেন।"[৫৮৬]

দিনের রিযক দিনে উপার্জন

৫২১. আবুস সাহবা বলেছেন, "আমি অনেক দিনের রিযক একসঙ্গে উপার্জন করে

---

[৫৮৩] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৮৪] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৮৫] হাদীসটির সনদকে হাসান বলা যায়।

[৫৮৬] আবদুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বল, যাওয়াইদুয যুহদ, ১৭৩। হাদীসটি মাকতুরূপে বর্ণিত।

> রাখতে চাইলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে দিনের রিযক দিনে উপার্জন করতে থাকলাম। তখন বুঝলাম যে, এটাই আমার জন্য কল্যাণকর।"

আবুস সাহবা বলেন, আমি হাসান বসরি-কে বলতে শুনেছি, এ ছাড়াও দাউদ-ও আমার কাছে হাসান বসরি থেকে বর্ণনা করেছেন, "যে মুসলিমকে দিনের রিযক দিনে দেওয়া হয় অথচ সে সেটিকে কল্যাণকর মনে করছে না, সে মূর্খ ও নির্বোধ ছাড়া কিছু নয়।"[৫৮৭]

---

[৫৮৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৪১, হাদীসটির উভয় অংশ মাওকুফরূপে বর্ণিত।

ষষ্ঠ অনুচ্ছেদ

সাদামাটা জীবন-যাপন

অপছন্দনীয় অথচ উত্তম দুটি বিষয়

৫২২. কাইস ইবনু হাবতার থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "মৃত্যু ও দরিদ্রতা, এই দুইটি বিষয়কে অপছন্দ করা হয়।

(অন্য বর্ণনায় আছে) : আল্লাহর কসম, সে বিষয় দুটি হলো, সচ্ছলতা ও দরিদ্রতা। এই দুটির কোনো-একটা দিয়ে আমাকে পরীক্ষা করা হোক না কেন, আমি কোনো পরোয়া করি না। (কারণ,) দুটি অবস্থাতেই আল্লাহর হক আদায় করা ওয়াজিব। সচ্ছলতার সময় (অন্যের ওপর) দয়া করা আর দরিদ্রতার সময় ধৈর্য ধারণ করা (আবশ্যক)।"[৫৮৮]

আগন্তুক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা

৫২৩. আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "ইশ! আমি যদি সকালে এসে সন্ধ্যায় চলে যাওয়া মুসাফিরের মতো হতে পারতাম!"[৫৮৯]

দরিদ্রতা মুমিনের জন্য শোভাময়

৫২৪. সা'দ ইবনু মাসঊদ রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[৫৮৮] তাবারানি, আল-মু'জামুল কাবির, ৯/৯৩, ৯৪, সনদ হাসান ও মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৮৯] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৯০, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং সনদ দুর্বল।

ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْفَقْرُ أَحْسَنُ - أَوْ أَزْيَنُ - بِالْمُؤْمِنِ مِنَ الْعِذَارِ الْجَيِّدِ عَلَى خَدِّ الْفَرَسِ

"দরিদ্রতা মুমিনের জন্য ঘোড়ার গালে-থাকা চমৎকার পশমের চেয়েও সুন্দর, সুশোভিত।"[৫৯০]

সাহাবিগণ উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ

৫২৫. আলি ইবনু আবী তালহা রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোনো-একটি ঘর থেকে বেরিয়ে মাসজিদে গেলেন। সেখানে কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন মাসজিদের এক প্রান্তে (কিছু মানুষের) আওয়াজ শুনতে পেয়ে তাদের দিকে এগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—

الصَّلَاةَ تَنْتَظِرُونَ؟ أَمَا إِنَّهَا صَلَاةٌ لَمْ تَكُنْ فِي الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ , وَهِيَ الْعِشَاءُ

"সালাতের অপেক্ষা করছ, তাই না? এ তো এমন সালাত যা তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে ছিল না; এটা ইশার সালাত।" তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন,

إِنَّ النُّجُومَ أَمَانٌ لِلسَّمَاءِ، فَإِذَا طُمِسَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، وَأَنَا أَمَانٌ لِأَصْحَابِي، فَإِذَا مِتُّ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي، فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ

"নক্ষত্ররাজি হলো আকাশের জন্য নিরাপত্তাব্যবস্থা; যখন নক্ষত্রগুলো আলোকহীন হয়ে যাবে, আকাশের জন্য প্রতিশ্রুত বিপদ (কিয়ামাত) আসবে। আমি আমার সাহাবিদের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ; আমার ইন্তেকালের পর তাদের ওপর প্রতিশ্রুত বিপদাপদ (ফিতনা-ফাসাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ) উপস্থিত হবে। আর আমার সাহাবিগণ আমার উম্মতের জন্য নিরাপত্তাস্বরূপ; তারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাওয়ার পর আমার উম্মতের ওপর প্রতিশ্রুত বিপদ উপস্থিত হবে।"[৫৯১]

---

[৫৯০] হান্নাদ ইবনুস সারি, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৬৬০, মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর সনদ দুর্বল।

[৫৯১] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত। তবে অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস আবূ মুসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে সহীহ সনদের সঙ্গে মারফুরূপে বর্ণিত হয়েছে। মুসলিম, ৬৬২৯।

খাবার শেষে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা

৫২৬. উসমান ইবনু হাইয়ান থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমরা একবার উম্মুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহা-এর সঙ্গে খাবার খাওয়ার পর 'আলহামদু লিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলাম। তিনি বললেন, ছেলেরা, খাবারের সাথে আল্লাহর যিকর মিশিয়ে নাও। চুপ থেকে খাওয়ার চেয়ে আল্লাহর প্রশংসা-সহ খাবার খাওয়া উত্তম।"[৫৯২]

খাবার স্বাদটুকুও খেয়াল না করা

৫২৭. আবদুর রহমান ইবনু আমর রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَا أُبَالِي مَا رَدَدْتُ بِهِ عَنِّي الْجُوعَ

"কী দিয়ে ক্ষুধা মেটালাম, তাতে আমার কিচ্ছু যায় আসে না।"[৫৯৩]

সাহাবিগণের উপমা

৫২৮. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مَثَلَ أَصْحَابِي فِي أُمَّتِي كَالْمِلْحِ فِي الطَّعَامِ، لَا يَصْلُحُ الطَّعَامُ إِلَّا بِالْمِلْحِ.

"খাবারের মধ্যে লবণ যেমন, উম্মতের মধ্যে আমার সাহাবিরাও তেমন। লবণ ছাড়া খাদ্য (খাওয়ার) উপযুক্ত হয় না।"[৫৯৪]

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, আমাদের লবণ চলে গেছে, আমরা আর কীভাবে উপযুক্ত হব?

সামান্যতম জীবনোপকরণই যথেষ্ট

৫২৯. খাইসামা ইবনু আবদির রহমান থেকে বর্ণিত, সুলাইমান আলাইহিস সালাম বলেছেন,

كُلُّ الْعَيْشِ قَدْ جَرَّبْنَاهُ، لَيِّنَهُ وَشَدِيدَهُ، فَوَجَدْنَا يَكْفِي مِنْهُ أَدْنَاهُ

---

[৫৯২] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৫৯৩] হাদীসটি মু'দালরূপে বর্ণিত।

[৫৯৪] হাইসামি, মাজমাউয যাওয়াইদ, ১০/১৮, হাদীসটির সনদ দুর্বল।

"কোমল ও কঠিন সব ধরনের জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করেছি। আমরা দেখেছি, সামান্যতম জীবনোপকরণই যথেষ্ট।"[৫৯৫]

কষ্টকর জীবনযাপন

৫৩০. মুসআব ইবনু সা'দ থেকে বর্ণিত। হাফসা রদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর বাবা উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-কে বললেন, "আপনি কি এর চেয়ে নরম কাপড় পরতে পারেন না? অথবা এর চেয়ে উত্তম খাবার খেতে পারেন না? আল্লাহ তাআলা তো আপনার জন্য জমিনকে অধীন করে দিয়েছেন, প্রাচুর্যও দিয়েছেন রিযকে।" উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি তোমার সাথে কিছুটা বোঝাপড়া করতে চাই।" তারপর তিনি রাসূলের জীবনের কষ্টগুলো স্মরণ করিয়ে দিতে লাগলেন। এবং অবশেষে হাফসা রদিয়াল্লাহু আনহা কেঁদে ফেললেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "(রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবূ বকর রদিয়াল্লাহু আনহু-র মতো) আমিও কষ্টকর জীবনযাপন করতে চাই, তা হলে হয়তো (জান্নাতে) স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনেও তাঁদের সঙ্গে থাকতে পারব।"[৫৯৬]

নবিজির কিছু বৈশিষ্ট্য

৫৩১. ইয়াহইয়া ইবনুল মুখতার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা স্মরণ করে বললেন, "আল্লাহর কসম, তাঁর ও সাধারণ মানুষের মাঝে কোনো দরজা বন্ধ হতো না; তাঁর ও মানুষের মাঝে কোনো পর্দা ছিল না। সকালে তার জন্য (খাদ্যভর্তি) বড়ো বড়ো পাত্র নিয়ে আসা হতো না, সন্ধ্যায়ও না। তিনি সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকতেন। নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে যে-কেউ সাক্ষাৎ করতে চাইলে সাক্ষাৎ করতে পারত। তিনি মাটির ওপর বসতেন, মাটির ওপর তাঁর খাবারের পাত্র রাখতেন। মোটা কাপড় পরতেন। গাধায় চড়তেন। আরোহণের সময় পেছনে (গোলামকে বা অন্য কাউকে) বসাতেন। হাত চেটে খেতেন।"[৫৯৭]

---

[৫৯৫] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২০৫, হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৫৯৬] নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা, ১০৬৪৫, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত এবং এর দুর্বল।

[৫৯৭] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।

ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার না করা

৫৩২. উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর আজাদকৃত গোলাম আসলাম থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুআবিয়া ইবনু আবী সুফইয়ান রদিয়াল্লাহু আনহুমা একবার আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলেন। মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন ফর্সা ও সুন্দর। তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে হাজ্জের উদ্দেশে বের হলেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর (সৌন্দর্যের) দিকে অবাক হয়ে তাকাচ্ছিলেন। তিনি তার হাতের আঙুল মুআবিয়ার পিঠের ওপর রাখলেন। তারপর জুতার ফিতা যতটুকু ওপরে থাকে আঙুলগুলো ততটুকু ওপরে উঠিয়ে বললেন, "বাহ্, বাহ্, দুনিয়া-আখিরাত উভয়টির কল্যাণ যদি একত্র হয়, তবে তো আমরা অতি উত্তম!" মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, আসলে আমাদের ওখানে খাদ্য ও পানীয়ের প্রাচুর্য[৫৯৮] আছে, গোসলখানাও আছে প্রচুর।" উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তোমার কী সমস্যা, আমি তোমাকে জানাচ্ছি। তুমি সুস্বাদু খাবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছ, পিঠে সূর্যের আঁচ লাগলেই তোমার ভোর হয়, অথচ মুখাপেক্ষী ও সাহায্যপ্রার্থীরা আগে থেকেই তোমার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।" বর্ণনাকারী বলেন, আমরা যখন যু-তুওয়া এলাকায় এলাম, মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু চমৎকার সুগন্ধি মাখানো একজোড়া পোশাক বের করে পরলেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তোমাদের কেউ কেউ সুগন্ধিবিহীন পোশাক পরে হাজি সাজে। কিন্তু আল্লাহর জমিনের সম্মানিত জায়গায় এসে সে-ই কিনা সুগন্ধীতে ডোবানো পোশাক বের করে পরিধান করে!" এ কথা শুনে মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমি এটা পরে আমার পরিবার-আত্মীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছিলাম। আল্লাহর কসম, শুনেছি তারা সিরিয়ায় রয়েছে। আল্লাহ জানেন যে, আমি এই পোশাক পরতে (এখন) লজ্জা পাচ্ছি।" মুআবিয়া রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সুগন্ধময় পোশাক খুলে ফেললেন এবং যে দুটি কাপড়ে ইহরাম অবস্থায় ছিলেন, সে দুটি কাপড় পরলেন।"[৫৯৯]

---

[৫৯৮] এখানে الرِّيف (রিফ) শব্দটি খাদ্য ও পানীয়ের প্রাচুর্য (السَّعَةُ في المأكل والمشرب) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; পল্লী এলাকা বা গ্রাম অর্থে নয়।

[৫৯৯] হাদীসটির সনদ সহীহ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

পেটের চামড়া মসৃণ হওয়ায় নিন্দা

৫৩৩. আবদুল্লাহ ইবনু তাঊস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ানকে পেট বের করে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি দেখলেন যে তাঁর পেটের চামড়া অত্যন্ত মসৃণ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চাবুক ওঠালেন এবং বললেন, এটা কি কাফিরের চামড়া?[৬০০]

সুন্নাহর ব্যতিক্রম না করা

৫৩৪. সাঈদ ইবনু জুবাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু জানতে পারলেন যে, ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান রঙ-বেরঙের খাবার খান। শুনে তাঁর গোলাম ইয়ারফাকে বললেন, ইয়াযীদের রাতের খাবার পরিবেশন করার খবর পেলে আমাকে জানাবে। ইয়াযীদের রাতের খাবার পরিবেশন করা হলে গোলাম উমরকে জানাল। সংবাদ শুনে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু ইয়াযীদের কাছে এসে সালাম দিয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। ইয়াযীদের অনুমতি পেয়ে ভেতরে গেলেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সামনে রাতের খাবার এগিয়ে দিলেন ইয়াযীদ ইবনু আবী সুফইয়ান। প্রথমে দিলেন গোশত দিয়ে তৈরি ছারিদ[৬০১], উমর তাঁর সঙ্গে ছারিদ খেলেন। তারপর পরিবেশন করা হলো ভুনা গোশত। ইয়াযীদ রদিয়াল্লাহু আনহু ভুনা গোশত খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন; কিন্তু উমর রদিয়াল্লাহু আনহু হাত গুটিয়ে নিলেন। বললেন, ইয়াযীদ, এক বেলায় এত বাহারি রকমের খাবার? যাঁর হাতে উমরের প্রাণ তাঁর কসম, তুমি যদি তাঁদের সুন্নাহর ব্যতিক্রম করো, তা হলে এই ব্যতিক্রম আচরণ তোমাকে তাঁদের পথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবে।"[৬০২]

উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর খাদ্যাভ্যাস

৫৩৫. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে বসরা থেকে একদল প্রতিনিধি এলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন আবূ মূসা আশআরি রদিয়াল্লাহু আনহু। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা

---

[৬০০] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬০১] টুকরো টুকরো রুটি ও গোশত দিয়ে তৈরি মণ্ডবিশেষ।

[৬০২] হা দীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত। ইবনু সায়িদ বলেছেন, হাদীসটি গরিব। কারণ আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ছাড়া উল্লিখিত সনদে আর কেউ হাদীস বর্ণনা করেননি।

উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে অবস্থান গ্রহণ করলাম। তাঁর প্রতিদিনের খাদ্য ছিল পানিতে ভেজানো টুকরো টুকরো শক্ত রুটি। আমাদের জন্য কখনও টুকরো রুটির সঙ্গে তরকারি হিসেবে ঘি থাকত, কখনও যাইতুনের তেল, কখনও বা দুধ। কখনও পেতাম শুকনো গোশতের গুঁড়ো, যা পানি দিয়ে জ্বাল দেওয়া হয়েছে। কদাচিৎ তাজা গোশত পেতাম। তবে পরিমাণে খুবই কম। একদিন তিনি আমাদের বললেন, আল্লাহর কসম, তোমরা দেখি কম কম খাচ্ছ। আমার খাবারেও তোমাদের অনীহা। আল্লাহর কসম, আমি চাইলেই সবচেয়ে ভালো খাবার খেতে পারতাম, আয়েশি জীবনযাপন করতে পারতাম। শোনো, সিনা আর কুঁজের গোশত যে কী (সুস্বাদু), তা আমি জানি। ভুনা গোশত, সরিষা ও তিলসমৃদ্ধ খাদ্য, পাতলা রুটির ব্যাপারেও আমার ভালো জানা আছে।"[৬০৩] কিন্তু আমি আল্লাহ তাআলাকে একদল লোকের নিন্দা করতে শুনেছি। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের কারণে নিন্দা করে বলেছেন,

أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا

"তোমরা তোমাদের পার্থিব জীবনেই সুখ-সম্ভার পেয়েছ এবং সেগুলো উপভোগও করেছ।"[৬০৪]

বর্ণনাকারী বলেন, আবূ মূসা আশআরি আমাদের বললেন, তোমরা যদি আমীরুল মুমিনীনকে বলতে, তা হলে তিনি তোমাদের খাবারের জন্য বাইতুল মাল থেকে খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিতেন। তোমরা তা খেতে পারতে। তাঁর পরামর্শক্রমে আমরা আমীরুল মুমিনীনের সঙ্গে কথা বললাম। তখন তিনি আমাদের বললেন, "হে আমীর-উমারা সম্প্রদায়, আমি আমার নিজের জন্য যাতে সন্তুষ্ট তোমরা কি তোমাদের জন্য তাতে সন্তুষ্ট নও?" আমরা বললাম, আমীরুল মুমিনীন, মদীনার মতো জায়গায় জীবনযাপন খুব কঠিন। আমরা মনে করি না যে, আপনার খাদ্য বেশি জাঁকজমকপূর্ণও নয়, আবার অখাদ্যও নয়। কিন্তু আমাদের ওখানে খাদ্য ও পানীয়ের প্রাচুর্য আছে। আমাদের আমীরের সাথে দেখা করতে আসা বিপুল-সংখ্যক মানুষকে বেশ সুস্বাদু খাবার দেওয়া হয়। বর্ণনাকারী বলেন, এসব কথা শুনে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে রাখলেন। তারপর মাথা তুলে বললেন, "তোমাদের জন্য বাইতুল মাল থেকে দৈনিক দুটি ছাগল ও দুই

---

[৬০৩] صِلَاء-এর ভুনা গোশত; صِنَاب-এর অর্থ সরিষা ও তিলসমৃদ্ধ খাদ্য এবং الصَّلَائِق-এর অর্থ পাতলা রুটি।

[৬০৪] সূরা আহকাফ : ২০।

জারিব[৬০৫] শস্য বরাদ্দ দিলাম। সকালে এক জারিব শস্য ও একটি ছাগল সবাই মিলে খাবে। তারপর পানীয়[৬০৬] চেয়ে পান করবে। তারপর তোমার ডান দিকে যে থাকবে তাকে পান করাবে, এরপর তার পরে যে রয়েছে তাকে পান করাবে। এরপর চাহিদা পূরণে (মলমূত্র ত্যাগের জন্য) বেরিয়ে পড়বে। সন্ধ্যায়ও অবশিষ্ট এক জারিব শস্য ও অবশিষ্ট ছাগলটি একইভাবে খেয়ো। সাবধান, ঘরবাড়িতে থাকা লোকদেরও পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবে, এবং তাদের পরিবার-পরিজনকে খাওয়াবে। ভূরিভোজের আয়োজন তাদের চরিত্রকে সুন্দর করে না; ক্ষুধার্তকেও তৃপ্ত করবে না। কিন্তু আল্লাহর কসম আমি মনে করি, কোনো মহল্লা বা পল্লী থেকে যদি প্রতিদিন দুটি ছাগল ও দুই জারিব শস্য নিয়ে নেওয়া হয়, তা হলে তা দ্রুতই ওই মহল্লাকে বিপন্নতার দিকে ঠেলে দেবে।”[৬০৭]

চর্বি ও ঘি পরিহার

৫৩৬. আবদুল্লাহ ইবনু তাউস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর যুগে একবার অনাবৃষ্টির ফলে অভাব দেখা দেয়। সেই সময়টাতে যতদিন না মানুষের মাখনযুক্ত খাওয়ার সামর্থ্য ফিরে এসেছে, ততদিন উমর রদিয়াল্লাহু আনহু মাখনযুক্ত কোনো বস্তু খাননি।”[৬০৮]

বাহন থেকে অবতরণ

৫৩৭. আলকামা ইবনু আবদিল্লাহ বলেন, “উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু শামে (সিরিয়ায়) আসার পর তাঁকে অনারবি খচ্চর দেওয়া হলো। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? বলা হলো, আমীরুল মুমিনীন, এই বাহনটির চলন-ক্ষমতা চমৎকার, গঠন-আকৃতি ভালো, দেখতেও সুন্দর। অনারবরা এতে চড়ে। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু উঠে খচ্চরটিতে আরোহণ করলেন। প্রাণীটি চলা শুরু করা-মাত্রই প্রচণ্ডভাবে কাঁধ ঝাঁকাল। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহ এর অকল্যাণ করুন। কত নিকৃষ্ট বাহন

---

[৬০৫] ১ জারিব = ৪ কাফিয; ১ কাফিজ = ৮ মাকুক; ১ মাকুক = ১.১/২ সা; ১ সা = ২০৩৫ গ্রাম বা ২.০৩৫ কেজি। সুতরাং ১ জারিব = ৯৭ কেজি ৬৮০ গ্রাম।

[৬০৬] ইবনু সায়িদ বলেছেন, অর্থাৎ হালাল পানীয়।

[৬০৭] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/৪৯, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৬০৮] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

এটা! এ কথা বলে খচ্চরের পিঠ থেকে নেমে পড়লেন।"[৬০৯]

আটা ছাঁকতে নিষেধ

৫৩৮. উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "তোমরা চালুনি দিয়ে আটা ছেঁকো না। কারণ আটা পুরোটাই খাদ্য।"[৬১০]

কখনও খাদ্যবস্তু না ছাঁকা

৫৩৯. ইয়াসার ইবনু নুমাইর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি যখনই উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর খাদ্যবস্তু চেলেছি তার অবাধ্য হয়েই চেলেছি।"[৬১১]

ইসলামের দ্বারা সম্মানিত হওয়া

৫৪০. তারিক ইবনু শিহাব বলেন, "উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু শামে আসার পর তাঁকে অনারবি খচ্চর দেওয়া হলো। তিনি খচ্চরটিতে চড়লেন। কিন্তু প্রাণীটি তাকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি দিল। তাই বাহনটি তাঁর পছন্দ হলো না, তিনি নেমে পড়লেন। তারপর নিজের উটে চড়ে সামনে যাওয়ার পথে একটি নালা পড়ল। তিনি উট থেকে নেমে তাঁর চামড়ার চটিজোড়া নিজের হাতে নিলেন। উটের লাগাম ধরে রেখে পানি পার হলেন। এই ঘটনার পর আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, আজকে আপনি বিশ্ববাসীর সামনে মহান দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এ কথা শুনে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর বুকে চাপড় দিলেন এবং উচ্চ আওয়াজে বললেন, ওহ্, আবূ উবাইদা, এই কথা তুমি ছাড়া অন্য কেউ বললে (মানাতো)। তোমরা ছিলে নিকৃষ্ট মানুষ, সংখ্যায় নগণ্য, তুচ্ছ। তখন আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ইসলাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন। তাই যতই তোমরা ইসলাম ছাড়া অন্যকিছুতে সম্মান খুঁজবে, আল্লাহ তোমাদের ততই অপদস্থ করবেন।"[৬১২]

বাহন বদল

৫৪১. কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ বলেন যে, আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-

---

[৬০৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬১০] হাদীসটির সনদ দুর্বল এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬১১] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৬৮, হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬১২] হাকিম, আল-মুসতাদরাক, ১/৬২, ৩/৮২, হাদীসটির সনদ সহীহ।

এর আজাদকৃত গোলাম আসলামকে এই ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি : শাম সফরে আসলাম উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর সঙ্গে ছিলেন। সিরিয়ার কাছাকাছি পৌঁছে উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উটটিকে বসিয়ে ইসতিঞ্জা করতে গেলেন। আসলাম বলেন, "এই ফাঁকে আমি আমার পশমি চামড়ার পোশাকটি আমার বাহনের কাঁধের ওপর রাখলাম।" উমর রদিয়াল্লাহু আনহু ইসতিঞ্জা থেকে ফিরে এসে আমার উটটিতে আরোহণ করতে চাইলেন। উটটির পিঠে বিছিয়ে রাখা চামড়ার পোশাকটির ওপর বসলেন তিনি।" তারা দুইজন আবারও চলতে শুরু করলেন। সিরিয়ার লোকজন তাঁদেরকে অভিনন্দন জানাতে বেরিয়ে এল। আসলাম বলেন, "মানুষ আমাদের কাছে চলে এলে আমি তাদের ইশারায় উমর রদিয়াল্লাহু আনহু-কে দেখালাম। তখন তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলা শুরু করে দিল। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "তাদের চোখ এমন লোকদের বাহন খুঁজছিল যাদের কোনো অংশীদারত্ব নেই।"

উমর রদিয়াল্লাহু আনহু অনারবদের বাহন বুঝিয়েছেন।[৬১৩]

সামান্য সম্পদ

৫৪২. হিশাম ইবনু উরওয়া তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু শামে এলেন। তিনি সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে বললেন, আমার ভাই কোথায়? সবাই জিজ্ঞেস করল, তিনি কে? উমর রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আবূ উবাইদা। লোকেরা বলল, তিনি এখনই আপনার কাছে আসবেন। আবূ উবাইদা রদিয়াল্লাহু আনহু মাথায় রশি-বাঁধা একটি উটনীর ওপর চড়ে এলেন। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করলেন। তারপর লোকদের বললেন, তোমরা চলে যাও। তারপর তিনি আবূ উবাইদা রদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে এসে অবতরণ করলেন। আবূ উবাইদা রদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে ঢাল, তরবারি ও বাহন ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন উমর রদিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে বললেন, আপনি কিছু আসবাবপত্র কিনে নিলেই তো পারেন। আবূ উবাইদা রদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, সেগুলো তো আমাকে দুপুরে ঘুম পাড়িয়ে দেবে।"[৬১৪]

---

[৬১৩] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ৩১/৩৬২, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৬১৪] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১/১০১, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

তালিযুক্ত জামা গ্রহণ

৫৪৩. হিশাম ইবনু উরওয়ার পিতা উমর রদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক আযরুআত শহরে[৬১৫] নিযুক্ত এক কর্মকর্তা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু শামে আমাদের কাছে এলেন। তাঁর গায়ে সুতি কাপড়ের একটি জামা ছিল। তিনি জামাটি আমার কাছে দিয়ে বললেন, এটা ধুয়ে তালি দিয়ে দাও। আমি জামাটি ধুয়ে তালি দিয়ে দিলাম। সেইসাথে কাপড় কেটে নতুন আরেকটি জামাও সেলাই করে দিলাম। জামা দুটি নিয়ে তাঁর কাছে এসে বললাম, এটা আপনার জামা আর এটা আপনার জন্য নতুন কাপড় কেটে বানিয়েছি। উমর রদিয়াল্লাহু আনহু নতুন জামাটি ছুঁয়ে দেখলেন। তাঁর কাছে জামাটি বেশ মসৃণ মনে হলো। বললেন, "লাগবে না নতুন জামা। পুরনোটাই বেশি ঘাম শোষণ করে।"[৬১৬]

জামায় চরাটি তালি

৫৪৪. আনাস ইবনু মালিক রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু-এর জামার দুই কাঁধের মাঝে চারটি তালি দেখেছি।"[৬১৭]

আবূ যর রদিয়াল্লাহু আনহু-এর আপ্যায়ন

৫৪৫. ইয়াহইয়া ইবনু আবী কাসীর সিরিয়ার একজন লোক থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একবার আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে গেলাম। দেখি তিনি একটি কাঠের পাত্রের নিচে আগুন ধরাচ্ছেন। তাঁর ওপর বৃষ্টি পড়ছিল এবং চোখ থেকে পানি ঝরছিল। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, "আপনি তো এসব কাজ না করলেও পারেন। চাইলেই অন্য ব্যবস্থা করা যেত।" তিনি বললেন, "আমি আবূ যর। এটাই আমার জীবনযাপন। ইচ্ছে হলে থাকো, আর না হলে আল্লাহ তাআলার তত্ত্বাবধানে চলে যাও, বাধা দেব না।" বর্ণনাকারী বলেন, আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু যেন পাত্রের মধ্যে পাথর দিয়ে রান্না করছিলেন। যাইহোক, তাঁর পাত্রে যা ছিল তা সিদ্ধ হলো। তিনি একটি বড়ো থালা নিয়ে এলেন। তাতে শক্ত মোটা রুটি টুকরো টুকরো করে রাখলেন।

---

[৬১৫] এটি সিরিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত একটি ছোটো শহর। এর পরেই রয়েছে জর্ডানের রামসা শহরটি।

[৬১৬] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৭৩, হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬১৭] ইবনু আবী শাইবাহ, মুসান্নাফ, ১৩/২৬৫, হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

তারপর পাত্রের জিনিসটা নিয়ে এলেন এবং রুটির টুকরোগুলোর ওপর ঢেলে দিলেন। থালাটি নিয়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে এলেন। আমাকে বললেন, কাছে এসো। আমরা সবাই একসঙ্গে খেলাম। খাওয়া হলে তিনি তাঁর সেবিকাকে নির্দেশ দিলেন পানীয় আনতে। সেবিকা আমাদের পানি-মেশানো ছাগলের দুধ পান করাল। বললাম, আবূ যর, বাড়িতে একটু আরামসে জীবনযাপন করলে কী হয়! তিনি বললেন, "আরে আল্লাহর বান্দা, আখিরাতে এতকিছুর হিসাব দিতে পারবে তো? এটা কি বিছানা নয়? আমরা যেখানে বসেছি এটার ওপরই শুই। একটি ঢিলেঢালা পোশাক আছে, সেটা বিছাই এবং পরিধান করি। একটি ডেকচিতেই রান্না করি। একটিই বড়ো থালাতে খাই। একটি পাত্র আছে, তাতে তেল রাখি। একটি থলিতে রাখি আটা। তুমি কি চাও আমি এর চেয়েও বেশি জিনিসের হিসেব দিতে বাধ্য হই? আমি বললাম, আপনার জন্য চার শ দীনার সরকারি ভাতা আছে। এটা তো সম্মানজনক ভাতা। আপনার এই ভাতার টাকা যায় কোথায়? তিনি বললেন, "আমি তোমার কাছে কোনো-কিছু গোপন করব না।" তিনি সিরিয়ার একটি গ্রামের দিকে ইশারা করে বললেন, "ওই গ্রামে আমার তিরিশটি ঘোড়া রয়েছে। ভাতা পেলে ঘোড়াগুলোর জন্য ঘাস কিনি। যারা ঘোড়াগুলোর দেখাশোনা করে, তাদের জন্য খাদ্য ও প্রয়োজনীয় জিনিস কিনি। বাকিটা দিয়ে পরিবারের খরচ চালাই। তারপরও যদি কিছু দীনার অবশিষ্ট থাকে সেগুলো দিয়ে ভাংতি পয়সা কিনি। এখানের এক নাবতি লোকের কাছে রাখি পয়সাগুলো। পরিবারের গোশতের প্রয়োজন হলে তারা তার থেকে গোশত নেয়। অন্যকিছু লাগলেও ওই লোকটি থেকেই নেয়। এই পয়সাগুলোর ওপর নির্ভর করে আল্লাহর পথে ব্যয় করি। আবূ যরের পরিবারের সঞ্চয়ে একটি দীনার বা দিরহামও থাকে না।"[৬১৮]

---

[৬১৮] ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাত, ৪/২৩৫, হাদীসটির সনদ সহীহ ও মাওকুফ।

সপ্তম অনুচ্ছেদ

আয়েশি-জীবন বর্জন করা

কল্যাণকর বিষয় মনোনয়ন

৫৪৬. আল্লাহ তাআলা বলেন,

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

"আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার ইচ্ছা রিযক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছা রিযক সংকুচিত করেন। নিশ্চয় তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।"

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ বলেছেন : "আল্লাহ তাআলা যে বান্দার জন্য যেটা কল্যাণকর মনে করেন, তার জন্য তা-ই মনোনীত করেন।"[৬১৯]

হালাল উপার্জনে কোনো লজ্জা নেই

৫৪৭. আবদুল্লাহ ইবনু লাহিআ থেকে বর্ণিত, ইয়াযীদ ইবনু হাবীব রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "হালাল (উপার্জনের) ব্যাপারে যে ব্যক্তি লজ্জাবোধ করে না, তার খরচ এবং অহংকার কমে যায়।"[৬২০]

---

[৬১৯] হাদীসটির সনদ সহীহ ও মাওকুফ।

[৬২০] হাদীসটির সনদ হাসান ও মাওকুফ।

সম্পদ দেখে সুখলাভ

৫৪৮. লুকমান ইবনু আমির থেকে বর্ণিত, আবুদ দারদা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, "সম্পদশালীও আহার করে, আমরাও আহার করি; তারাও পান করে, আমরাও পান করি; তারাও কাপড় পরে, আমরাও কাপড় পরি; তাদের থাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সম্পদ, যার দিকে তারা তাকিয়ে থাকে (এবং সুখ পায়)। তাদের সম্পদের দিকে আমরাও তাকাই। সেসব সম্পদের হিসাব তাদেরকে দিতে হবে; কিন্তু আমরা তা থেকে মুক্ত।"[৬২১]

আত্মার প্রশান্তি

৫৪৯. বাকিয়্যাহ ইবনুল ওয়ালিদ থেকে বর্ণিত, উমর ইবনুল খাত্তাব রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন,

الزهادة فى الدنيا راحة القلب والجسد

"দুনিয়াবিমুখতা হলো আত্মা ও দেহের প্রশান্তি।"[৬২২]

দুই সতীন

৫৫০. ওয়াহাব ইবনু মুনাব্বিহ রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "দুনিয়া ও আখিরাত হলো এক ব্যক্তির দুই স্ত্রীর মতো। একজনকে সন্তুষ্ট করতে গেলে আরেকজন অসন্তুষ্ট হয়।"[৬২৩]

না-পাওয়ার প্রতিদান

৫৫১. হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, কয়েকজন সাহাবি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলেন, "আমাদের কিছু জিনিস পেতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু পাওয়ার সামর্থ্য নেই। তার জন্য কি আমরা প্রতিদান পাব?" তিনি জবাবে বললেন,

فَفِيمَ تُؤْجَرُونَ إِذَا لَمْ تُؤْجَرُوا عَلَى ذَلِكَ؟

"এর জন্যই যদি প্রতিদান না পাও, তা হলে কীসের জন্য পাবে?"[৬২৪]

---

[৬২১] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬২২] তাবারানি, আল-মু'জামুল আওসাত, ১০/২৮৬। হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬২৩] আবূ নুআইম, হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৪/৫১, মাওকুফ এবং এর সনদ দুর্বল।

[৬২৪] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মুরসালরূপে বর্ণিত।

ওপর ভালো তো নিচ ভালো

৫৫২. আবূ আবদ রাব্বিহি বলেন, আমি শুনেছি, মুআবিয়া ইবনু আবী সুফইয়ান এই মিম্বরের ওপর বসে বলেছেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

إِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ، وَإِنَّمَا مَثَلُ عَمَلِ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوِعَاءِ، إِذَا طَابَ أَعْلَاهُ طَابَ أَسْفَلُهُ، وَإِذَا خَبُثَ أَعْلَاهُ خَبُثَ أَسْفَلُهُ

"দুনিয়াতে যা অবশিষ্ট থাকবে তা হলো বিপদাপদ ও ফিতনা। তোমাদের আমলের উদাহরণ হলো পাত্রের মতো : তার ওপরের অংশ ভালো থাকলে নিচের অংশও ভালো থাকে। আর ওপরের অংশ খারাপ হলে নিচের অংশও খারাপ হয়।"[৬২৫]

কারাগার

৫৫৩. আবদুল্লাহ ইবনু আমর রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "দুনিয়া হলো কাফিরের জন্য জান্নাত ও মুমিনের জন্য কারাগার। যখন মুমিনের (জান কবয) করা হয় তখন তার অবস্থা যেন কারাগার থেকে বের হওয়া ব্যক্তির মতো। যে কিনা কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জমিনে চলাফেরা শুরু করে এবং স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ায়।"[৬২৬] (অনুরূপ মুমিন বান্দাও দুনিয়ার কারাগার থেকে বেরিয়ে জান্নাতে গিয়ে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করবে।)

কারাগার থেকে মুক্তিলাভ

৫৫৪. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ، فَإِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ

"দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার ও সঙ্কটময় সময়; যখন সে দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তখন সে মূলত কারাগার ও সঙ্কট থেকে বিদায় নেয়।"[৬২৭]

---

[৬২৫] ইবনু মাজাহ, সুনান, হাদীস নং ৪০৩৫, সনদ সহীহ।

[৬২৬] হাদীসটি হাসান সনদে বর্ণিত।

[৬২৭] মুসনাদ আহমাদ, ২/১৯৮, হাদীসটির সনদ হাসান লি-গাইরিহি।

মুমিনের উপহার

৫৫৫. আবদুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আস রদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ

"মুমিনের জন্য উপহার হলো মৃত্যু।"[৬২৮]

গুনাহগার ব্যতীত সবাইকে

৫৫৬. মুহারিব ইবনু দিসার বলেন, খাইসামাহ রহিমাহুল্লাহ আমাকে বললেন, মৃত্যু কি তোমাকে আনন্দিত করে? আমি বললাম, না তো। তখন তিনি বললেন, দোষত্রুটিপূর্ণ লোক ছাড়া আর সবাইকেই মৃত্যু আনন্দিত করে।" [৬২৯]

সবচেয়ে প্রিয়

৫৫৭. আবূ আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত, আবুল আ'ওয়ার সুলামি একটি মজলিসে বসা ছিলেন। সেখানে একজন লোক বলল, আল্লাহর কসম, আল্লাহ তাআলা যত জিনিস সৃষ্টি করেছেন, তার মধ্যে মৃত্যুই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। এ কথা শুনে আবুল আ'ওয়ার সুলামি বললেন, "তোমার মতো হওয়া আমার কাছে লাল উটের পাল থেকেও প্রিয়। কিন্তু, আল্লাহর কসম, তিনটি জিনিস দেখার আগেই আমি মৃত্যুবরণ করতে চাই :

১. কাউকে উপদেশ দিয়ে তা প্রত্যাখ্যাত হতে দেখা।
২. কোনো-কিছুর পরিবর্তন করতে চেয়েও তা করতে না পারা।
৩. নিজের বার্ধক্য।"[৬৩০]

অহংকার প্রকাশ পাওয়ার আশঙ্কা

৫৫৮. শুরাহবীল ইবনু মুসলিম থেকে বর্ণিত। আমর ইবনু আসওয়াদ আনসি অনেক তৃপ্তিদায়ক বস্তু পরিত্যাগ করতেন এই ভয়ে যে (সেগুলো গ্রহণ করলে) তাঁর অহংকার প্রকাশ পাবে।[৬৩১]

---

[৬২৮] হাকিম, মুসতাদরাক, ৪/৩১৫, সনদ সহীহ।
[৬২৯] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৬৩০] হাদীসটি মাওকুফরূপে বর্ণিত।
[৬৩১] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

পেট একটি মন্দ পাত্র

৫৫৯. মিকদাম ইবনু মাদিকারিব রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি—

مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ طَعَامٌ، وَثُلُثٌ شَرَابٌ ، وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ

"পেটের চেয়ে মন্দ কোনো পাত্র মানুষ পূর্ণ করে না। মেরুদণ্ড সোজা রাখার মতো কয়েক লুকমা খাবারই আদম-সন্তানের জন্য যথেষ্ট। আরও বেশি যদি খেতেই হয় তবে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখবে।"[৬৩২]

বেশি খেলে বেশি ক্ষুধা

৫৬০. আইয়ূব ইবনু উসমান রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি লোককে ঢেকুর তুলতে দেখে বললেন—

أَقْصِرْ مِنْ جُشَائِكَ، فَإِنَّ أَطْوَلَ النَّاسِ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا

"ঢেকুর কম তোলো। কিয়ামাতের দিন ওইসব লোকের ক্ষুধাই সবচেয়ে দীর্ঘ হবে, যারা দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি পরিতৃপ্ত থাকে।"[৬৩৩]

আট বছর অতৃপ্ত থাকা

৫৬১. হামযা ইবনু আবদিল্লাহ ইবনু উমর বলেছেন, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর কাছে যদি বেশি খাবার থাকত, তা হলে তিনি খাবারের জন্য অন্য কাউকে পেয়ে গেলে তৃপ্তিভরে খেতেন না। হামযা বলেন, তাঁর মৃত্যুশয্যায় ইবনু মুত্বি' তাঁকে দেখতে এলেন। দেখলেন তাঁর শরীর শুকিয়ে জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছে। তখন তিনি তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যা বিনতু আবী উবাইদকে বললেন, আপনি কি তাঁর সেবাযত্ন করেন না? তাকে ভালো খাবার খাওয়ান না? তা হলে তো তার শরীরটা ফিরে আসত। সাফিয়্যা বললেন, আমরা তো খাবার প্রস্তুত করিই। কিন্তু তিনি সেটা পরিবার-পরিজন আর মেহমানদের

---

[৬৩২] তিরমিযি, সুনান, ২৩৮০, হাদীসটির সনদ সহীহ।

[৬৩৩] হাদীসটি মুরসালরূপে বর্ণিত। আলবানি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, কারণ এর একাধিক সূত্র রয়েছে। সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, হাদীস নং ৩৪৩; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, ১৪/২৫০।

সাথে ভাগ করে নেন। প্রয়োজনে তাঁকেই জিজ্ঞস করুন। তখন ইবনু মুত্বি' বললেন, হে আবূ আবদুর রহমান, আপনি যদি ঠিকমতো খাবার খেতেন, তা হলে আপনার শরীরটা ফিরে আসত। জবাবে আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, আমার আটটি বছর এমনভাবে কেটেছে যে একবারও তৃপ্তিসহ খাইনি (অথবা বলেছেন, মাত্র একবার তৃপ্তিসহ খেয়েছি)। এখন তো একটি গাধার পিপাসার সমান[৬৩৪] আয়ু বাকি রয়েছে। এমন সময় আমি পেটপুরে খাই, এমনটাই কি তুমি চাও?"[৬৩৫]

তরকারিতে ঝোল বেশি দেওয়া

৫৬২. আবূ যর গিফারি রদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার প্রিয়বন্ধু (নবি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে ওসিয়ত করেছেন—

إِذَا صَنَعْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، ثُمَّ انْظُرْ إِلَى أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوفٍ

"তরকারি রান্না করলে বেশি করে পানি দেবে। তারপর প্রতিবেশী লোকদের খোঁজ-খবর নেবে এবং ওই ঝোল থেকে সৌজন্য হিসেবে কিছুটা তাদেরকে দেবে।"[৬৩৬]

মেহমান ছাড়া না খাওয়া

৫৬৩. আবদুর রহমান ইবনু নাওফাল থেকে বর্ণিত, সাফিয়্যাহ বিনতু আবী উবাইদ বলেন, আমি আমার স্বামী (আবদুল্লাহ ইবনু উমরকে) কখনও তৃপ্তিসহ খেতে দেখিনি। তবে একবার দেখেছি। তাঁর আশ্রয়ে দুইজন ইয়াতীম বালক-বালিকা ছিল। আমি তাঁর জন্য একবার একটি আলাদা খাবার প্রস্তুত করলাম। তিনি ওই ইয়াতীম বালক-বালিকাকে ডেকে পাঠালেন। তারা তাঁর সঙ্গে খাবার খেলো। এরা দুইজন ঘুমিয়ে পড়লে আমি তাঁর জন্য আলাদা খাবারটি নিয়ে এলাম। তিনি বললেন, ইয়াতীম মেয়েটিকে ডাকো। আমি বললাম, ওরা দুইজন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি ওদের দুইজনকে পেটভরে খাইয়েছি। তিনি বললেন, ও আচ্ছা। তা হলে আহলে সুফফার কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে আসো, যাও।

---

[৬৩৪] গাধা খুব দ্রুত পিপাসার্ত হয়। তাই এখানে মুমূর্ষু অবস্থাকে গাধার পিপাসার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

[৬৩৫] আবূ দাউদ, কিতাবুয যুহদ, হাদীস নং ৩১৮। হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৬৩৬] হাদীসটি সহীহ। মুসলিম, ৬৮৫৫।

তখন কয়েকজন গরিব মানুষকে ডেকে আনা হলো এবং তারা তাঁর সঙ্গে খাবার খেলো।"[৬৩৭]

ভালো খাবার বেছে মিসকীনদের প্রদান

৫৬৪. আবদুল আযীয ইবনু আবী রাওয়াদ থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা একবার একটি সফরে ছিলেন। চলতে চলতে একটি জায়গায় (যাত্রা) বিরতি করলেন। তখনও তাঁর পাথেয় ও সরঞ্জাম এসে পৌঁছায়নি। কাফেলার সঙ্গীরা তাঁকে এভাবে দেখে নিজেদের খাবার থেকে কিছু অংশ তাঁকে পাঠালেন। তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে বসলেন। এ সময় কিছু মিসকীন লোক এল। ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা তখন তা দেখতে লাগলেন তাঁর সামনে কোন খাবারটি সবচেয়ে ভালো। বড়ো একটি পাত্রভর্তি ছারিদ পেয়ে সেটিই উঁচিয়ে ধরলেন মিসকীনদের দেওয়ার জন্য। তৎক্ষণাৎ তাঁর এক ছেলে তাঁর হাত থেকে পাত্রটি নিয়ে নিলেন। বললেন, "আব্বু, এটা আপনার সবচেয়ে ভালো খাবার। এটা আমাদের জন্য রাখুন। গরিব-মিসকীনকে খাওয়ানোর মতো এখানে আরও খাবার আছে।" বর্ণনাকারী বলেন, পাত্রটি নিয়ে পিতা-পুত্রের কাড়াকাড়ির মধ্যে লেগে গেল। অবশেষে ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, "আমি এই পাত্রের খাবার দান করে আমার ঘাড় থেকে বোঝা নামাতে চাই।"[৬৩৮]

খাবারের সঙ্গে চারটি বিষয়

৫৬৫. শাহর ইবনু হাওশাব রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "এ কথা বলা হতো—খাবারের সঙ্গে চারটি বিষয় যুক্ত হলে সব দিক থেকে খাবারের পূর্ণতা পায়। ১. খাবার হালাল হওয়া; ২. খাবার গ্রহণের শুরুতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ; ৩. খাবারে অনেকগুলো হাতের সমাবেশ (কয়েকজন একসঙ্গে খাওয়া); ৪. খাবার গ্রহণের শেষে আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায়। যখন এই চারটি বিষয় একত্র হয়, তখন খাবার সবদিক থেকেই পূর্ণতা লাভ করে।"

খাবার খেয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা

৫৬৬. আবূ সালিহ বলেন, উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা-এর কাছে

---

[৬৩৭] হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

[৬৩৮] হাদীসটির সনদ দঈফ এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

কয়েকজন লোক খাবার খেল। তিনি বললেন, "(খাবারের সাথে সুস্বাদু) কিছু মিশিয়ে নাও।" তারা বলল, "কী দিয়ে সুস্বাদু করব?" তিনি বললেন, "খাবার গ্রহণ শেষ হলে আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।"[৬৩৯]

দুধের মাছি

৫৬৭. আবূ বকর ইবনু হাফ্স রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা মক্কা থেকে মদীনা পর্যন্ত কাউকেই তাঁর সঙ্গে খাদ্যগ্রহণে বাধা দিতেন না। এমনকি কুষ্ঠরোগী, শ্বেতরোগীরা ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত লোকদেরও তিনি নিমন্ত্রণ জানাতেন। তারা তাঁর সঙ্গে বসে খেত। একবার আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা দস্তরখানায় বসে ছিলেন। এ সময় মদীনার দুজন দাস এল। তারা সালাম দিল। আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা-এর সঙ্গে যে-সকল ফকির-মিসকীন বসে ছিল তারা এই দুজন লোককে অভিনন্দন জানাল, তাদের উদ্দেশ্যে আনন্দ প্রকাশ করল এবং তাদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিল। এটা দেখে ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা হেসে ফেললেন। কিন্তু আগন্তুক লোক দুজন তাঁর হাসিকে মেনে নিতে পারল না। তারা বলল, আবূ আবদুর রহমান, আল্লাহ তাআলা আপনার দাঁতগুলোকে হাসিতে উজ্জ্বল রাখুক। কিন্তু কেন হাসলেন, তা জানতে পারি কি? আবদুল্লাহ ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহুমা বললেন, আমি এই লোকগুলোর কাণ্ড দেখে হেসেছি। এই লোকগুলো এখানে আসে, ক্ষুধার যন্ত্রণায় তাদের মুখ থেকে যেন রক্ত পড়ে। তারা নিজেদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দেয়; একজন আরেকজনকে জায়গায় দিতে চায় না, যে যাকে পারে কষ্ট দেয়। কারও পক্ষে দুইজনের জায়গা দখল করা সম্ভব হলে অন্যদের কষ্ট দিয়েও ওই কাজটাই করে। তোমরা দুইজন এখানে এসেছ, তবে তোমাদের সাথে আছে পর্যাপ্ত পাথেয় ও সামগ্রী। ফলে তারা তোমাদের জন্য জায়গা করে দিয়েছে, তোমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তারা এমন লোকদেরকে তাদের খাবার খাওয়াতে চায় যারা তা খেতে চায় না; অথচ যারা তা খেতে চায় তাদেরকে কিছুতেই দেয় না।"[৬৪০]

---

[৬৩৯] হাদীসটির সনদ হাসান এবং মাওকুফরূপে বর্ণিত।

[৬৪০] তাহযিবুল কামাল, ৩৩/৮৯। হাদীসটির সনদ সহীহ, মাওকুফ।

এই দুনিয়া চিরস্থায়ী কোনো আবাস নয়। ক্ষণিকের জন্যেই এখানে আসা। এখানকার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া সবই সামান্য সময়ের জন্যে। আর এই সামান্য সময়টুকুই এপারের জীবনের একমাত্র পুঁজি। এই পুঁজিটুকু যেভাবে কাজে লাগানো হবে, তার চিরস্থায়ী প্রতিদান পাওয়া যাবে ওপারে। তাই এপারে থাকাকালীন মুহূর্তগুলোতে অন্য আর দশটা বিষয় না জানলেও একটা বিষয় খুব ভালোভাবে জানা প্রয়োজন—দুনিয়ার এই সময়টুকু কোন কাজে লাগালে অনন্ত অসীম সময়ে আমি ভালো থাকতে পারব, এখন কোন কোন কাজকে গুরুত্ব দিলে ওপারের জীবনে আমাকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে। তা না হলে, চোখের পলকেই শেষ হয়ে যাবে এই ছোট্ট সফরখানি। তারপর শুধুই আফসোস আর আফসোস রয়ে যাবে, যা কোনো উপকারেই আসবে না। তাই ক্ষণিকের এই সফর ফুরোবার আগেই আমাদের পাথেয় সংগ্রহ করা উচিত। আর এই কিতাবটি সে লক্ষ্যেই...

কিতাবটির বৈশিষ্ট্য

- প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বে রচিত মূল্যবান হাদীসের কিতাব।
- কিতাবটির লেখক হলেন বিখ্যাত ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক ﵀। যিনি ছিলেন ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইমাম বুখারি ও ইমাম মুসলিমেরও অনেক আগের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস। তিনি সাহচর্য পেয়েছিলেন ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম মালিক রহিমাহুমুল্লাহ-র। তাঁর ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনু ইদরিস বলেছেন যে, "আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক যে হাদীস জানেন না, ওটা জেনে আমাদেরও কোনো কাজ নেই।"
- দুনিয়ার জীবনে উত্থানের সিঁড়ি ও পতনের অলিগলি এই কিতাবটি হাত ধরে দেখিয়ে দেবে।
- মুমিনের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিবারিক-জীবনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী হওয়া উচিত, সে বিষয়ে ধারণা দেবে।
- বাসায় ও মাসজিদে প্রতিদিন তালীম করার মতো অসাধারণ একটি কিতাব।
- সাহাবি, তাবিয়ি ও তাবি-তাবিয়িগণ তাঁদের পুরোটা দিন কীভাবে কাটাতেন, কীভাবে তাদের সুখ-দুঃখের সময়গুলো পার করতেন, কীভাবে নিজেদেরকে আল্লাহমুখী করে রাখতেন, তার এক বাস্তব রূপ আমাদের সামনে ফুটে উঠবে।